অধিকতর উৎপাদনমুখী বিশ্বায়ন

উচ্চ লক্ষ্যমাত্রা

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯

আমাদের দর্শন

বিশ্বের সবচেয়ে সেরা সাফল্য অর্জনকারী শিল্পজাত গ্যাস ও প্রকৌশল কোম্পানি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য পূরণে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমাদের এই কোম্পানি পারস্পরিক সম্পর্কে ঋদ্ধ এক বিশ্বে আমাদের গ্রাহকদের যে কোন প্রয়োজনে উদ্ভাবনীমূলক ও দীর্ঘস্থায়ী সেবা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

আমাদের ব্রত

আমরা প্রতিদিন আমাদের এই পৃথিবীকে আরো সমৃদ্ধশালী করে তোলার ব্রতে নিয়োজিত। উচ্চ মানসম্পন্ন কার্যক্রম, প্রযুক্তি ও বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে আমরা আমাদের গ্রাহকদের জীবনে আরও সাচ্ছন্দ্য বয়ে আনার পাশাপাশি আমাদের এই গ্রহটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ও এর সুরক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের আমরা প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছি।

আমাদের কৌশলগত নির্দেশনা

একটি বৃহদাকার বৈশ্বিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে আমাদের ব্যক্তিক ও সামষ্টিক শক্তিকে কাজে লাগানোর লক্ষ্য আমরা একটি একক লিন্ডে হিসেবে কাজ করবো। শিল্পজাত গ্যাসের উপর নির্ভরশীল গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহে আমরা আমাদের পরিষেবা আরও নিবিড় করবো এবং আমাদের জমে থাকা প্রচুর কাজ রয়েছে যা আমরা সম্পন্ন করবো। এই একীভূত কোম্পানির বিশাল সম্ভাবনা পুরোপুরি কাজে লাগানোর প্রয়াস চালিয়ে যেতে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

আমাদের একান্ত নিজস্ব মূল্যবোধসমূহ

নিরাপত্তা

নিরাপত্তা আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল দুর্ঘটনা প্রতিরোধযোগ্য এবং আমাদের লক্ষ্য হল মানুষ, সমাজ ও পরিবেশের কোন ক্ষতি যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করা। বিশ্বব্যাপী আমাদের নিরাপত্তা সংস্কৃতি ও সাফল্য আরো উন্নত করার লক্ষ্যে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।

সততা ও নিষ্ঠা

আমরা সবসময় নৈতিকতা ও সর্বোচ্চ সততা ও নিষ্ঠার সাথে আমাদের লক্ষ্য পূরণের প্রয়াস চালাই। আমাদের ব্যবসায় সততা সংক্রান্ত নীতির আলোকে আমরা আমাদের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং ব্যবসায় অংশীদারগণের মাঝে স্বচ্ছ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক প্রত্যাশা করি।

সমাজ

আমরা যে সমাজে বসবাস ও কার্যক্রম পরিচালনা করি, সে সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের স্বেচ্ছাশ্রমের পাশাপাশি আমাদের পরিচালিত দাতব্য কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা আমাদের সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী অবদান রাখবে।

অন্তর্ভুক্তকরণ

সর্বোচ্চ পর্যায়ের মেধাবীদের আকৃষ্ট করা, তাদের যোগ্য করে গড়ে তোলা ও কোম্পানিতে তাদের ধরে রাখার পাশাপাশি উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন বিভিন্ন টীম বা কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা আমাদের কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বৈচিত্রপূর্ণ ও ব্যাপক পরিসরে অন্তর্ভুক্তকরণ নিশ্চিত করার প্রয়াস চালাই। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি বৈচিত্রপূর্ণ উৎস ও পর্যায় হতে প্রাপ্ত মতামত, চিন্তা-ভাবনা ও উপলব্ধি কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের সকল প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

জবাবদিহিতা

আমরা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে আমাদের কার্যক্রমের ব্যাপারে জবাবদিহিতার চর্চা করে থাকি। আমরা যা অর্জন করি এবং যেভাবে অর্জন করি তার উপর গুরুত্ব আরোপ করি এবং আমরা ব্যক্তিগত ও কোম্পানির লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর।

সূচীপত্র

সংক্ষিপ্ত কর্পোরেট বিবরণ

৮৮ কোম্পানির দর্শন
৯০ আর্থিক ইতিবৃত্ত
৯১ এক নজরে সারা বছর
৯২ মূল্য সংযোজিত বিবরণ

শেয়ারহোল্ডারগণের বিজ্ঞপ্তি

৯৩ কর্পোরেট ইতিহাস
৮৭ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

স্ট্যাটুটরি প্রতিবেদন

৮৮ পুঁজি বাজারে কোম্পানি
৮৯ পরিচালনা পর্ষদ
৯২ সভাপতির বিবৃতি
৯৫ পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন
১১৩ কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা
১১৮ পরিচালকগণের দায়িত্বসমূহের বিবরণী
১১৯ অডিট কমিটির প্রতিবেদন
১২০ মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির প্রতিবেদন

আর্থিক প্রতিবেদন

১২১ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি কনসলিডেটেড স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন
১২৩ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন
১২৫ কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ
১২৬ কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ
১২৭ কনসলিডেটেড ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ
১২৮ কনসলিডেটেড নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ
১২৯ আর্থিক অবস্থার বিবরণ
১৩০ লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ
১৩১ ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ
১৩২ নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ
১৩৩ হিসাবের টীকাসমূহ

আর্থিক ইতিবৃত্ত

		২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
রেভিনিউ	টাকা '০০০	৩,৯৮৪,৪৮২	৩,৯৩৩,১৮৫	৪,২৭০,৫৮৫	৪,৯৪১,৭৯৯	৫,৪৬০,১৯০	৫,৬৮৩,৪৪১
কর-পূর্ব মুনাফা	"	৮৫১,০৩৫	৮৮১,৩৪৩	১,১৯০,৮৩২	১,৩০৪,২৬০	১,৩৬৪,৪৭৪	১,৬৬০,৯৮৯
ইবিআইটিডিএ (EBITDA)	"	৯৯৪,০৯৫	১,০৩১,১০৪	১,৩৮১,৭৯৬	১,৫১৬,৪৪৮	১,৬২২,১৪৮	১,৮৮৭,৩২৪
কর বরাদ্দ	"	২৪২,৬৫৯	২১৩,০৮৬	৩২৪,১১৪	১৭১,৪৩২	৩৬০,৭০০	৪২৯,৪০১
বিলম্বিত কর	"	(১১,৭৫৬)	১৭,৭৮৬	(১৪,৪৮০)	১৮০,০৯০	২৯,৩০২	৫৩,২৮৩
আয়	"	৬২০,১৩২	৬৫০,৪৭১	৮৮১,১৯৮	৯৫২,৭৩৮	১,০০৩,৭৭৪	১,২৩১,৫৮৮
প্রস্তাবিত চূড়ান্ত লভ্যাংশ	"	১৬৭,৪০১	১৬৭,৪০১	১৬৭,৪০১	২১৩,০৫৬	৫৭০,৬৮৬	৭৬০,৯১৪
অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান	"	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	–	–
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল	"	২,৪৩৪,৫০৩	২,৬১৩,২০৭	৩,০৩২,৭৫০	৩,৫২৩,৬৩৬	৪,৩২০,৫০৮	৪,৯৫৬,৫২৭
শেয়ার মূলধন	"	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
পুনঃমূল্যায়ন বাবদ সংরক্ষণ	"	২০,১৭৪	২০,১৭৪	–	–	–	–
শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি	"	২,৬০৬,৮৬০	২,৭৮৫,৫৬৪	৩,১৮৪,৯৩৩	৩,৬৭৫,৮১৯	৪,৪৭২,৬৯১	৫,১০৮,৭১০
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	"	১,৫৩৫,১৪৫	১,৯১৪,৪০৫	২,৫৪৩,৯৩৫	৩,২১৮,৬৩৮	৩,৪৪৫,৪৬২	৩,৬১৭,৬৩৯
অবচয়	"	১৬৪,৫৩১	১৬২,৬১৭	২০১,৮৬৩	২১৯,৬৫১	২৮০,০৬৫	২৯২,০৮৬
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	৪০.৭৫	৪২.৭৪	৫৭.৯০	৬২.৬০	৬৫.৯৬	৮০.৯৩
পি ই রেশিও-টাইমস		২২	২৭	২২	২১	১৮	১৬
কর্মচারী হতে মূলধন ফেরত	%	২৪	২৪	২৮	২৬	২২	২৪
মোট মুনাফার আনুপাতিক হার	%	৪০	৪৩	৪৬	৪৭	৪২	৪৪
ইক্যুইটি দেনা বাবদ আনুপাতিক হার-টাইমস		–	–	–	–	–	–
চলতি আনুপাতিক হার-টাইমস		৩.১১	২.৪৪	১.৫৫	১.৬৭	২.০১	২.৩
শেয়ারপ্রতি লভ্যাংশ	টাকা	৩১.০০	৩১.০০	৩১.০০	৩৪.০০	৩৭.৫০	৫০.০০
লভ্যাংশ	%	৩১০	৩১০	৩১০	৩৪০	৩৭৫	৫০০
শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি	টাকা	১৭১.৩০	১৮৩.০৪	২০৯.২৮	২৪১.৫৪	২৯৩.৯০	৩৩৫.৭
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ প্রবাহ	"	৫০.৮৯	৬৭.১৪	৭৩.১৮	৭৬.১৩	৭৬.৮৭	১০২.৮

রেভিনিউ

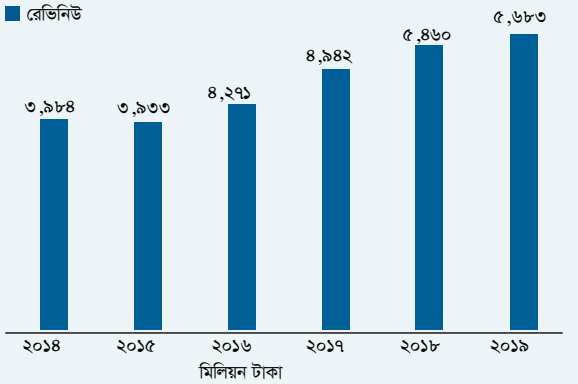

আয় ও লভ্যাংশ

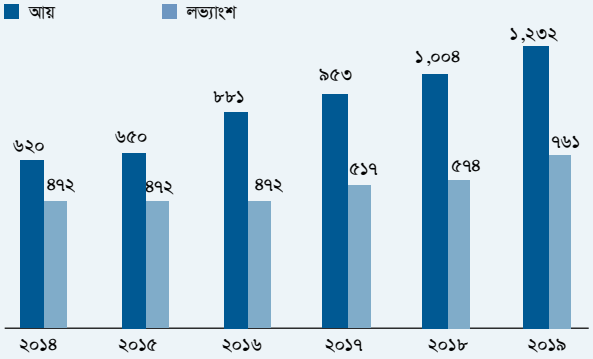

শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি

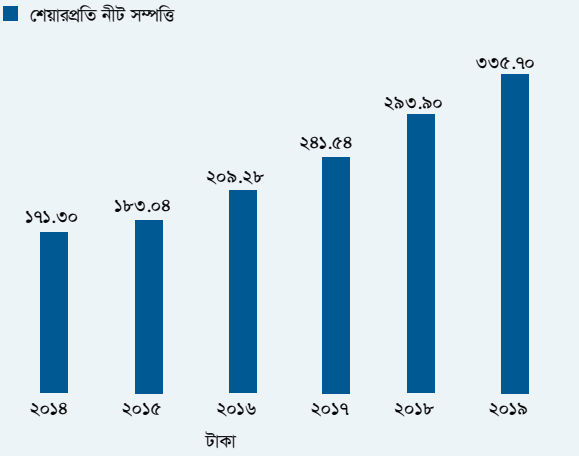

মূল্য আয়ের অনুপাত

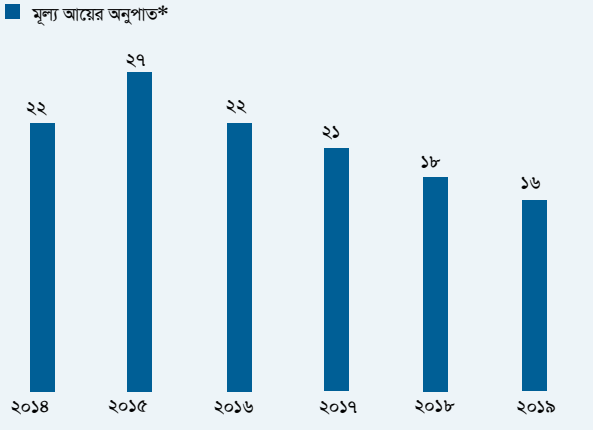

*প্রস্তাবিত লভ্যাংশ এবং ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদানের অন্তর্ভুক্তির সমন্বয় সাধন।

এক নজরে সারা বছর

		২০১৯	২০১৮	২০১৭ এর তুলনায় পরিবর্তন
রেভিনিউ	টাকা '০০০	৫,৬৮৩,৪৪১	৫,৪৬০,১৯০	৪.০৯%
কর-পূর্ব মুনাফা	"	১,৬৬০,৯৮৯	১,৩৬৪,৪৭৪	২১.৭৩%
আয়	"	১,২৩১,৫৮৮	১,০০৩,৭৭৪	২২.৭০%
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	৮০.৯৩	৬৫.৯৬	২২.৭০%

রেভিনিউ, কর-পূর্ব মুনাফা ও আয়

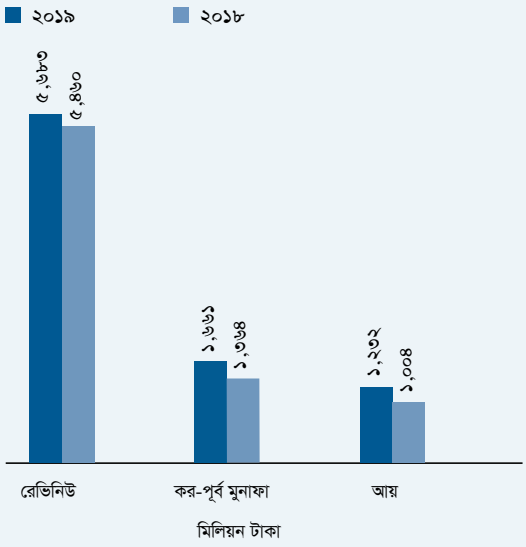

২০১৮ এর তুলনায় পরিবর্তন %

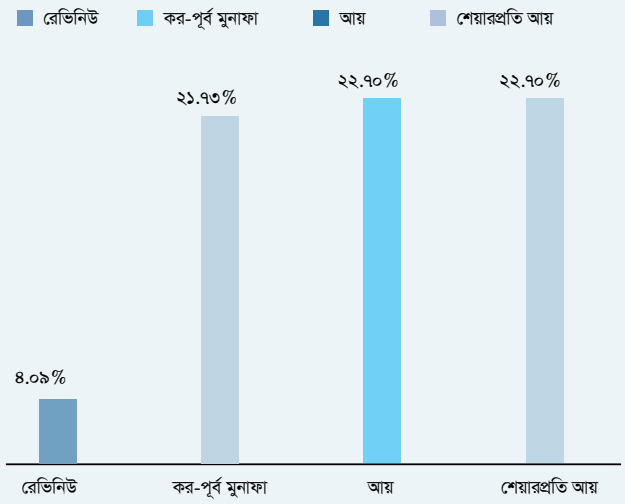

মূল্য সংযোজিত বিবরণ

	৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের			
	২০১৯		২০১৮	
	টাকা '০০০	%	টাকা '০০০	%
মূল্য সংযোজন				
টার্ণওভার (করসহ)	৬,৫৪৮,৬৮৪		৬,৩১২,৬০১	
মালামাল ক্রয় এবং সেবাসমূহ	(৩,২১০,৪২৭)		(৩,২৮৬,৭৭৩)	
	৩,৩৩৮,২৫৭		৩,০২৫,৮২৮	
ব্যাংক জমা বাবদ সুদসহ অন্যান্য আয়/(ক্ষতি)	৭১,১৯৯		৬০,৮১০	
বিতরণযোগ্য	৩,৪০৯,৪৫৬	১০০	৩,০৮৬,৬৩৮	১০০
বিতরণ				
কর্মচারিবৃন্দকে-পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা বাবদ	৫৮২,৭৩৬	১৭%	৫৮১,৮০৮	১৯%
মূলধন সরবরাহকারীদেরকে:				
(ক) ঋণের উপর সুদ	১,৬৭৯	০%	৯৩৬	০%
(খ) চূড়ান্ত লভ্যাংশ (প্রস্তাবিত)	৭৬০,৯১৫	২২%	৫৭০,৬৮৬	১৮%
সরকারকে কর, ভ্যাট, শুল্ক এবং অধিকর বাবদ	১,২৯৪,৬৪৪	৩৮%	১,২১৩,১১১	৩৯%
পুনঃ বিনিয়োগ এবং প্রবৃদ্ধির জন্য রক্ষিত:				
(ক) অবচয়	২৯৮,৮১০	৯%	২৮৭,০০৯	৯%
(খ) সংরক্ষণ এবং উদ্বৃত্ত	৪৭০,৬৭৩	১৪%	৪৩৩,০৮৮	১৪%
	৩,৪০৯,৪৫৬	১০০	৩,০৮৬,৬৩৮	১০০

কর্পোরেট ইতিহাস

নবগঠিত লিন্ডে পিএলসি বিশ্বে একটি শীর্ষ স্থানীয় শিল্পজাত গ্যাস ও প্রকৌশল কোম্পানী যার ২০১৯ অর্থবছরে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ২৮ বিলিয়ন ইউএসডি। একীভূত কোম্পানির শক্তি ও সম্ভাবনাকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে এর ব্যাপক ভাবমূর্তি ও সামর্থ্যের সুফল অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশ্বের এক'শটির অধিক দেশে আশি হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারি দায়িত্ব পালন করছেন এবং এই কোম্পানি তাঁদের এই সম্মিলিত শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে।

অধিকতর উৎপাদনমূখী বিশ্বায়নে লিন্ডে প্রতিদিন আমাদের বিশ্বকে আরও উৎপাদনশীল করার লক্ষ্যে উচ্চমানের সমাধান, প্রযুক্তি এবং পরিষেবাগুলো সরবরাহ করে যা আমাদের গ্রাহকদের অধিকতর সফলতা অর্জন ও বজায় রাখতে এবং সুরক্ষায় সহায়তা করে।

বাংলাদেশে আমাদের উত্তরাধিকার

লিন্ডে গ্রুপের একটি সদস্য প্রতিষ্ঠান লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড একটি নীরব অংশীদার হিসেবে দেশের উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছে। কর্ম-সম্পর্কিত মূল্যবোধে ঋদ্ধ একটি জোরালো নিজস্ব সংস্কৃতি বহু বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় লিন্ডে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটিকে করেছে সমৃদ্ধ আর সুদীর্ঘ ষাট বছরেরও অধিককাল ব্যাপী এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতার পাশাপাশি এর কার্যক্রম ও ব্যবসায়ের অব্যাহত বিস্তারের মধ্য দিয়ে এই সমৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটেছে।

আমরা আমাদের পণ্যসমূহ ৩৫,০০০-এরও অধিক গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে থাকি। এসব গ্রাহকের মধ্যে রয়েছে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও পেট্রো কেমিক্যাল হতে শুরু করে ইস্পাত শিল্প-কারখানার মত ব্যাপক পরিসর ও বৈচিত্রের শিল্প-কারখানাসমূহ। ৩০০ এর মতো প্রশিক্ষিত, কর্মোদ্দীপ্ত ও পেশাদার সদস্যসমৃদ্ধ আমাদের টিম আমাদের গ্রাহকদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশব্যাপী তিনটি বড় আকারের লোকেশনে ২৪ ঘন্টা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডে আমরা আমাদের পণ্য ও সেবার গুণগত মান বজায় রাখায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের উদ্দেশ্য হলো আমাদের কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের জন্য স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশগত ক্ষেত্রে সর্বোত্তম অবস্থা নিশ্চিত করা।

এক নজরে আমাদের অগ্রগতির উল্লেখযোগ্য ধাপসমূহ:

১৯৫৮ পাকিস্তান অক্সিজেন লিমিটেড

১৯৭৩ বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড (বিওএল) নাম পরিগ্রহ করে। জয়েন্ট স্টক অব কোম্পানিজ-এ অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নবগঠিত দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কোম্পানি হিসেবে সরকারের অনুমোদন লাভ করে।

১৯৭৬ প্রথম CO_2 প্ল্যান্ট চালু করা হয়।

১৯৭৯ ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যাত্রা শুরু করে।

১৯৯৫ কোম্পানির নাম "বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড" হতে "বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড-এ পরিবর্তিত হয়।

১৯৯৭ রূপগঞ্জস্থ এএসইউ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়।

১৯৯৯ ২০ টিপিডি উৎপাদন স্থাপনাসহ শীতলপুর প্ল্যান্ট চালু করা হয়।

২০০০ এ্যাসপেন (ASPEN) এবং এলপিজি বোতলজাতকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন।

২০০৪ নবনির্মিত কর্পোরেট কার্যালয়ে গমন।

২০০৬ লিন্ডে গ্রুপ, জার্মানী কর্তৃক অধিগ্রহণ।

২০১০ বাংলাদেশী মুদ্রায় একশ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন।

২০১১ কোম্পানির নাম "বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড" হতে "লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড"-এ পরিবর্তন।

২০১৩ বগুড়ার এলপিজি বোতলজাতকরণ প্ল্যান্ট বিক্রয়।

২০১৭ রূপগঞ্জস্থ ১০০ টিপিডি রূপগঞ্জ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়।

২০১৯ রূপগঞ্জস্থ ৩৬ টিপিডি CO_2 প্ল্যান্ট চালু করা হয়।

কর্পোরেট নির্দেশিকা

সভাপতি

জনাব আইয়ুব কাদরী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

জনাব সুজিত কুমার পাই

স্বতন্ত্র পরিচালক

মিস রূপালী এইচ চৌধুরী
জনাব তানজিব-উল আলম (২রা মে ২০১৮ সালে যোগদান)

চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

জনাব মো: আনিছুজ্জামান

পরিচালক

জনাব মলয় ব্যানার্জী
জনাব মোঃ আবুল হোসেন
(২২শে অক্টোবর ২০১৯-তে যোগদান ও ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০২০-তে পদত্যাগ)
জনাব পাভান মাইসৌরী ভিজয় কুমার (২২শে অক্টোবর ২০১৯-তে যোগদান)

কোম্পানি সচিব

জনাব আবু মোহাম্মদ নিছার

অডিট কমিটি

মিস রূপালী এইচ চৌধুরী
জনাব মলয় ব্যানার্জী
জনাব তানজিব-উল আলম (২রা মে ২০১৮ সালে যোগদান)

হেড অফ ইন্টারনাল অডিট

মিস সঞ্চিতা চক্রবর্তী দাস

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি)

মিস রূপালী এইচ চৌধুরী
জনাব মলয় ব্যানার্জী
জনাব তানজিব-উল আলম (২রা মে ২০১৮ সালে যোগদান)

ব্যাংকসমূহ

দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পো: লি:
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লি:

আইন উপদেষ্টা

হক অ্যান্ড কোম্পানি

অডিটর

স্ট্যাটুটরী অডিটর
হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউনটেন্টস্

কমপ্লায়েন্স অডিটর
রহমান রহমান হক
চার্টার্ড একাউনটেন্টস্

ফ্যাক্টরীসমূহ

রূপগঞ্জ
ধুপতারা, রূপগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ
শীতলপুর
সীতাকুন্ড
চট্টগ্রাম

রেজিস্ট্রিকৃত কার্যালয়

কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁও শি/এ
ঢাকা ১২০৮

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা ভার্চুয়্যাল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম-এ আগামী ১৬ই জুন, ২০২০, রোজ মঙ্গলবার, সকাল ১১:৩০ টায় (পুনঃনির্ধারিত) অনুষ্ঠিত হবে। সভার আলোচ্যসূচী নিম্নরূপ:

১. ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ সমাপ্ত বছরের হিসাব, অডিটরদের এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।
২. ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা।
৩. পরিচালক নির্বাচন।
৪. অডিটর নিয়োগ ও সম্মানী নির্ধারণ।
৫. কমপ্লায়েন্স অডিটর নিয়োগ ও সম্মানী নির্ধারণ।

পরিচালকমন্ডলীর আদেশক্রমে

আবু মোহাম্মদ নিছার
কোম্পানি সচিব
২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০

রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয়
কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁও শি/এ
ঢাকা ১২০৮

টীকা

১. যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম রেকর্ড ডেট ১২ই মার্চ ২০২০ পর্যন্ত কোম্পানির সদস্য বহি কিংবা ডিপোজিটরী বহিতে বৈধভাবে থাকবে তাদের হস্তান্তরিত শেয়ারসমূহের জন্য উক্ত শেয়ার গ্রহীতা সাধারণ সভায় যোগদানের এবং লভ্যাংশ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
২. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশ অনুযায়ী অর্ডার নম্বর এসইসি/এসআরএমআইসি/০৪-২৩১/৯৩২, তারিখ ২৪শে মার্চ ২০২০, এজিএম সদস্যদের ভার্চুয়াল সভা হবে যা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে লাইভ ওয়েবকাস্টের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।
৩. এজিএম শুরুর ১ ঘন্টা আগে এবং এজিএম চলাকালীন সময়ে সদস্যগণ তাদের প্রশ্ন/মন্তব্য জমা এবং ইলেক্ট্রনিক্যাল ভোট দিতে সক্ষম হবেন। সিস্টেমে লগইন করার ক্ষেত্রে সদস্যগণ তাদের পরিচয় প্রমাণ হিসেবে এই লিংকে https://bit.ly/Linde_AGM_2020 প্রবেশ করে তাদের ১৬ সংখ্যার বেনিফিশিয়াল ওনার (বিও) আইডি/ফলিও নম্বর এবং অন্যান্য ক্রীডেন্শিয়াল প্রদান করতে হবে।
৪. সভা শুরুর পূর্বেই আমরা সদস্যগণদের সিস্টেমে লগইন করতে উৎসাহিত করি। অনুগ্রহপূর্বক সিস্টেমে লগ ইন এবং সংযোগ স্থাপনের জন্য যথাযথ সময় দিয়ে সহযোগিতা করুন। ওয়েবকাস্ট সকাল সাড়ে দশ ঘটিকায় শুরু হবে। ভার্চুয়্যাল সভায় প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কোন সমস্যার সম্মূখীন হলে অনুগ্রহ করে +৮৮০২-৮৮৭০৩২২-৭ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
৫. বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের যোগ্য সদস্য তাঁর পক্ষে সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানের জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন। নিজ অধিকারে সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানে সক্ষম না হলে কোন ব্যক্তি প্রক্সি হিসেবে কাজ করতে পারবেন না। এজিএম শুরুর ৭২ ঘন্টার মধ্যে প্রক্সি ফর্মটি যথাযথভাবে পূরণ, স্বাক্ষরিত এবং ২০ টাকা স্ট্যাম্পযুক্ত করে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর শেয়ার অফিস info.bd@linde.com এ প্রেরণ করতে হবে।

পুঁজিবাজারে কোম্পানি

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড একটি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসমৃদ্ধ পুঁজিবাজারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওয়েবসাইট হালনাগাদ এবং মিডিয়া প্রকাশনার মাধ্যমে কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারগণের সাথেও যোগাযোগ করে। বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনা, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, আর্থিক কর্মক্ষমতা সংক্রান্ত তথ্যের ত্রৈমাসিক হালনাগাদকরণ শীর্ষক চর্চাগুলো কোম্পানি কর্তৃক নজরদারি করা হয়, যার মাধ্যমে কোম্পানির প্রতি বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস ও আস্থা জন্মায়।

২০১৯ সালের শেষ কার্যদিনে ডিএসইএক্স, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক যা এ বছরের শুরুতে ৫,৪৬৫ পয়েন্ট থেকে ৪,৪৫৩ (১৮.৫২%) পয়েন্টে হ্রাস পায়। ২০১৯ সালের শেষ কার্যদিনে, ডি এস ই প্রধান সূচক, ডি এস ই-৩০, ১,৫১৩ (২০.৬৯%) পয়েন্টে হ্রাস পায় যা এ বছরের শুরুতে ছিল ১,৯০৮ পয়েন্ট।

পুঁজিবাজার ভিত্তিক পরিসংখ্যান

৩১শে ডিসেম্বর তারিখের

		২০১৯	২০১৮
অর্থবছরের লভ্যাংশ প্রদানের শেয়ারের সংখ্যা	সংখ্যা	১৫২,১৮,২৮০	১৫২,১৮,২৮০
বছর শেষের সমাপনী মূল্য	টাকা	১,২৯৯.০০	১,১৯৮.৪০
এ বছরের উচ্চ মূল্য	টাকা	১,৩৮৭.০০	১,৩৩৬.০০
এ বছরের নিম্নমূল্য	টাকা	১,০০৭.৩০	১,১৬০.০০
ভলিউম শেয়ারের পরিমাণ	সংখ্যা	২,২২৩,৯৭৯	১,০০১,৯৯৪
অর্থ বছরের মোট লভ্যাংশ	টাকা মিলিয়ন	৭৬০.৯১	৫৭০.৬৯
বাজার মূলধন	টাকা মিলিয়ন	১৯,৭৬৯	১৮,২৩৮
শেয়ারপ্রতি তথ্য			
নগদ লভ্যাংশ	টাকা	৫০.০০	৩৭.৫০
লভ্যাংশ ইলড	%	৩.৮৫	৩.১৩
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ অর্থ প্রবাহ	টাকা	১০২.৮৪	৭৬.৮৭
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	৮০.৯৩	৬৫.৯৬

মাস অনুযায়ী কোম্পানির উচ্চ ও নিম্ন শেয়ারের মূল্য

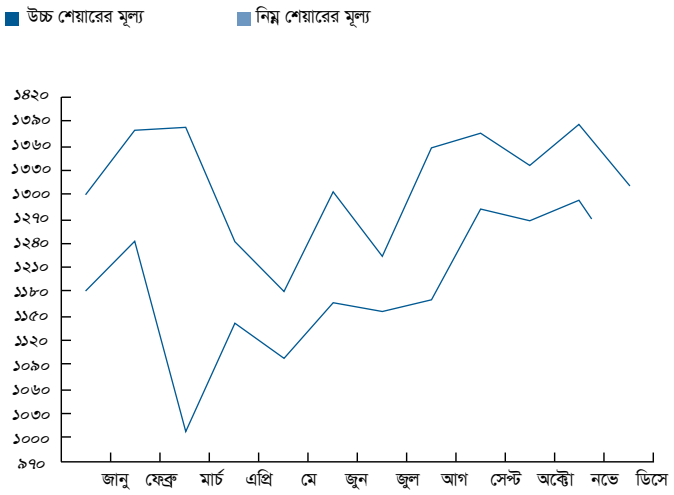

মাস অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ার লেনদেন

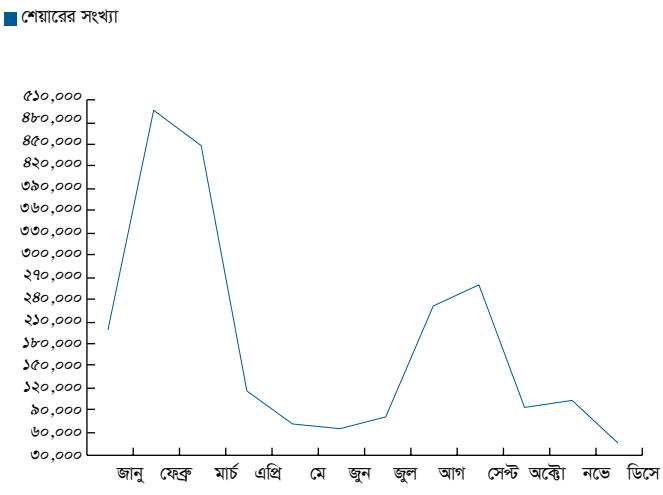

পরিচালনা পর্ষদ

আইয়ুব কাদরী

২০১১ সাল হতে সভাপতি

জনাব আইয়ুব কাদরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজীতে এম, এ এবং যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাবলিক এ্যাফেয়ার্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। জনাব কাদরি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ-এর প্রশাসনিক একাডেমিতে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ছাড়াও সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আই.এল.ও ইনষ্টিটিউট জেনেভা, জাতিসংঘ ইনষ্টিটিউট জাপান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক কেন্দ্র ফিলিপাইনে, ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক সার্ভিস এবং ইউ.এস.এ সহ বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

জনাব কাদরী ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসে কর্মময় জীবন শুরু করে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন; এর মধ্যে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে স্থায়ী পদে সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়গুলো হলো শিল্প, পানি সম্পদ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, খাদ্য, মৎস্য ও পশুপালন, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন। তিনি বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (BCIC) এর সভাপতি এবং পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (BRDB) মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব কাদরী ২০০৫ সালে সরকারী চাকুরী হতে অবসর নেন। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাস হতে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়াও তিনি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। একই বছরের ডিসেম্বর মাসে তিনি পদত্যাগ করেন।

জনাব কাদরী বহু সরকারী, ব্যক্তি মালিকানাধীন ও যৌথ মালিকানাধীন কোম্পানি-এর বোর্ডের সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখেন। তাছাড়া তিনি বেসিক ব্যাংক লিঃ, কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোং (KAFCO), ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোং (IPDC), বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (BIM) এবং স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (SME) ফাউন্ডেশন-এর বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তিনি ২০০৮ সালে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন।

সুজিত কুমার পাই

২০২০ সালের জানুয়ারি হতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত

জনাব সুজিত কুমার পাই ২০১৯ সালের জুলাই মাসে পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন এবং ২০২০ সালের জানুয়ারিতে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত হন। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এ যোগদানের পূর্বে ২০১৪ সাল হতে তিনি মুম্বাইস্থ লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ভিপি (বিক্রয়, বিপণন এবং সিএসসিএম) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মারচেন্ট গ্যাসেস স্পেস এর বিক্রয়, বিপণন এবং সিলিন্ডার সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম বিষয়ক কান্ট্রি লিডারশীপ টীম এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবসায়ে ও তার ব্যাপক দায়িত্ব ছিল। ২০১৭ সাল এবং ২০১৮ সালে তিনি লিন্ডে ইন্ডেয়া সেলস্ টীম-এর পক্ষ হতে আঞ্চলিক বিক্রয় নির্বাহী পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও তিনি লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর সিএসআর এবং পিওএসএইচ বা 'পশ' কমিটিসমূহের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

তিনি ২০০৩ সাল হতে ২০১৪ সাল অবধি বহুজাতিক এমারসন গ্রুপে বিক্রয় ও বিপণনের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। পশ্চিম ভারতে অবস্থিত এএসসিও ইন্ডিয়া লিমিটেড-এ আঞ্চলিক বিক্রয় ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা হতে শুরু করে দক্ষিণ ভারতের চেন্নাই-এ অবস্থিত সংগঠনের বিক্রয় ও বিপণন পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণকারী জনাব পাই প্রত্যাশিত এশিয়ান লিডারশীপ টীমের পাশাপাশি এমারসন-এ ইন্ডিয়া জুনিয়র বোর্ডের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

জনাব পাই ১৯৯৬ সাল হতে ২০০৩ সাল অবধি লারসেন এন্ড টোক্রা লিমিটেড-এ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মার্কেটিং হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি সেখানে ভারী প্রকৌশল বিভাগে (স্পেশালিটি ভালব, নিউক্লিয়ার এন্ড প্রজেক্টস) দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কার্যকালে তিনি হাইয়েস্ট অর্ডার বুকিং-এর জন্য পর পর চারবার 'খুব ভালো দায়িত্ব পালনকারী' কর্মকর্তা হিসেবে সম্মানিত হন; পাশাপাশি চলতি মূলধনের চমৎকার ব্যবস্থাপনার জন্য 'বেস্ট মানি ম্যানেজার' পুরস্কারে ভূষিত হন। নিউক্লিয়ার পাওয়ার সেক্টর-এ ক্রিটিক্যাল আইসোলেশন ড্যাম্পার ও নিউম্যাটিক এ্যাকচুয়েটরের জন্য বড় আকারের অর্ডার বা ফরমায়েশ পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

জনাব পাই ১৯৯৪ সালে হিনডালকো ইন্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড-এ একজন বিক্রয় প্রকৌশলী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি কনকাস্ট এ্যালুমিনিয়াম রোলড্ পণ্যের বাজার সৃষ্টির পাশাপাশি ক্যাপাসিটর ক্যান, আইলেট ও লিথোগ্রাফিক প্লেট-এর নতুন নতুন প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টির অনুকূলে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব সুজিত কুমার পাই মুম্বাইস্থ এনএমআইএমএস হতে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনায় স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ভারতের নাগপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধীন বিশ্বসেরা জাতীয় ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি হতে মেটালজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন।

মলয় ব্যানার্জী

২০১৫ সাল হতে পরিচালক

জনাব মলয় ব্যানার্জী ২০১৩ সালের ৩০শে জুলাই থেকে লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড লিন্ডে পিএলসির একটি সদস্য। লিন্ডে বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় গ্যাস ও প্রকৌশল কোম্পানি। পৃথিবীর ১০০টি দেশে এই কোম্পানির ৮০,০০০ কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্মরত রয়েছেন।

জনাব ব্যানার্জী লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ক্লাস্টারের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন; এই ক্লাস্টারে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকা। তিনি লিন্ডে গ্রুপের অধীন লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং শ্রীলংকার সিলন অক্সিজেন কোম্পানি লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

২০১১ সালের পূর্বে জনাব ব্যানার্জী লিন্ডে গ্রুপের দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া অঞ্চল এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক ব্যবসায় ইউনিটের টনেজ এ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্টের (Tonnage Account Management) প্রধান হিসেবে সিঙ্গাপুরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে ডেপুটি কান্ট্রি হেড হিসেবে লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এ যোগদান করেন ।

জনাব ব্যানার্জী ১৯৮৭ সালে একজন প্রশিক্ষণার্থী (Trainee) হিসেবে লিন্ডে ইন্ডিয়াতে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি কোম্পানির প্রকৌশল ও গ্যাস বিভাগে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। এরমধ্যে রয়েছে প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ব্যবসায় উন্নয়ন ও বিপণন। ২০০৯ সালে জনাব ব্যানার্জী ইন্ডিয়াতে গ্যাসেস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট-এর দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব ব্যানার্জী ১৯৮৭ সালে কানপুরস্থ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজী হতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ব্যাচেলর ডিগ্রি গ্রহণ করেন।

রূপালী এইচ চৌধুরী

২০১৮ সালে পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান

মিস রূপালী চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ অনুষদ হতে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে রসায়ন বিভাগে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ১৯৮৪ সালে বহুজাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল ও কেমিক্যাল কোম্পানি 'সিবা গেইগী (বাংলাদেশ) লিমিটেড' এর পরিকল্পনা, তথ্য ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগে কর্মজীবন শুরু করেন এবং প্রায় সাড়ে ছয় বছর সেখানে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালে তিনি যখন 'সিবা গেইগী (বাংলাদেশ) লিমিটেড' ত্যাগ করেন তখন তিনি সেখানে ব্রান্ড ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

১৯৯০ সালে মিস রূপালী চৌধুরী প্লানিং ম্যানেজার হিসেবে 'বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড' এ যোগদান করেন এবং সেখানে তার কার্যকালে তিনি বিভিন্ন বিভাগ যেমন- বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ, পরিকল্পনা এবং সিস্টেমস-এ বিভিন্ন সুপারভাইজারি ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করেন।

মিস চৌধুরী ২০০৮ সালের ১লা জানুয়ারিতে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে কোম্পানিতে পদোন্নতি পান। তিনি জেনসন এন্ড নিকোলসন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এরও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর; এটি বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের একটি শতভাগ সহযোগী প্রতিষ্ঠান। তিনি বার্জার বেকার বাংলাদেশ লিমিটেডেরও পরিচালক; এটি বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড এবং বেকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোটিংস হোল্ডিং এবি সুইডেন এবং বার্জার ফসরক লিমিটেড (বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড ও ফসরক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ইউকে-এর একটি যৌথ কোম্পানি) এর একটি যৌথ কোম্পানি, যা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে তার কার্যকালে গঠিত হয়। মিস চৌধুরী বাটা সু কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটড-এর একজন স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন যা ২০১৮ সালের এপ্রিল হতে কার্যকর হয়েছে। মিস চৌধুরী শিল্পখাতে তার অসাধারণ সাফল্যের জন্য বাণিজ্যিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা কমার্শিয়ালি ইম্পরটেন্ট পারসন (সিআইপি) মনোনীত হয়েছেন।

তানজিব-উল আলম

২০১৯ সালে মে মাসে পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন

ব্যারিষ্টার-এই-ল জনাব তানজিব-উল আলম ১৯৯৭ সাল হতে বাংলাদেশে আইন পেশায় নিযুক্ত রয়েছেন এবং ২০০৫ সাল হতে বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৯৬ সালে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন হতে এলএলবি (অনার্স) ডিগ্রি সম্পন্ন করেন এবং ১৯৯৭ সালে যুক্তরাজ্যের লিংকন ইন হতে বার অব ইংল্যান্ডে যোগদানের আমন্ত্রণ পান। তিনি যে সকল ক্ষেত্রের আইনী দিকসমূহ নিয়ে কাজ করেন সেগুলো হলো: সালিশ-মীমাংসা, কর্পোরেট, ক্রস বর্ডার বা দেশের বাহিরে বিনিয়োগ, বিদ্যুৎ, তেল ও গ্যাস, মার্জার ও এক্যুইজিশন, প্রকল্প অর্থায়ন, সিকিউরিটিজ এবং টেলিযোগাযোগ। কর্পোরেট খাতে বাংলাদেশে তিনি বেশ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প অর্থায়ন ও আইপিও কার্যক্রম পরিচালনায় সম্পৃক্ত রয়েছেন। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি কোম্পানি সমূহের একীভূতকরণসহ সালিশ-মীমাংসা ও আইনী যুদ্ধে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ কোম্পানিসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। পাশাপাশি রেন্টাল পাওয়ার প্রকল্প সমূহের বহু সিন্ডিকেট লেনদেনের ক্ষেত্রে তিনি শীর্ষ পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও গ্যাসভিত্তিক ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ প্রতিষ্ঠাকালে বহু ক্লায়েন্টকে তিনি যথাযথ পরামর্শ প্রদান করেন।

একজন আইন পরামর্শক হিসেবে জনাব তানজিব-উল আলম বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এ্যাক্ট, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন এবং বাংলাদেশের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-এর খসড়া প্রস্তুতকরণে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত ছিল। তিনি বাংলাদেশের জন্য নতুন কোম্পানি আইনের অধীন আন্তর্জাতিক ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) প্রণয়নে নেতৃত্ব স্থানীয় পরামর্শক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। উপরন্তু, জনাব আলম ইনস্টিটিউশনাল রিফর্ম ইন্টারন্যাশনাল ইনকর্পোরেশন (আইআরআইএস) ইউএসএ, বিশ্ব ব্যাংক, ইউএনডিপি এবং অন্যান্য বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে আইন সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার ব্যাপক অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। বিগত দশকে বেশ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক আইন বিষয়ক মামলার আইনজীবি হিসেবে সম্পৃক্ত ছিলেন, যা বাংলাদেশের আইনের ইতিহাসে আইনের শাসন ও সাংবিধানিকতার উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখেছে। জনাব আলম ঢাকাস্থ তানজিব আলম এন্ড এ্যাসোসিয়েটস নামক বিখ্যাত আইন সংস্থার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর আইন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তানজিব আলম এন্ড এ্যাসোসিয়েটস বাংলাদেশের সবচেয়ে মেধাবী পেশাজীবিদের অন্যতম একটি সংগঠন হিসেবে সুপরিচিত এবং বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক আইন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠাসমূহের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। জনাব আলম বাংলাদেশের জাতীয়-পতাকাবাহী বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস-এর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এমভি পাভান

২০১৯ সালে জুলাই মাসে পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন

জনাব এমভি পাভান লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর একজন পরিচালক। তিনি ভারতের বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত প্রাক্জাইর ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং আইটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট বিভাগের হেড অব ফিন্যান্স হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি প্রাক্জাইর ইন্ডিয়ার পরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব পাভান ২০১৮ সালের জুলাই মাসে প্রাক্জাইর ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এ যোগদান করেন। ২০১৮ সালের পূর্বে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবীস্থ প্রাক্জাইর গলফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস কোম্পানির ফিন্যান্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে ২০১৩ সাল হতে ২০১৮ সাল অবধি মধ্যপ্রাচ্য ব্যবসায়সমূহের অর্থায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভারতের বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত প্রাক্জাইর ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এ ২০০৪ সাল হতে ২০১২ সাল অবধি ফিন্যান্স এবং ব্যবসায় উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। প্রাক্জাইর ইন্ডিয়াতে দায়িত্ব পালনের পূর্বে তিনি ভারতের বেঙ্গালুরুতে কেপিএমজি রিস্ক এ্যাডভাইজরি সার্ভিসেস-এর একজন এ্যাসোসিয়েট হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জনাব পাভান একজন উচ্চ শিক্ষিত চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট অব ইন্ডিয়া হতে ২০০১ সালে চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ব্যাঙ্গালুরু ইউনিভার্সিটি হতে ব্যাচেলর অব কমার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

সভাপতির বিবৃতি

প্রিয় শেয়ারহোল্ডারগণ,

আপনাদের কোম্পানি লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের স্বাগত জানানোর পাশাপাশি ২০১৯ সালের ফলাফলসমূহ আপনাদের নিকট উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত।

আপনাদের নিশ্চয় স্মরণ রয়েছে যে, ২০১৮ সাল আপনাদের কোম্পানির জন্য সেই সময়ের সর্বোত্তম আয় ও মুনাফার বিচারে ছিল একটি চমৎকার বছর। আমি এই মর্মে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পেরে আনন্দিত যে, লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড ২০১৯ সালে রেকর্ড পরিমাণ আয় ও মুনাফা সমৃদ্ধ আরও একটি বছর উপহার দিতে পেরেছে।

২০১৮ সালের তুলনায়:
- করপূর্ব মুনাফা ২১.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে টাকার অংকে দাঁড়িয়েছে ১,৬৬১ মিলিয়ন
- কোম্পানির আয় ২২.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,২৩২ মিলিয়ন টাকা
- শেয়ার প্রতি আয় ২২.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৮০.৯৩ টাকা

এসমস্ত ব্যবসায়িক ফলাফল অর্জন করার পাশাপাশি আপনাদের কোম্পানি বছরব্যাপী নিখুঁত নিরাপত্তার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

বিগত কয়েক বছরের কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত, বিশেষতঃ নতুন বিনিয়োগ এবং কার্যক্রম পরিচালনার যৌক্তিক ভিত্তি সম্ভাবনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত, এই চমৎকার ফলাফল অর্জনে ভূমিকা রেখেছে। বিগত বছরের মত আলোচ্য বছরে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রতিযোগিতামূলক দরে কাঁচামাল সংগ্রহের প্রয়াস এর পাশাপাশি পণ্যের সময়ানুগ আমদানি ও বিতরণ এবং উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার সামর্থ্য উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে চমৎকার নজির স্থাপন করেছেন।

একটি চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে অব্যাহত ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার লক্ষ্যে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যে নিরলস পরিশ্রম করেছেন তার জন্য তাদের সাধুবাদ জানাতে আমার সাথে আপনাদের শরীক হওয়ার আহ্বান জানাই। অতুলনীয় নিরাপত্তা রেকর্ড এর জন্য আপনাদের কোম্পানি প্রশংসার দাবিদার।

আমি আপনাদের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মহসীন উদ্দীন আহমেদ-এর অবদানের উল্লেখ করতে চাই। আপনাদের কোম্পানিতে প্রায় সাড়ে তিন বছর দায়িত্ব পালনের পর ২০১৯ সালের শেষে জনাব আহমেদ কোম্পানি ছেড়ে চলে যান। তাঁর প্রতি রইলো আমাদের সর্বান্তরিক শুভেচ্ছা। আমি জনাব আহমেদ এর উত্তরসুরী জনাব সুজিত কুমার পাই-কে আপনাদের নিকট পরিচয় করিয়ে দিতে পেরে আনন্দিত। এ বছরের জানুয়ারিতে জনাব পাই লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। জনাব পাই এর কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি।

আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ব্যবসায়ে সকল খাতে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি রেকর্ড পরিমাণ আয় ও মুনাফার আলোকে ২০১৯ সাল আপনাদের কোম্পানির জন্য ছিল সর্বোত্তম বছর। বিগত বছরের তুলনায় এএসইউ পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০ শতাংশের বেশি এবং তরল কার্বন-ডাই অক্সাইড এর বিক্রয় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত বছরের তুলনায় বাল্ক ব্যবসায় ২৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। আরোও গুরুত্বপূর্ণ হলো নতুন এএসইউ এবং কার্বন-ডাই অক্সাইড প্ল্যান্টসমূহ হতে উৎপাদিত পণ্যের প্রতুলতার পাশাপাশি গ্যাসসমূহের আমদানি ও স্থানান্তর ব্যয় বিলোপের ফলে মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনাদের কোম্পানি তরল অক্সিজেন সরবরাহের জন্য পানীয় প্রস্তুত কারখানার সাথে বিভিন্ন নতুন চুক্তিতে উপনীত হয়েছে। বিগত বছরের তুলনায় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবসায় ৩.৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। হার্ডগুডস বিক্রয় ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ২ শতাংশ অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প অনেক বড় আবদান রাখে; এ শিল্পখাতে গত বিগত বছরের তুলনায় ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং হার্ডগুডস খাতে মোট আয়ের ৫০ শতাংশ এ খাত হতে অর্জিত হয়।

ব্যবসায় পরিবেশ ও আর্থিক ফলাফল

আলোচ্য বছরব্যাপী দেশে অপেক্ষাকৃত শান্ত রাজনৈতিক পরিবেশ বিদ্যমান ছিল। জিডিপি খাতে ৮ শতাংশ চমৎকার প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। সরকার পরিচালিত বৃহদাকার প্রকল্পসমূহের ফলে স্টিল শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় যার ফলে আপনাদের কোম্পানির জন্য বাল্ক গ্যাস খাতে ব্যবসায়ে সুযোগ সৃষ্টি হয়। জাহাজ নির্মাণ শিল্পে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির ফলে ইলেক্ট্রোড ব্যবসায় আপনাদের কোম্পানির জন্য ব্যবসায়িক সুযোগ ঘটে। দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতের প্রবৃদ্ধির ফলে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালসমূহের প্রসার ঘটে; এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক শিল্প যেখানে আপনাদের কোম্পানি ব্যাপক পণ্য ও সেবা সম্ভারের আয়োজনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক উৎকর্ষতা অর্জনে সক্ষম। এসমস্ত কিছুর বদৌলতে ২০১৯ সালে আপনাদের কোম্পানির জন্য অনুকূল ব্যবসায় পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বিগত বছরের তুলনায় ২০১৯ সালে কোম্পানির লেনদেনের ক্ষেত্রে ৪.১ শতাংশ নীট প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় অপরদিকে ব্যবসায় হতে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি ২২.৭ শতাংশ। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে রয়েছে যে, ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে আপনাদের কোম্পানির সার্বিক লেনদেন বৃদ্ধি পেয়েছিল ১০.৫ শতাংশ কিন্তু ব্যবসায় হতে আয় বেড়েছিল মাত্র ৫.৪ শতাংশ। ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে ৪.১ শতাংশ বৃদ্ধির বিপরীতে কোম্পানির আয় ২২.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়া বেশ উল্লেখযোগ্য এবং তা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বাক্ষর বহন করে। ক্রমবর্ধিষ্ণু বিক্রয়, কোম্পানি কর্তৃক ব্যয় সংকোচন বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ, ই-নিলামের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজার হতে প্রতিযোগিতামূলক দরে কাঁচামাল সংগ্রহ করার পাশাপাশি অন্যান্য অনুকূল পদক্ষেপ সমূহের ফলে ব্যবসায় হতে আয় বৃদ্ধি পায়। কোম্পানি অপেক্ষাকৃত বেশি সুদের হার ধরে রাখতে সক্ষম হওয়ার ফলে বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে সুদ বাবদ আয় বৃদ্ধি পায় ।

আপনাদের কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ ২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য শেয়ার প্রতি ৫০.০০ টাকা অথবা ৫০০ শতাংশ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছেন। এর ফলে লভ্যাংশ বাবদ ৭৬০.৯ মিলিয়ন টাকা প্রয়োজন হবে। আপনারা যদি এ সুপারিশ অনুমোদন করেন, সেক্ষেত্রে এটিই হবে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক এ যাবৎ প্রদত্ত সর্বোচ্চ লভ্যাংশ।

আমার মনে পড়ে, ২০১৯ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় একজন শেয়ারহোল্ডার এই মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, আপনাদের কোম্পানি পরবর্তী বছর ৪০০ শতাংশ লভ্যাংশ প্রদান করতে সক্ষম হবে। সেই প্রত্যাশার চেয়ে বেশি লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

সরবরাহ

২০১৭ সালে এএসইউ প্ল্যান্ট চালু করার পর হতে বর্তমান চাহিদা পূরণের পাশাপাশি জরুরী রিজার্ভ ধরে রাখার ক্ষেত্রে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড যথেষ্ট পরিমাণ এয়ারগ্যাস উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে আপনাদের কোম্পানি পণ্য আমদানি করা ছাড়াই এর গ্রাহকগণকে সেবা প্রদান করতে পারছে। এএসইউ পণ্যসমূহের বিক্রয় ৩০ শতাংশের অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৯ সালের জুন মাসে একটি নতুন ৩৬ টিপিডি কার্বন-ডাই অক্সাইড প্ল্যান্ট চালু করা হয়। পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহের কারণে বিদ্যমান গ্রাহকবৃন্দকে সন্তুষ্ট রাখার পাশাপাশি নতুন এবং বৃহদাকার গ্রাহক সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। বিগত বছরের তুলনায় তরল অক্সিজেন এর বিক্রয় ১৫ শতাংশ এবং কমপ্রেস্ড কার্বন-ডাই অক্সাইড এর বিক্রয় ৪০ শতাংশের অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯ সালে হার্ডগুডস এর উৎপাদনও সন্তোষজনক ছিল।

জ্বালানি বাবদ ব্যয় সর্বোচ্চ অনুকূল রাখার পাশাপাশি নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থাপিত একটি 2x5 এমডব্লিইউ ক্যাপটিভ জেনারেটর ২০২০ সালের জানুয়ারী মাস হতে চালু করা হয়। এর ফলে পুরো রূপগঞ্জ সাইটে বিদ্যুৎ পরিস্থিতি উন্নয়ন ঘটার পাশাপাশি ব্যয় কমে যাবে এবং এর ফলে মুনাফা বৃদ্ধি পাবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

পণ্য বিতরণ

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড ডেলিভার বড় ধরনের দুর্ঘটনামুক্ত ১৪০০ দিনের অধিক অতিবাহিত করার নতুন মাইলফলক অতিক্রম করেছে এবং এই যাত্রা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এ চমৎকার সাফল্য দেশে এবং দেশের বাহিরে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ, প্রি-ডেলিভারি যাচাই, ড্রাইভারের স্বাস্থ্য মনিটর করা, যোগ্যতাভিত্তিক অনলাইন ড্রাইভার প্রশিক্ষণ ও ড্রাইভার সম্পৃক্তকরণ, রুটের ঝুঁকি বিশ্লেষণ, রোলার ব্রেক টেস্টিং, উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন ড্রাইভার ব্যবস্থাপনা, ড্রাইভারদের জন্য পুরস্কার প্রদান কর্মসূচি, সুপারভাইজারদের জন্য এক্সটার্নাল সার্টিফিকেশন ইত্যাদির মত বিভিন্ন যথাযথ নিরাপত্তা উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে এ সাফল্য অর্জিত হয়। গাড়ি চালনারত ড্রাইভারগণকে দূর হতে মনিটর করার লক্ষ্যে ক্লান্তি মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়। বহিঃস্থ পরিবহণ নিরাপত্তার উপর গুরুত্ব প্রদানকারী বিভিন্ন সংগঠন সমূহের পাশাপাশি আইন প্রয়োগকারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষসহ ড্রাইভারদের জন্য প্রণোদনামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সোর্স অপটিমাইজেশন, ড্রপ সাইজ উন্নয়ন, ক্রমবর্ধিষ্ণু সামর্থ্য কাজে লাগানো, ফ্লিট রেশনালাইজেশন ইত্যাদির মাধ্যমে ২০১৯ সালে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড ডেলিভার কর্তৃক ৬০ এমবিডিটি প্রডাক্টিভিটি সেভিংস বা উৎপাদনশীলতা সংরক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়। পুরো বছরে কোন ধরনের গ্রাহক "স্টক আউট" হওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। তরল পণ্য স্থানান্তরকালীন ক্ষতি এযাবৎকালে সর্বনিম্ন পর্যায় বজায় রাখা হয়। প্রতিযোগিতামূলক এবং সম্মিলিত বিভিন্ন দিকসমূহ নিয়ে অভ্যন্তরীণ সমন্বিত বাল্ক শিডিউলিং (এলএমএস) এবং সরবরাহ প্রজ্ঞাপন ব্যবস্থা চালু করা হয়। এ অঞ্চলের লিন্ডের ক্ষেত্রে এটাই ছিলো এ যাবতকালের সর্বপ্রথম এধরনের উদ্যোগ। পাশাপাশি আইএসও ৯০০১ এবং ১৪০০১, এমইডি ৫০ বিষয়ক চর্চাসমূহ প্রচলিত ছিল। অনলাইন এস এপি পি এম ব্যবস্থার মাধ্যমে যানবাহন এবং ভিআইটিটি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। রেট নির্ভর বিভিন্ন কনট্রাক্ট এবং নিরাপত্তা, কার্যক্রম পরিচালনাগত ও ব্যবসায় সাফল্যের ত্রৈমাসিক পর্যালোচনার মাধ্যমে কন্ট্রাক্টর ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া উন্নত করা হয়।

সার্বিক বিচারে নিরাপত্তা, দক্ষতা, নির্ভরযোগ্যতা, ব্যয় অনুকূল সুবিধা ও সাফল্যের বিচারে লিন্ডে ডেলিভার এর জন্য ২০১৯ সাল ছিল আরেকটি সাফল্যমন্ডিত বছর।

নিরাপত্তা বিষয়াদি

লিন্ডে এন্ড প্রাক্জাইর একীভূতকরণ পরবর্তী সময়ে এইচএসই মূল্যবোধসমূহ, উভয় কোম্পানির অঙ্গীকার ও নীতিসমূহ সংঙ্গতিপূর্ণ করা হয়েছে। ২০১৯ সালে একটি এইচএসসি ও গুণগত মান বিষয়ক নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তা লিন্ডে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। লিন্ডে কোম্পানিতে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং পরিবেশগত দায়-দায়িত্ব হলো মূল্যবোধ, যার অর্থ হলো এমনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাতে এ কোম্পানি যাদের নিয়ে কাজ করে যে পরিবেশ ও জনগোষ্ঠীর মাঝে কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদেরকে যে কোন ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।

২০১৯ সালে লিন্ডে পিএলসি জীবন রক্ষাকারী আইনসমূহও (এলএসআর) প্রণয়ন করে। এলএসআর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির এমনসব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোকে শক্তিশালী করে যে, যদি এই নিয়মগুলো পালন করা না হয় তবে তা প্রাণসংহার এবং প্রাণসংহারের অনুকূল ঘটনার (এফপিই) উদ্রেক করতে পারেন।

কোম্পানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কিছু মাইলফলক অর্জন করেছে। ২০১৯ সালে গুরুতর ঘটনা (এমই) এবং প্রাণ সংহারের অনুকূল ঘটনার (এফপিই) সংখ্যা ছিলো শূন্যের কোঠায়। ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ সাল অবধি লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড গুরুতর ঘটনা (এমই) ব্যাতিরেকে ১৪১২ দিন অতিবাহিত করেছে এবং কোন ধরনের এমই এবং এফপিই ছাড়া ১৩.৫ মিলিয়ন কিলোমিটার পথে বাণিজ্যিক যানবাহন পরিচালনা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। ২০১৯ সালে নথিভুক্ত করার যোগ্য একটিমাত্র আহত হওয়ার ঘটনা (আরআইসি) ঘটেছে। ২০১৯ সালে আপনাদের কোম্পানি লিডিং ইন্ডিকেটার বা শীর্ষ সূচক এবং সরবরাহ নিরাপত্তা বাস্তবায়ন পরিকল্পনার (এসএসআইপি) শতভাগ অর্জন করতে সক্ষম হয়।

কোম্পানি পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পুনঃপ্রত্যয়ন বা রিসার্টিফিকেশন, আইএসও-১৪০০১:২০১৫ অর্জন করে এবং রূপগঞ্জ সাইটের অনুকূলে গুণগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির দ্বিতীয় সার্ভেইলেন্স নিরীক্ষা, আইএসও-৯০০১:২০১৫ সম্পন্ন করে। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন পানি সংরক্ষণ প্রকল্প এবং প্রসেস ওয়াটার ব্যবহারকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে রূপগঞ্জ সাইটে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিবেশগত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এলাকার সাথে সম্পৃক্ততার অংশ হিসেবে আপনাদের কোম্পানি অন্য একটি সংগঠনের জন্য ডিভেন্সিভ ড্রাইভিং এবং আচরণগত নিরাপত্তা কর্মসূচির আয়োজন করার পাশাপাশি রূপগঞ্জ সাইটের পার্শ্ববর্তী নিকটস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিরাপত্তা সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ ও কন্ট্রাক্টরদের মাঝে নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২০১৯ সালের ১৯ই জুন লিন্ডে নিরাপত্তা অঙ্গীকার দিবস পালন করা হয়।

মানবসম্পদ

আপনাদের কোম্পানির মানবসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো কার্যসম্পাদন, নিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণের একটি অদ্বিতীয় সংস্কৃতি গঠনের মাধ্যমে অধিকতর সাফল্য ও লাভজনক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। আপনাদের কোম্পানি শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মসূচির উপর গুরুত্বারোপ করার পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পৃক্ত করে বেশ

কিছু আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং জেন্ডার বৈচিত্র নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে লিন্ডের অঙ্গীকারকে লালন করে মেধাবীদের খুঁজে বের করার কৌশল গ্রহণে তৎপর হয়েছে। বছরব্যাপী আমাদের কোম্পানি তার কর্মীবাহিনীর সাথে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং আলোচ্য বছরে ইউনিয়ন কর্মকান্ডের জন্য উৎপাদন বিঘ্নিত হওয়ার মত কোন ঘটনা ঘটেনি, যার ফলে উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি তা কোম্পানির সার্বিক প্রবৃদ্ধিতে অনুকুল অবদান রেখেছে। কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে লিন্ডে এবং প্রাক্জাইর একীভূতকরণ কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহের বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে একীভূতকরণ কার্যক্রমকে সফলভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি

২০১৯ সালে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ ব্যবসায় প্রক্রিয়াকে একটি বৈশ্বিক মানদন্ডে উপনীত করার লক্ষ্যে অনেকগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০১৯ সালে ১লা অক্টোবর বাল্ক গ্রাহকদের জন্য আগমনের প্রত্যাশিত সময়, (ইটিএ) সংক্রান্ত এস.এম.এস. ডেলিভারি প্রজ্ঞাপন প্রদান ব্যবস্থা সরাসরি চালু করে। এ পদ্ধতির ফলে ডেলিভারি যান লিন্ডে সাইট প্রাঙ্গণ ত্যাগ করার পর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাল্ক গ্রাহকগণকে অবহিত করার ফলে গ্রাহকগণ এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেন। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর প্রিন্টিং কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে নিরাপদ প্রিন্ট ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বাস্তবায়িত করেছে যার ফলে খরচ কমানোর পাশাপাশি দক্ষতার সাথে প্রিন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। দেশের সরকারি শুল্ক আইন অনুসরণ করে ইনপুট ও আউটপুট ভ্যাট প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে আইটি বিভাগ অনলাইন ভ্যাট প্রদান প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০১৯ সালে ১লা আগষ্ট মাসে এ প্রকল্প সরাসরি কার্যক্রম শুরু করে।

কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব

আমাদের পৃথিবীকে আরো সমৃদ্ধশালীকরণ শীর্ষক আমাদের এই লক্ষ্য লিন্ডে কোম্পানির টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রতি সুদৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন। এর মাঝে রয়েছে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, স্বল্প হতে অধিক সৃষ্টি এবং বিভিন্ন এলাকায় আমাদের পরিবেশ সুরক্ষার একটি দায়িত্বশীল তদারককারীর ভূমিকা পালন করা। লিন্ডে পিএলসি এর বৈশ্বিক কর্পোরেট দায়িত্ব বিষয়ক নির্দেশিকায় কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব বিষয়ক প্রকল্পসমূহের দীর্ঘস্থায়ীত্ব ও প্রভাবের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বিগত বছরে সিএসআর কার্যক্রমসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে আলোচ্য বছরে আপনাদের কোম্পানি নিরাপত্তা সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি সড়ক দূর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে ড্রাইভার, হেল্পার এবং কোম্পানির কর্মরত ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন গাড়ীর ড্রাইভারগণের জন্য নিরাপদ গাড়ী চালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখে। ২০১৯ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য "নিরাপত্তা সচেতনতা কর্মসূচী" শীর্ষক একটি নতুন ও অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর প্রথম কর্মসূচী রূপগঞ্জ সাইটের ঠিক পাশে অবস্থিত মাহোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত হয়। বছরব্যাপী আপনাদের কোম্পানি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হতে সদ্য স্নাতকদের শিক্ষানবীশ হিসেবে এবং বিভিন্ন বিভাগে শিল্প কারখানা সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্বে (ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট) নিয়োজিত করা হয়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১২ জন শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষানবীশ কাল সম্পন্ন করেছেন এবং ১৫ জন শিক্ষার্থী ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। কোম্পানি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বহির্ভূত স্টাফ এবং হার্ডগুডস রিসেলারগণের সম্ভাবনাময় এবং মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি প্রদান করে যাতে তারা উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে তাদের পড়াশোনা অব্যাহত রাখার প্রয়াস পায়।

সম্ভাবনাসমূহ

প্রিয়, শেয়ারহোল্ডারগণ,

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর কার্যক্রম লক্ষ্য ও মূল্যবোধ লিন্ডে পিএলসি এর উক্ত বিষয়গুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আপনারা অবগত রয়েছেন যে, আপনাদের কোম্পানি বাংলাদেশে ব্যবসায়ের যেসব খাতে কার্যক্রম পরিচালনা করে, সেসব খাতে সেরা অবস্থান অর্জন করায় সচেষ্ট উৎপাদন, এবং বিতরণ ব্যবস্থা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও বিচক্ষণ বিনিয়োগের পাশাপাশি কার্যক্রম পরিচালনা প্রক্রিয়া উন্নতকরণের ফলশ্রুতিতে বিগত কয়েক বছর যাবৎ কোম্পানির ব্যবসায়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। তবে আমাদের এই কার্যক্রম শুধুমাত্র ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধির অর্জনের একটি একক মানসিকতা সম্পন্ন প্রয়াস নয়। ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ও সকল স্টেকহোল্ডারের কাম্য কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদের নীতি ও মূল্যবোধসমূহ সমন্বত রাখা একই রকম গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধগুলো হলো- নিরাপত্তা, বৈচিত্র ও অন্তর্ভুক্তকরণ, জবাবদিহিতা, সততা ও জনসমাজ। কোম্পানি কতৃক গ্রহীত সকল কার্যক্রমের মাঝে এই মূল্যবোধসমূহ কাজ করে।

২০১৯ সাল লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর জন্য ছিল এক চমৎকার বছর; আয়, মুনাফা এবং প্রায় অন্যসকল দিক বিচারে এযাবৎ কালের সর্বশ্রেষ্ঠ একটি বছর। ২০১৫ সালের পর হতে প্রতিটি বছরে পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা অধিকতর সাফল্য অর্জন হয়েছে। বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের পাশাপাশি বিগত বছরগুলোতে অর্জিত অগ্রগতির সুবাদে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই ধারা অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে নতুন ও সুষ্ঠুভাবে কার্যকর উৎপাদন স্থাপনা সমূহের পাশাপাশি কার্যকর বিতরণ ব্যবস্থা সমৃদ্ধ লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড একটি দক্ষ সংগঠন। পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ, লিন্ডের পণ্যের উচ্চ গুণগত মান, প্রতিযোগিতামূলক দর এবং ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিরাপত্তা রেকর্ড আগামী বছরগুলোতেও লিন্ডের আয়ে প্রবৃদ্ধি বয়ে আনবে। আমার বলতে ইচ্ছা করছে, সবচেয়ে সেরা এখনও ঘটার বাকী। তবে ভবিষ্যত ভালো করার জন্য আমাদের সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের প্রতিনিয়ত নতুন উদ্ভাবনের বিকাশ ঘটাতে হবে। কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যয় আনুকূল্য বৃদ্ধি করতে হবে। এবং আমাদেরকে অবশ্যই কোম্পানির ব্যক্তিবর্গ, পণ্য ও স্থাপনাসমূহ বাবদ প্রয়োজনীয় ও সময়ানুগ বিনিয়োগ করতে হবে।

যাঁরা আমাদেরকে ২০১৯ সালে ব্যবসায় ফলাফল অর্জনে সহায়তা করেছেন তাঁদের সবার প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। বোর্ডের সদস্যবৃন্দের সুবিজ্ঞ পরামর্শ ও নির্দেশনার জন্য তাঁদের প্রতি রইলো আমার সুগভীর কৃতজ্ঞতা। সর্বোপরি, আমি কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। আমি আমাদের গ্রাহকবৃন্দ, সরবরাহকারীগণ, বিভিন্ন ব্যাংক, সরকারি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার প্রতি তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের ধন্যবাদ।

আইয়ুব কাদরী
ঢাকা, ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০

পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালকমন্ডলী ২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাবাদি, নিরীক্ষকবৃন্দের ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পেরে আনন্দিত। কোম্পানির সাফল্যকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে যেসব মুখ্য কার্যক্রম অবদান রেখেছে পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনে সেগুলো প্রতিভাত হয়েছে; পাশাপাশি এই প্রতিবেদনে সুষ্ঠু কর্পোরেট পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

শিল্প সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ উন্নয়ন

বৈশ্বিক ধীর গতি সত্ত্বেও ২০১৯ সালে বাংলাদেশ প্রায় ৮ শতাংশ প্রাক্কলিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী প্রদত্ত তথ্য মোতাবেক মানব উন্নয়ন সূচকে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১৩৫তম অবস্থানে নিজেদেরকে তুলে আনতে সামর্থ্য হয়।

শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, প্রবাসীদের হতে আগত বৈদেশিক মুদ্রা রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি এবং নেতৃত্বের দূরদর্শিতা ছিল আলোচ্য বছরে অর্থনীতির সাফল্যের পিছনে প্রধান নিয়ামকসমূহ। স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ জোড়ালো ঘরোয়া চাহিদা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধিসহ অব্যাহত অবকাঠামোগত উন্নয়ন এই সাফল্যকে জোড়দার করেছে।

নতুন নতুন প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে লিন্ডের প্রযুক্তিগত সহায়তা, বিতরণ সামর্থ্য উন্নয়ন এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে গ্রাহকবৃন্দের নিকট উন্নতমানের ও নবতর পণ্যসম্ভার পরিবেশনার মাধ্যমে ২০১৯ সালে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড বাল্ক ও মেডিকেল গ্যাসসমূহ, ওয়েল্ডিং ইলেক্ট্রডস এবং কমপ্রেসড গ্যাসসমূহের ক্ষেত্রে বাজারে শীর্ষস্থানীয় অবস্থান ধরে রেখেছে।

সরকার পরিচালিত বৃহদাকার প্রকল্পসমূহ স্টীলখাতে উৎপাদন প্রবৃদ্ধিকে গতিশীল করেছে, যা বাল্ক গ্যাসসমূহের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির জন্য সুযোগ সৃষ্টি করায় উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। জাহাজ নির্মাণ শিল্পে দৃঢ় প্রবৃদ্ধির ফলে কোম্পানি ইলেক্ট্রডস ব্যবসায় প্রসার সাধনে সমর্থ হয়। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে প্রবৃদ্ধির ফলে প্রসেস উন্নয়নের মাধ্যমে কোম্পানির জন্য ব্যবসায় সুযোগ সৃষ্টি হয়। স্বাস্থ্যসেবা খাতে প্রবৃদ্ধির ফলে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালসমূহে প্রসারণ ঘটে; এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক শিল্প যেখানে ব্যাপক প্রকারের পণ্য ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সমর্থ হয়। অব্যাহত প্রচেষ্টায়, ম্যানুফেকচারিং, জাহাজ ভাঙ্গা, লাইভস্টক এবং বেভারেজ খাতসমূহে বিদ্যমান গ্রাহক সেবা বজায় রাখার পাশাপাশি নতুন গ্রাহক সৃষ্টির মাধ্যমে কোম্পানি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সমর্থ হয়।

২০১৯ সালে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড যুক্তিসঙ্গত মূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহ করা, পণ্য উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে সামর্থ্য উন্নয়নের জন্য মূলধনী ব্যয় বাবদ বিনিয়োগ করা এবং পণ্যের সময়ানুগ আমদানি, উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। কোম্পানি আমদানীকৃত কাঁচামাল বাবদ ব্যয় কমিয়ে আনতে সমর্থ হয় এবং এর ফলে মুনাফা বৃদ্ধির পাশাপাশি চমৎকার আর্থিক ফলাফল অর্জিত হয়।

বর্তমানে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সমন্বিত উৎপাদন স্থাপনাসমূহের পাশাপাশি দেশব্যাপী এর কার্যালয়সমূহের সুবাদে একটি বৈচিত্রময় পণ্যভিত্তির অধিকারী। অধিকন্তু, তেল ক্ষেত্রসমূহে পার্জিং এর বিভিন্ন কাজ, মেডিক্যাল অক্সিজেন পাইপ লাইনসমূহ স্থাপন এবং বিভিন্ন শিল্পখাতসমূহে বিশেষ ধরনের গ্যাসসমূহ সরবরাহসহ একটি ব্যাপক পরিসরে সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে কোম্পানি পুরোপুরি দক্ষ। কোম্পানি এতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের জন্য বিনিয়োগ অব্যাহত রাখে এবং এর মাধ্যমে তাদের সামর্থ্য গঠন ও উন্নয়নে অবদান রাখে। এর লক্ষ্য হলো আর্থিক সাফল্যে অগ্রগতি অর্জন করা; তবে এর পাশাপাশি নিরাপত্তা, বৈচিত্র ও অন্তর্ভুক্তকরণ, জবাবদিহিতা, সততা এবং সমাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও অগ্রগতি অর্জন করা এবং এগুলো হলো মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ যা কোম্পানির মূল দর্শনকে তুলে ধরে।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি এবং এর সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের জন্য মূল্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে লাভজনক প্রবৃদ্ধি অর্জনের উপর গুরুত্বারোপ করে। বিতরণ ফ্লিট, যেমন- ১০০ টিপিডি এএসইউ প্ল্যান্ট, ৩৬ টিপিডি কার্বন-ডাই অক্সাইড প্ল্যান্ট এবং ২X৫ এমডব্লিউ ক্যাপটিভ জেনারেটরস ইত্যাদি বাবদ সম্প্রতি বছরগুলোতে বিনিয়োগ কোম্পানিকে এর গ্রাহকগণের নিকট সর্বাধিক পছন্দের সরবরাহকারী হিসেবে অবস্থান অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে বোর্ডের প্রতিশ্রুতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুষ্ঠু মূলধন কাঠামো এই সামর্থ্য সমূহের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে যার ফলশ্রুতিতে কোম্পানি গুণগত মানসম্পন্ন প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি শেয়ারহোল্ডারগণকে বর্ধিত হারে লভ্যাংশ প্রদান অব্যাহত রাখতে সক্ষম করেছে। চূড়ান্ত অর্থে কোম্পানির উদ্ভাবনী গুণসম্পন্ন কর্মীবাহিনী যারা কোম্পানির সাফল্যের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাদের মাধ্যমেই এই প্রয়াসগুলো ফলপ্রসু হয়েছে।

গ্রাহকবৃন্দকে নিরাপদে ও নির্ভরযোগ্যভাবে ব্যয় অনুকূল পণ্যসমূহ সরবরাহ করার জন্য কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত উৎকর্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। কোম্পানিকে একটি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় পরিবেশে প্রতিযোগিতার অবতীর্ণ হতে হয়, যেখানে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রতিযোগীসমূহ মূল্য হ্রাস, গুণগতমান পুনর্বিবেচনা এবং অন্যান্য প্রণোদনামূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাজার অংশীদারিত্ব ধরে রাখার প্রয়াস চালায়। কোম্পানি প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উচ্চমানসম্পন্ন পণ্য পরিবেশনার মাধ্যমে বিদ্যমান গ্রাহক ধরে রাখার পাশাপাশি নতুন গ্রাহকবৃন্দকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। গ্রাহক এবং প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের পক্ষ হতে ফিডব্যাক গ্রহণের মাধ্যমে কোম্পানি এর পণ্যসমূহের গুণগতমান উন্নয়ন অব্যাহত রেখেছে। বিগত বছরগুলোতে প্রসেস বাবদ বিনিয়োগের সুবাদে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে এবং এর নিজস্ব ব্র্যান্ডসমূহের উন্নয়ন ঘটিয়েছে যেখানে পণ্যের হ্রাসকৃত ব্যয়ের সুফল পরবর্তীতে গ্রাহকদের অনুকূলে এসেছে।

ব্যবসায় ফলাফল

ব্যবসায়িক সাফল্যের ক্ষেত্রে কোম্পানি টেকসই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৯ সালে কোম্পানির বিক্রয় ৫,৬৮৪ মিলিয়ন টাকা, যেখানে ২০১৮ সালে তা ছিল ৫,৪৬০ মিলিয়ন টাকা। নিম্নোক্ত খাতগুলো থেকে আয় এসেছে।

খাত সমূহ	২০১৯	২০১৮
	মিলিয়ন টাকা	মিলিয়ন টাকা
বাল্ক গ্যাসসমূহ	৭২৭	৫৭৭
প্যাকেজড গ্যাস ও পণ্যসমূহ (পিজিএন্ডপি)	৪,২৪০	৪,১৯০
হেলথকেয়ার	৭১৭	৬৯৩
	৫,৬৮৪	৫,৪৬০

বাল্ক গ্যাসের আওতায় রয়েছে তরল শিল্পজাত অক্সিজেন, তরল নাইট্রোজেন, তরল আর্গন ও কার্বন-ডাই অক্সাইড। প্যাকেজড গ্যাস সল্যুশনের মধ্যে রয়েছে মাইল্ড ষ্টিল ইলেকট্রোড এবং কম্প্রেসড ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস। চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত গ্যাস, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি এবং চিকিৎসা পাইপলাইন স্বাস্থ্যসেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যবসায়ের ফলাফলের বিষয়ে আরো ভালোভাবে অবগত হওয়ার সুবিধার্থে বাল্ক পিজি এন্ড পি (প্যাকেজড গ্যাস ও পণ্যসমূহ) এবং স্বাস্থ্যসেবা শীর্ষক ব্যবসায় খাতসমূহে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাল্ক

২০১৯ সালে ব্যবসায়ের আয়তন এবং মূল্যের বিচারে বিগত বছরের তুলনায় এই খাতের সার্বিক সাফল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভালো ছিল। ৩০ শতাংশ বিক্রয় প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ সকল এএসইউ পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে। তরল কার্বন-ডাই অক্সাইড বিক্রয় ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে বাল্ক ব্যবসায় সার্বিক বিচারে ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন গ্রাহক সৃষ্টির পাশাপাশি ম্যানুফেকচারিং, জাহাজ ভাঙ্গা, লাইভস্টক এবং খাদ্য ও পানীয় খাতে বিদ্যমান গ্রাহকবৃন্দকে ধরে রাখার মাধ্যমে বিক্রয় বৃদ্ধির ফলে এ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

পিজি এন্ড পি (প্যাকেজড গ্যাস ও পণ্যসমূহ)

২০১৯ সালে শিল্পজাত ও বিশেষ পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে পিজি এন্ড পি খাতে সার্বিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে শিল্পজাত পণ্যসমূহের বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২ শতাংশ এবং বিশেষ পণ্যসমূহের বিক্রয় বেড়েছে ১৫ শতাংশ। এই প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রধান যে পণ্যগুলো ভূমিকা রেখেছে সেগুলো হলো কমপ্রেসড নাইট্রোজেন, আরগন, করগন, হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম। করগন, আরগন এবং কার্বন-ডাই অক্সাইড ব্যবসায়ে কিছু বড় মাপের গ্রাহক সৃষ্টি করা গিয়েছে।

২০১৮ সাল তুলনায় ২০১৯ সালে হার্ডগুডস ব্যবসায়ে ২ শতাংশ আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। হার্ডগুডসখাতে জাহাজ নির্মাণ ব্যবসায় সর্ববৃহৎ ভূমিকা পালন করেন এবং এখাতে বিগত বছরের তুলনায় ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় এবং এ খাতের মোট আয়ের ৫০ শতাংশ জাহাজ নির্মাণ ব্যবসায় হতে আসে। স্থানীয় প্রতিযোগীদের কর্তৃক বাজারজাতকৃত কম মূল্যের ইলেক্ট্রডস ও চীন হতে আমদানির কারণে লাইট ফেব্রিকেশন বিক্রয় সমস্যার মুখে পতিত হয়। লাইট ফেব্রিকেশনের ক্ষেত্রে নতুন পণ্যের প্রচলনের মাধ্যমে কোম্পানির গৃহীত উদ্যোগ এক্ষেত্রে বাজার অংশীদার সামান্য বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্যসেবা খাতের আওতায় রয়েছে বিভিন্ন চিকিৎসা গ্যাস যেমন- মেডিক্যাল অক্সিজেন ও নাইট্রাস অক্সাইড, মেডিক্যাল এয়ার, মেডিক্যাল কার্বন-ডাই অক্সাইড, গ্যাস সিলিন্ডার ও এক্সরিজ ইত্যাদি সরবরাহ সংক্রান্ত সেবাসমূহ। আরও রয়েছে মেডিক্যাল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেমসমূহ সরবরাহ ও স্থাপন এবং চিকিৎসা সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণ। অধিকতর আয় ও কার্যক্রম পরিচালনা হতে আগত মুনাফা, নতুন ব্যবসায় ক্ষেত্র সৃষ্টি এবং বিভিন্ন চুক্তির নবায়নসহ ২০১৯ সাল ছিল স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যবসায়ের জন্য একটি চমৎকার বছর। কমপ্রেসড মেডিক্যাল অক্সিজেনের পরিবর্তে তরল মেডিক্যাল অক্সিজেনের দিকে গ্রাহকদের আগ্রহী করা, বড় গ্রাহকদের ধরে রাখার পাশাপাশি নাইট্রাস অক্সাইডের বিক্রয় প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার ফলে বিগত বছর অপেক্ষা আলোচ্য বছরে সার্বিক ব্যবসায় ৩.৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অনুকূল প্রয়াসের মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা সম্ভবপর হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা খাতে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়।

আর্থিক ফলাফলসমূহ

বিগত বছরের তুলনায় কোম্পানি ২০১৯ সালে বিক্রয়খাতে প্রশংসনীয় ৪.০৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ব্যবসায়ের বাল্কখাতে বিক্রয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এটি সম্ভব হয়েছে। হার্ডগুডস্ ব্যবসায় জাহাজ নির্মাণ শিল্পে সবচেয়ে বড় অবদান রাখে।

আবাসন খাতের ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি ঘটার পাশাপাশি জাহাজভাঙ্গা/জাহাজ নির্মাণ শিল্পে কর্মকান্ড বেড়ে যাওয়ার ফলে পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি পায়।

প্রধানত ক্রমবর্ধিষ্ণু বিক্রয় এবং নতুন গ্রাহক সংগ্রহের ফলে বিগত বছরের তুলনায় ২০১৯ সালে মোট মুনাফা ১০.০৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ই-নিলাম এর মাধ্যমে অর্জিত ইলেক্ট্রড কাঁচামাল ববাদ অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়, এবং নিজস্ব ফ্লাক্স ব্লেন্ডিং স্থাপনা থেকে আগত সুফলের পাশাপাশি নির্ধারিত ব্যয় সীমিতকরণ সংক্রান্ত উদ্যোগসমূহও বর্ধিত মোট মুনাফা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

উপরোল্লিখিত এ সকল সাফল্যের ফলশ্রুতিতে বিগত বছরের তুলনায় ২০১৯ সালে কার্যক্রম পরিচালনা বাবদ বর্ধিত মুনাফা অর্জিত হয়:

বিভিন্ন খাত	২০১৮	২০১৭
	মিলিয়ন টাকা	মিলিয়ন টাকা
বিক্রয়	৫,৬৮৪	৫,৪৬০
বিক্রয় খাতে ব্যয়	(৩,১৭১)	(৩,১৭৭)
মোট মুনাফা	২,৫১৩	২,২৮৩
অন্যান্য আয়	(৩)	৩১
কার্যক্রম পরিচালনা ব্যয়	(৮৩৪)	(৯০৭)
কার্যক্রম পরিচালনা হতে প্রাপ্ত মুনাফা	১,৬৭৬	১,৪০৭
অর্থায়ন বাবদ নীট আয়	৭২	২৯
ডব্লিউপিপিএফ বাবদ অর্থ পরিশোধ-পূর্ব মুনাফা	১,৭৪৮	১,৪৩৬
ডব্লিউপিপিএফ বাবদ অর্থ পরিশোধ	(৮৭)	(৭২)
করপূর্ব মুনাফা	১,৬৬১	১,৩৬৪

চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা

প্রধানতঃ কার্যক্রম পরিচালনা বাবদ নগদ অর্থ প্রবাহের অধিকতর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ফলে গত বছরের তুলনায় অলোচ্য বছরে চলতি মূলধনের অবস্থা জোরালো হয়। পণ্যের মূল্য তালিকা, দেনাদারগণ এবং পরিশোধযোগ্য অর্থের বিষয়ে অব্যাহত মনিটরিং এর ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নগদ অর্থ প্রবাহ সূচিত হয়, যা চলতি মূলধনের উপর ইতিবাচক প্রভাব রাখে।

ঝুঁকি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

কোম্পানির ব্যবসায় সংক্রান্ত ঝুঁকি তদারকির জন্য একটি ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে, যা কর্পোরেট সুশাসন অধ্যায় এবং আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকাসমূহে সুস্পষ্ট করে বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন

'আর্মস লেন্থ' নীতির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের সাথে ব্যবসায়ের সাধারণ ধারা অনুযায়ী লেনদেন সম্পাদিত হয়। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন-এর বিবরণ বার্ষিক প্রতিবেদনের টীকা নং ৪১-এ আর্থিক প্রতিবেদনের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

কোম্পানির একটি সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে যার মাধ্যমে একটি যৌক্তিক নিশ্চয়তা পাওয়া যায় যে, কোম্পানির সম্পদসমূহ সুরক্ষিত রয়েছে এবং কোম্পানির আর্থিক অবস্থান দৃঢ়। নিরীক্ষা কমিটি এর প্রতিটি সভায় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়মিত ভাবে পর্যালোচনা করে এবং পরিচালকমন্ডলীর নিকট এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ততা নিরূপণের লক্ষ্যে গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা টীম নিরীক্ষা পরিচালনা করে। এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার উল্লেখসহ পরবর্তী ফলো-আপ বিষয়ক প্রতিবেদন নিরীক্ষা কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয় এবং গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটির নিকট তা অনতিবিলম্বে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রতিবেদন কর্পোরেট সুশাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গোয়িং কনসার্ন বা চলমান প্রতিষ্ঠান

পরিচালকমন্ডলী এই মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন যে, আপনাদের কোম্পানি একটি চলমান প্রতিষ্ঠান এবং একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর অবস্থান অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে কোম্পানির সামর্থ্য নিয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন সন্দেহ নেই। সেই অনুযায়ী, কোম্পানিকে একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড গ্রাহকদের জন্য গুণগতমান সম্পন্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্থিতিশীলভাবে পণ্য ও সেবা সম্ভারের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে ব্যবসায়িক মুনাফা প্রবৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা অব্যাহত রেখেছে। কোম্পানির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হল ২০১৭ সালের রূপগঞ্জে নতুন এএসইউ প্ল্যান্ট চালু করা। ২০১৮ সালে পরিচালকমন্ডলী বাংলাদেশের রূপগঞ্জে একটি নতুন মার্চেন্ট কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্ল্যান্ট স্থাপন বাবদ ৫৮২.৪৩ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ অনুমোদন করেছেন; এই প্ল্যান্টের উৎপাদন সামর্থ্য প্রতিদিন প্রায় ৩৬ টন। ২০১৯ সালের শুরুতে এই প্ল্যান্ট-এ বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যয় সর্বাধিক অনুকূল করার লক্ষ্যে একটি 2x5 এমডব্লিউ ক্যাপটিভ জেনারেটর স্থাপন বাবদ ২৯৯ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং ২০২০ সালের প্রথমদিকে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই বিনিয়োগ সমূহের আলোকে প্রত্যাশা করা যায় যে, কোম্পানির আর্থিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলশ্রুতিতে কোম্পানি একটি দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর দাঁড়ানোর পাশাপাশি নগদ অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে যার ফলে কোম্পানি ভবিষ্যতে লাভজনক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে আরো বিনিয়োগ করতে সমর্থ হবে।

প্রায় ১৪০ বছরের সমন্বিত ইতিহাস এবং সাফল্যে ভরপুর অর্জনসমূহে সমৃদ্ধ দুই বিশ্বমানের কোম্পানি প্রাক্জাইর ইনকরপোরেশন এবং লিন্ডে এজি ২০১৮ সালের অক্টোবরে একীভূত হয়। বর্তমানে কোম্পানিটি 'লিন্ডে' নাম ধারণ করে একটি একক কোম্পানি হিসেবে পরিচালিত হয়। একীভূত কোম্পানির শক্তি ও সম্ভাবনাকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে এর ব্যাপক ভাবমূর্তি ও সামর্থ্যের সুফল অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশ্বের একশতটির অধিক দেশে আশি হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারি দায়িত্ব পালন করছেন এবং এই কোম্পানি তাঁদের এই সম্মিলিত শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। নবগঠিত লিন্ডে পিএলসি বিশ্বে একটি শীর্ষ স্থানীয় শিল্পজাত গ্যাস ও প্রকৌশল কোম্পানি।

পরিচালকবৃন্দের সম্মানী

লিন্ডে গ্রুপ কোম্পানিসমূহে কর্মরত পরিচালকবৃন্দ ব্যতিরেকে অন্যান্য স্বতন্ত্র ও অনির্বাহী পরিচালকগণের সম্মানী কান্ট্রি ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় পরিশোধ করা হয়।

নির্বাহী পরিচালকগণের সম্মানী ভাতা, দক্ষতা ও তৎসংশ্লিষ্ট বোনাস সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়। আলোচ্য বছরে নির্বাহী পরিচালকবৃন্দকে প্রদত্ত সম্মানী ভাতার বিস্তারিত তথ্য আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকায় ১৪৬ নং পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

লভ্যাংশ

পরিচালকবৃন্দ আলোচ্য বছরে শেয়ারপ্রতি ৫০.০০ টাকা চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করেছেন যার ফলশ্রুতিতে বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে ৭৬০.৯১ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হবে। আলোচ্য বছরে লভ্যাংশের শতকরা হার হবে ৫০০% এবং লভ্যাংশ বাবদ পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ হবে ৭৬০.৯১ মিলিয়ন টাকা (২০১৮ সালে ছিল ৫৭০.৬৯ মিলিয়ন টাকা)।

আইনগত তথ্যাদি প্রকাশ বিষয়ক অতিরিক্ত বিবরণীসমূহ:

কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রকাশ বিবরণীসমূহে অন্তর্ভূক্ত করেছেন:

- কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী এর বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র, এর কার্যক্রমসমূহের ফলাফল, নগদ অর্থ প্রবাহ এবং ইক্যুইটিতে পরিবর্তন ইত্যাদি নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরে।
- কোম্পানির যথাযথ হিসাবরক্ষণ বহিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
- আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে যথযথ হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হিসাবরক্ষণ বিষয়ক আনুমানিক হিসাবাদি যৌক্তিক ও প্রাজ্ঞ যাচাইয়ের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে।
- কোম্পানির বিগত বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ফলাফলসমূহ থেকে সংঘটিত সকল ধরনের বিচ্যুতি উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলসমূহের আওতায় বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
- বিগত ন্যুনতম পাঁচ বছরের (২০১৪-২০১৯) সার-সংক্ষেপিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক উপাত্ত ১০৭ নং পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে সকল ধরনের লেন-দেন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ভিত্তি ছিল "ঘনিষ্ঠ লেন-দেন" এর নীতি। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন বিষয়ক তথ্যাদি আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

- আলোচ্য বছরে কোন অসাধারণ মুনাফা বা ক্ষতি সাধিত হয়নি;
- পাবলিক খাতসমূহ হতে আগত প্রাপ্তি কাজে লাগানোর বিষয়টি প্রযোজ্য নয়;
- আইপিও ঘোষণার পরবর্তী কালে আর্থিক ফলাফল বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়;
- যদি ত্রৈমাসিক আর্থিক বিবরণী ও বাৎসরিক আর্থিক বিবরণীতে উল্লেখযোগ্য মাত্রার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেক্ষেত্রে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রদানে ব্যাখ্যা প্রদান করবেন;
- আলোচ্য বছরে কোম্পানি বোর্ড সভা উপস্থিতি বাবদ মোট ২,৭৫,০০০ টাকা পরিশোধ করেছে। আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকায় পরিচালকবৃন্দের সম্মানীভাতা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংরক্ষিত তহবিল

পরিচালকবৃন্দ আলোচ্য বছরে ১,২০৫.০০ মিলিয়ন টাকা নিট মুনাফা সংরক্ষিত তহবিলে স্থানান্তরের প্রস্তাব করেছেন।

পরিচালকবৃন্দ

বর্তমান পরিচালকবৃন্দের নাম এই প্রতিবেদনের ৯৬ থেকে ৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। কোম্পানির সংঘবিধির ৮১ অনুচ্ছেদের আওতায় ৪৭তম সাধারণ সভায় জনাব আইয়ুব কাদরী এবং জনাব মলয় ব্যানার্জী পালাক্রমে অবসর গ্রহণ করবেন। যোগ্য বিধায় সকল অবসর গ্রহণকারী পরিচালকবৃন্দের পুনঃনির্বাচনের জন্য ৪৭তম সাধারণ সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে।

আর্টিকেল ৮৭ এ উল্লিখিত বিধি মোতাবেক সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভার পরবর্তী সময় হতে নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দ কোম্পানির পরিচালক হিসেবে বোর্ডে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।

১. জনাব তানজিব-উল আলম, মিস পারভীন মাহমুদ এর স্থলে পরিচালক হিসেবে ২রা মে ২০১৯ সালে যোগদান
২. জনাব সুজিত কুমার পাই, মিস ডেজাইরি বাচের এর স্থলে পরিচালক হিসেবে ৩০শে জুলাই ২০১৯ সালে যোগদান
৩. জনাব পাভান মাইসুর ভিজইকুমার, জনাব ইন্দ্রনীল বাগচী এর স্থলে পরিচালক হিসেবে ৩০শে জুলাই ২০১৯ সালে যোগদান
৪. জনাব মো: আবুল হোসেন, জনাব কাজী সানাউল হক এর স্থলে পরিচালক হিসেবে ২২শে অক্টোবর ২০১৯ সালে যোগদান

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে
২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০

আইয়ুব কাদরী
পরিচালক ও সভাপতি

সুজিত কুমার পাই
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

আর্টিকেল ৮৭ এ উল্লিখিত বিধি মোতাবেক সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভার পরবর্তী সময় হতে উল্লিখিত সদস্যবৃন্দ কোম্পানির পরিচালক হিসেবে বোর্ডে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ায় অবসর গ্রহণ করবেন এবং যোগ্য বিধায় পুনঃনির্বাচনের আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন।

জাতীয় কোষাগারে অবদান

২০১৯ সালে কর ও শুল্ক বাবদ জাতীয় কোষাগারে সর্বসাকুল্যে ১,৬২৩ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যা ২০১৮ সালে ছিল ১,৫৭১ মিলিয়ন টাকা।

সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকবৃন্দ

যোগ্য বিধায় হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস, পুনঃনিয়োগ পাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন।

কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষকবৃন্দ

কোম্পানির কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষাবৃন্দ রহমান রহমান হক, চার্টার্ড এ্যাকাউন্টস ২০১৯ সালে ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করেছেন। বিএসইসি-এর নতুন বিধি অনুযায়ী এই কর্পোরেট পরিচালনা সংক্রান্ত সনদ যে পেশাদার প্রতিষ্ঠান প্রদান করবে, তাদেরকে বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হতে হবে। BSEC Order # BSEC/CMRRCD/2006-158/207/Admin/80, তারিখ: ৩রা জুন ২০১৮ অনুযায়ী কোম্পানির জন্য কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষক নিয়োগ করা আবশ্যক। রহমান রহমান হক, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানকৃত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে বোর্ড রহমান রহমান হক, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস-কে কোম্পানির কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষক হিসেবে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য নিয়োগ প্রদান করার ব্যাপারে সুপারিশ করেন।

কমিটিসমূহ

অডিট কমিটি

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশিকার শর্ত অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির জন্য একটি অডিট কমিটি গঠন করেছে। ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ অবধি গঠিত কমিটি হচ্ছে:

সভাপতি	মিস রূপালী এইচ চৌধুরী	স্বতন্ত্র পরিচালক
সদস্য	জনাব মলয় ব্যানার্জী	পরিচালক
সদস্য	জনাব তানজিব-উল আলম	স্বতন্ত্র পরিচালক
সচিব	জনাব আবু মোহাম্মদ নিছার	কোম্পানি সচিব
উপস্থিতি	মিস সঞ্চিতা চক্রবর্তী দাস	হেড অফ ইন্টারনাল অডিট

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি)

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশিকার শর্ত অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির জন্য একটি মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) গঠন করেছে। ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ অবধি গঠিত কমিটি হচ্ছে:

সভাপতি	মিস রূপালী এইচ চৌধুরী	স্বতন্ত্র পরিচালক
সদস্য	জনাব মলয় ব্যানার্জী	পরিচালক
সদস্য	জনাব তানজিব-উল আলম	স্বতন্ত্র পরিচালক
সচিব	জনাব আবু মোহাম্মদ নিছার	কোম্পানি সচিব

কান্ট্রি লীডারশীপ টীম

পরিচালনা পর্ষদের সহায়তায় কোম্পানির জ্যৈষ্ঠ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা সহযোগে যে টীম তাহাই কান্ট্রি লীডারশীপ টীম হিসেবে পরিচিত। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে সকল বিভাগের প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে নিম্নোক্ত CLT:

সভাপতি	জনাব সুজিত কুমার পাই	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সদস্য	জনাব মো: আনিছুজ্জামান	চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার
সদস্য	মিস সায়কা মাজেদ	হেড অব এইচ আর
সদস্য	জনাব এ কে এম তারেক	হেড অব সেলস এন্ড মার্কেটিং, হার্ডগুডস
সদস্য	জনাব সৈয়দ আসগর আলী	হেড অব প্রোকিউরমেন্ট
সদস্য	জনাব নুরুর রহমান	হেড অব সেলস এন্ড মার্কেটিং, পিজি ও বাল্ক
সদস্য	জনাব মুশফিক আক্তার	হেড অব হেলথকেয়ার

নিরাপত্তা পরিষদ টীম

নিরাপত্তা পরিষদ নামক এই ফোরামটি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রমে সহযোগিতা এবং নিরাপত্তা ও সুরক্ষাজনিত কর্ম ও সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করে। এই টীমের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের শীর্ষ ও ল্যাগিং ইন্ডিকেটর এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয় পর্যবেক্ষণ/নিরীক্ষণ করা। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে ১৯ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত নিরাপত্তা পরিষদ টীম নিম্নরূপ:

নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও কোয়ালিটি প্রধান (SHEQ)
কান্ট্রি লীডারশীপ টীম
হেড অব অল ফাংশন
পরিবহণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপক
অন সাইট প্ল্যান্ট ব্যবস্থাপক
অপারেশন ব্যবস্থাপক
কাস্টমার ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিস ব্যবস্থাপক

প্রধান আর্থিক ইতিবৃত্ত

২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক প্রধান উপাত্তসমূহ:

		২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
রেভিনিউ	টাকা '০০০	৩,৯৮৪,৪৮২	৩,৯৩৩,১৮৫	৪,২৭০,৫৮৫	৪,৯৪১,৭৯৯	৫,৪৬০,১৯০	৫,৬৮৩,৪৪১
কর-পূর্ব মুনাফা	"	৮৫১,০৩৫	৮৮১,৩৪৩	১,১৯০,৮৩২	১,৩০৪,২৬০	১,৩৬৪,৪৭৪	১,৬৬০,৯৮৯
ইবিআইটিডিএ (EBITDA)	"	৯৯৪,০৯৫	১,০৩১,১০৪	১,৩৮১,৭৯৬	১,৫১৬,৪৪৮	১,৬২২,১৪৮	১,৮৮৭,৩২৪
কর বরাদ্দ	"	২৪২,৬৫৯	২১৩,০৮৬	৩২৪,১১৪	১৭১,৪৩২	৩৬০,৭০০	৪২৯,৪০১
বিলম্বিত কর	"	(১১,৭৫৬)	১৭,৭৮৬	(১৪,৪৮০)	১৮০,০৯০	২৯,৩০২	৫৩,২৮৩
আয়	"	৬২০,১৩২	৬৫০,৪৭১	৮৮১,১৯৮	৯৫২,৭৩৮	১,০০৩,৭৭৪	১,২৩১,৫৮৮
প্রস্তাবিত চূড়ান্ত লভ্যাংশ	"	১৬৭,৪০১	১৬৭,৪০১	১৬৭,৪০১	২১৩,০৫৬	৫৭০,৬৮৬	৭৬০,৯১৪
অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান	"	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	–	–
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল	"	২,৪৩৪,৫০৩	২,৬১৩,২০৭	৩,০৩২,৭৫০	৩,৫২৩,৬৩৬	৪,৩২০,৫০৮	৪,৯৫৬,৫২৭
শেয়ার মূলধন	"	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
পুনঃমূল্যায়ন বাবদ সংরক্ষণ	"	২০,১৭৪	২০,১৭৪	–	–	–	–
শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি	"	২,৬০৬,৮৬০	২,৭৮৫,৫৬৪	৩,১৮৪,৯৩৩	৩,৬৭৫,৮১৯	৪,৪৭২,৬৯১	৫,১০৮,৭১০
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	"	১,৫৩৫,১৪৫	১,৯১৪,৪০৫	২,৫৪৩,৯৩৫	৩,২১৮,৬৩৮	৩,৪৪৫,৪৬২	৩,৬১৭,৬৩৯
অবচয়	"	১৬৪,৫৩১	১৬২,৬১৭	২০১,৮৬৩	২১৯,৬৫১	২৮০,০৬৫	২৯২,০৮৬
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	৪০.৭৫	৪২.৭৪	৫৭.৯০	৬২.৬০	৬৫.৯৬	৮০.৯৩
পি ই রেশিও-টাইমস		২২	২৭	২২	২১	১৮	১৬
কর্মচারী হতে মূলধন ফেরত	%	২৪	২৪	২৮	২৬	২২	২৪
মোট মুনাফার আনুপাতিক হার	%	৪০	৪৩	৪৬	৪৭	৪২	৪৪
ইক্যুইটি দেনা বাবদ আনুপাতিক হার-টাইমস		–	–	–	–	–	–
চলতি আনুপাতিক হার-টাইমস		৩.১১	২.৪৪	১.৫৫	১.৬৭	২.০১	২.৩
শেয়ারপ্রতি লভ্যাংশ	টাকা	৩১.০০	৩১.০০	৩১.০০	৩৪.০০	৩৭.৫০	৫০.০০
লভ্যাংশ	%	৩১০	৩১০	৩১০	৩৪০	৩৭৫	৫০০
শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি	টাকা	১৭১.৩০	১৮৩.০৪	২০৯.২৮	২৪১.৫৪	২৯৩.৯০	৩৩৫.৭
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ প্রবাহ	"	৫০.৮৯	৬৭.১৪	৭৩.১৮	৭৬.১৩	৭৬.৮৭	১০২.৮

শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ন ও শতকরা হিসাব

শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ন

পরিচালকবৃন্দের নাম	শেয়ারের সংখ্যা		
	২০১৭	২০১৮	২০১৯
জনাব আইয়ুব কাদরী - সভাপতি	১০	১০	১০
মিস পারভীন মাহমুদ (স্বতন্ত্র পরিচালক- ১৯শে এপ্রিল ২০১৯-তে পদত্যাগ করেন)	৫০	৫০	৫০
নির্বাহীবৃন্দের নাম:	২৮	২৮	২৮
জনাব সৈয়দ আসগর আলী (হেড অব প্রোকিউরমেন্ট)	৫০	৫০	৫০
জনাব আবু মোহাম্মদ নিছার (কোম্পানি সচিব)	২৮	২৮	২৮
সিএফও, এইচআইএসি এবং অন্যান্য নির্বাহীবৃন্দ (স্ত্রী বা বাচ্চাদের কোন শেয়ারহোল্ডিং নেই)	০	০	০
১০% বা তার চেয়ে বেশী শেয়ারহোল্ডিং:			
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড, জার্মান কোম্পানি লিন্ডে এজি যুক্তরাজ্যের দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেডের সম্পূর্ণ মূলধনের অধিকারী	৯,১৩০,৯৬৮	৯,১৩০,৯৬৮	৯,১৩০,৯৬৮
আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১,০৬৮,২৮৯	১,০৬১,৬১৫	১,০৬১,৬১৫
প্যারেন্ট, সাবসিডিয়ারি, অ্যাসোসিয়েট কোম্পানিসমূহ:			
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড, জার্মান কোম্পানি লিন্ডে এজি যুক্তরাজ্যের দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেডের সম্পূর্ণ মূলধনের অধিকারী			
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড (ইউন্ডিং আপ চলমান প্রক্রিয়া), (সাবসিডিয়ারি কোম্পানি)			
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড (সাবসিডিয়ারি কোম্পানি)			

শেয়ারহোল্ডিংস-এর শতকরা হিসাব - ইনষ্টিটিউট এবং পাবলিক

- দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড ৬০.০
- অন্যান্য ইনষ্টিটিউট ২৯.৪
- পাবলিক ১০.৬

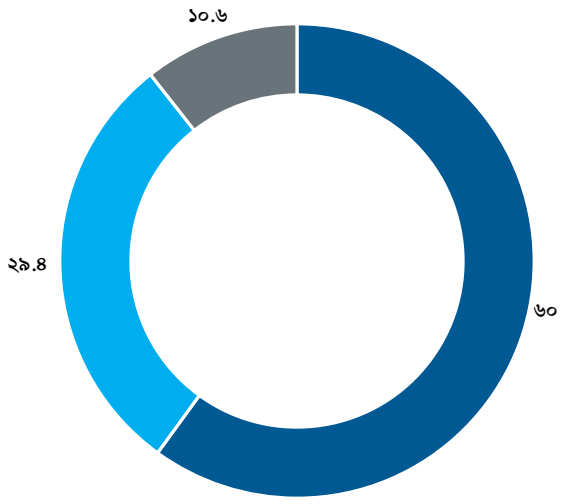

শেয়ারহোল্ডিংস-এর শতকরা হিসাব - বিভিন্ন কোম্পানি এবং অন্যান্য

- দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড ৬০
- বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা (আই.সি.বি) ১৫
- লংকাবাংলা সিকিউরিটিজ লিমিটেড ১.০
- সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (এসবিসি) ১.৩
- পূবালী ব্যাংক লিমিটেড ১.১
- পূবালী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড ১.৫
- অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণ ২০.১

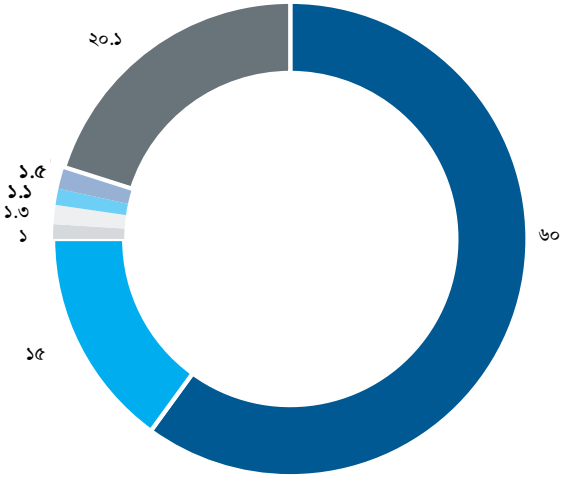

সভাসমূহ

বোর্ড সভাসমূহ

এ সময়ে বোর্ড ৫ বার সভাতে মিলিত হন।

	পরিচালকবৃন্দের নাম	উপস্থিতির সংখ্যা
১	জনাব আইয়ুব কাদরী- সভাপতী	৫
২	জনাব মহসীন উদ্দীন আহমেদ (৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯-তে পদত্যাগ করেন)	৪
৩	জনাব মলয় ব্যানার্জী	৫
৪	মিস ডেজাইরি বাচের (২৫শে জুলাই ২০১৯-তে পদত্যাগ করেন)	১
৫	মিস পারভীন মাহমুদ (স্বতন্ত্র পরিচালক- ১৯শে এপ্রিল ২০১৯-তে পদত্যাগ করেন)	১
৬	ইন্দ্রনীল বাগচী (২৫শে জুলাই ২০১৯-তে পদত্যাগ করেন)	২
৭	জনাব কাজী সানাউল হক (২২শে আগষ্ট ২০১৯-তে পদত্যাগ করেন)	০
৮	মিস রূপালী এইচ চৌধুরী, স্বতন্ত্র পরিচালক	৪
৯	জনাব তানজিব-উল আলম (মিস পারভীন মাহমুদ এর স্থলে পরিচালক হিসেবে ২রা মে ২০১৯ তারিখে যোগদান)	১
১০	জনাব সুজিত কুমার পাই- সিইও (মিস ডেজাইরি বাচের এর স্থলে পরিচালক হিসেবে ৩০শে জুলাই ২০১৯ তারিখে যোগদান)	৩
১১	জনাব পাভান মাইসৌরী ভিজয় কুমার (জনাব ইন্দ্রানীল বাগচী এর স্থলে পরিচালক হিসেবে ৩০শে জুলাই ২০১৯ তারিখে যোগদান)	৩
১২	জনাব মোহাম্মদ আবুল হোসেন (জনাব কাজী সানাউল হক এর স্থলে পরিচালক হিসেবে ২২শে অক্টোবর ২০১৯ তারিখে যোগদান এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারী ২০২০-তে পদত্যাগ করেন)	১

অডিট কমিটি সভাসমূহ

এ সময়ে ৪ বার সভা অনুষ্ঠিত হয়।

	সদস্যবৃন্দের নাম	উপস্থিতির সংখ্যা
১	মিস রূপালী এইচ চৌধুরী - চেয়ারপারসন	৩
২	জনাব মলয় ব্যানার্জী- পরিচালক কর্পোরেট ইনভেস্টর হতে মনোনীত	৪
৩	মিস ডেজাইরি বাচের- পরিচালক কর্পোরেট ইনভেস্টর হতে মনোনীত (২৫শে জুলাই ২০১৯-তে পদত্যাগ করেন)	১
৪	মিস পারভীন মাহমুদ (স্বতন্ত্র পরিচালক- ১৯শে এপ্রিল ২০১৯-তে পদত্যাগ করেন)	১
৫	জনাব তানজিব-উল আলম- স্বতন্ত্র পরিচালক (পরিচালক হিসেবে ২রা মে ২০১৯ তারিখে যোগদান)	০

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) সভাসমূহ

এ সময়ে ৩ বার সভা অনুষ্ঠিত হয়।

	সদস্যবৃন্দের নাম	উপস্থিতির সংখ্যা
১	মিস রূপালী এইচ চৌধুরী - চেয়ারপারসন (স্বতন্ত্র পরিচালক)	৩
২	জনাব মলয় ব্যানার্জী- অনির্বাহী পরিচালক- কর্পোরেট ইনভেস্টর হতে মনোনীত	৩
৩	মিস ডেজাইরি বাচের- অনির্বাহী পরিচালক- কর্পোরেট ইনভেস্টর হতে মনোনীত (২৫শে জুলাই ২০১৯-তে পদত্যাগ করেন)	০
৪	জনাব তানজিব-উল আলম- স্বতন্ত্র পরিচালক (পরিচালক হিসেবে ২রা মে ২০১৯ তারিখে যোগদান)	০

পরিশিষ্ট ক

[আরোপিত শর্ত নং ১(৫) (২৬)]

সিইও এবং সিএফও এর ঘোষণা

২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০

পরিচালকমন্ডলী
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁ শি/এ
ঢাকা-১২০৮, বাংলাদেশ

বিষয় ঃ ২০১৯ সালে ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণী সংক্রান্ত ঘোষণা।

প্রিয় মহোদয়গণ,

সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স ১৯৬৯ এর ২সিসি-এর আওতায় প্রণীত কমিশনের প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০, তারিখ ৩রা জুন ২০১৮ বলে আরোপিত শর্ত নং ১ (৫) (২৬) এর আলোকে আমরা এই মর্মে ঘোষণা করি যে:

১. বাংলাদেশে প্রযোজ্য ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএএস) অথবা ইন্টারন্যাশনাল ফিনানশিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএফআরএস) এর আলোকে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে উক্ত বিধিসমূহ হতে যে কোন ধরনের বিচ্যুতির বিষয়টি পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে;

২. একটি সত্য ও যথাযথ চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের নিয়ম অনুসারে উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ সংক্রান্ত বিভিন্ন এস্টিমেট ও জাজমেন্ট সম্পাদন করার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা ও যৌক্তিকতা অনুসরণ করা হয়েছে।

৩. বিভিন্ন লেনদেনের প্রকার ও বিষয়বস্তু এবং কোম্পানির কার্যক্রমের অবস্থা আর্থিক বিবরণীসমূহে যৌক্তিকভাবে এবং যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪. উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোম্পানি একটি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করার পাশাপাশি একাউন্টিং সংক্রান্ত রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে যথাযথ ও পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৫. কোম্পানির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা ও প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে এই মর্মে যুক্তিসংগত নিশ্চয়তা প্রদান করার লক্ষ্যে আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকবৃন্দ নিয়মিত বিরতিতে বিভিন্ন নিরীক্ষা কর্ম সম্পাদন করেছেন; এবং

৬. আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গোয়িং কনসার্নের ভিত্তিতে হিসাবরক্ষণের যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা যথাযথ হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কিত এমন কোন বড় ধরনের অনিশ্চয়তার অস্তিত্ব নেই, যা গোয়িং কনসার্ন বা চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানি টিকে থাকার সামর্থ্য-এর বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সন্দেহের অবতারণা করতে পারে।

এক্ষেত্রে আমরা আরও প্রত্যয়ন করি যে:-

ক. আমরা ২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনা করেছি এবং আমাদের সর্বোত্তম জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী:
   (১) এই বিবরণীসমূহে কোন গুরুতর অসত্য তথ্য নেই অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ দেওয়া হয়নি বা ভ্রান্তির অবতারণা করতে পারে এমন কোন তথ্য নেই;
   (২) এই বিবরণীসমূহ কোম্পানি কার্যক্রমের সামগ্রিকভাবে একটি সত্য ও সুষ্ঠু চিত্র তুলে ধরে এবং এগুলো বিদ্যমান একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস ও অন্যান্য প্রযোজ্য আইন অনুসরণ করে।

খ. আমাদের সর্বোত্তম জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী আলোচ্য বছরে কোম্পানি কর্তৃক এমন কোন ট্রানজেকশন সম্পন্ন হয়নি যা প্রতারণামূলক, বেআইনি বা কোম্পানির পরিচালকমন্ডলী অথবা এর সদস্যবৃন্দের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধির লঙ্ঘন।

আপনার বিশ্বস্ত

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে,

সুজিত কুমার পাই
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মোঃ আনিছুজ্জামান
চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

পরিশিষ্ট খ

KPMG

Rahman Rahman Huq
Chartered Accountants
9 & 5 Mohakhali C/A
Dhaka 1212
Bangladesh

Telephone +880 (2) 988 6450-2
Fax +880 (2) 988 6449
Email dhaka@kpmg.com
Internet www.kpmg.com/bd

[আরোপিত শর্ত নং ১(৫) (২৭)]

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট উপস্থাপিত কর্পোরেট পরিচালনা বিধি পরিপালন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক কর্পোরেট পরিচালনা বিধি পরিপালন পরিস্থিতি আমরা যাচাই করেছি। এটি ৩রা জুন ২০১৮ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ এর সাথে সম্পর্কিত।

কর্পোরেট পরিচালনা বিধির অনুরূপ প্রতিপালনের দায়-দায়িত্ব কোম্পানির উপর বর্তায়। কর্পোরেট পরিচালনা বিধি সংক্রান্ত শর্তাবলী পরিপালন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও এর বাস্তবায়নের আলোকে আমরা এ সংক্রান্ত যাচাই কর্ম সম্পাদন করেছি।

এটি কর্পোরেট পরিচালনা বিধির শর্তাবলীর পাশাপাশি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ (আইসিএসবি) কর্তৃক প্রণীত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (বিএসএস) এর বিধিসমূহ পরিপালন, এবং এক্ষেত্রে এই বিধিসমূহ উক্ত কর্পোরেট পরিচালনা বিধির কোন শর্তের সাথে অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে একটি পরীক্ষা ও যাচাই এবং স্বাধীন নিরীক্ষা কর্ম।

আমরা এই মর্মে উল্লেখ করি যে, আমাদের চাহিদা মোতাবেক সকল তথ্য ও ব্যাখ্যা পেয়েছি এবং এগুলোর যথাযথ পরীক্ষা ও যাচাই-এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই প্রতিবেদন দাখিল করি যে আমাদের মতে:

(ক) কোম্পানি কমিশন কর্তৃক জারিকৃত উপরোল্লিখিত কর্পোরেট পরিচালনা বিধি অনুযায়ী কর্পোরেট পরিচালনা বিধির শর্তাবলী পরিপালন করেছে;
(খ) কোম্পানি এই বিধিতে উল্লিখিত শর্তানুযায়ী ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ (আইসিএসবি) কর্তৃক প্রণীত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (বিএসএস) এর বিধিসমূহ পরিপালন করেছে;
(গ) কোম্পানিজ এ্যাক্ট ১৯৯৪, সিকিউরিটিস আইনসমূহ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী কোম্পানি কর্তৃক বুকস ও রেকর্ডস সংরক্ষণ করা হয়েছে; এবং
(ঘ) কোম্পানির পরিচালনা কার্যক্রম অত্যন্ত সন্তোষজনক।

২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০

এম. মেহেদী হাসান
পার্টনার
রহমান রহমান হক
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

পরিশিষ্ট গ

[আরোপিত শর্ত নং ১(৫) (২৭)]

সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ অর্ডিনেন্স ১৯৬৯ এর সেকশন ২ সিসি অনুযায়ী ইস্যুকৃত কমিশনের প্রজ্ঞাপন নং SEC/CMRRCD/2006-158/207/Admin/80 তারিখ ৩রা জুন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিপালনীয় শর্তাদি।

(শর্ত নং ৯ অনুযায়ী প্রতিবেদন)

		পরিপালনীয় অবস্থা (✓)		
শর্ত নং	শর্ত	প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	মন্তব্য (যদি থাকে)
১.০০	**বোর্ডের পরিচালকমন্ডলী**			
১.১	**বোর্ডের পরিধি: বোর্ড সদস্য সংখ্যা ৫ (পাঁচ) এর কম এবং ২০ (বিশ) এর বেশি হবে না**	✓		
১.২	**স্বতন্ত্র পরিচালকমন্ডলী**			
১.২ (ক)	**কোম্পানির পরিচালনা বোর্ডের অন্তত এক পঞ্চমাংশ (১/৫) হবেন স্বতন্ত্র পরিচালক**	✓		
১.২ (খ) (i)	তিনি কোম্পানির কোন শেয়ারের অধিকারী হবেন না বা মোট পরিশোধিত শেয়ারের সর্বোচ্চ শতকরা ১ ভাগের কম হবে না;	✓		
১.২ (খ) (ii)	যিনি কোম্পানির পৃষ্ঠপোষক নন এবং কোম্পানির কোন পৃষ্ঠপোষক অথবা পরিচালক অথবা পারিবারিক সূত্রে এমনকোন শেয়ারহোল্ডারের সাথে সম্পর্কিত নন যিনি কোম্পানির সর্বমোট শেয়ারের শতকরা ১ ভাগ (১%) বা তার অধিক শেয়ারের অধিকারী। তাঁর পরিবারের সদস্যগণ ও উপরোক্ত পরিমাণ শেয়ারের অধিকারী হতে পারবেন না। এক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, বোন, জামাতা এবং পুত্রবধুগণও পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন;	✓		
১.২ (খ) (iii)	যিনি বিগত সর্বশেষ দুই আর্থিক বছরে কোম্পানির কোন নির্বাহী পদে দায়িত্বরত ছিলেন না;	✓		
১.২ (খ) (iv)	যিনি কোম্পানির অধীনস্থ অন্য কোন কোম্পানি/সহযোগী কোন কোম্পানির সাথে আর্থিক অথবা অন্যকোন রূপ সম্পর্ক বজায় রাখেন না;	✓		
১.২ (খ) (v)	যিনি কোন সদস্য অথবা টিআরইসি (ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলম্যান্ট সার্টিফিকেট) ধারী, পরিচালক অথবা কোন স্টক এক্সচেঞ্জ-এর কর্মকর্তা নন;	✓		
১.২ (খ) (vi)	যিনি কোন শেয়ারহোল্ডার, স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যাতিরেকে কোন পরিচালক অথবা কোন স্টক এক্সচেঞ্জ-এর কর্মকর্তা, সদস্য বা টিআরইসি ধারী অথবা মূলধনী বাজারের কোন মধ্যস্থতাকারী নন;	✓		
১.২ (খ) (vii)	যিনি কোন সংবিধিবদ্ধ অডিট ফার্মের অংশীদার অথবা নির্বাহী নন অথবা বিগত ৩ (তিন) বছর সময়কালের মধ্যে ঐরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের অংশীদার বা নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নি অথবা বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনাকারী কোন নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা এই বিধি পরিপালন প্রত্যয়নকারী কোন পেশাদার ব্যক্তি;	✓		
১.২ (খ) (viii)	যিনি ৫ (পাঁচ) টির অধিক তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্বতন্ত্র পরিচালক হবেন না;	✓		
১.২ (খ) (ix)	যিনি কোন ব্যাংক অথবা ব্যাংক নয় এমন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (এনবিএফআই) নিকট ঋণ খেলাপী হওয়ার জন্য উপরোক্ত বিচারিক এক্তিয়ারসম্পন্ন কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন;	✓		
১.২ (খ) (x)	যিনি নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত নন;	✓		
১.২ (গ)	স্বতন্ত্র পরিচালক (গণ) পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক এই নিয়োগ অনুমোদিত হতে হবে।	✓		
১. ২ (ঘ)	স্বতন্ত্র পরিচালক(গণ)-এর পদ ৯০ (নব্বই) দিনের অধিক শূন্য থাকবে না;			এমন কোন বিষয় নেই
১.২ (ঙ)	স্বতন্ত্র পরিচালকের কার্যকাল হবে ৩ (তিন) বছর, যা কেবলমাত্র ১ (এক) মেয়াদের জন্য বর্ধিত করা যেতে পারে। এই শর্তে যে একজন সাবেক স্বতন্ত্র (ছয় বছর) পরিচালক তাঁর এক কার্যকাল পরিমাণ সময়, অর্থাৎ তাঁর পর পর দুই মেয়াদকাল সম্পন্ন করার পর হতে তিন বছর সময় অতিক্রান্তে আরেক মেয়াদে পুনঃনিয়োগের জন্য বিবেচিত হতে পারেন। আরও শর্ত থাকে যে, কোম্পানি আইন ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুযায়ী স্বাধীন পরিচালক আবর্তন পদ্ধতিতে অবসর গ্রহণে বাধ্য নন।	✓		
১.৩	**স্বতন্ত্র পরিচালকমন্ডলীর যোগ্যতা**			
১.৩ (ক)	স্বতন্ত্র পরিচালক হবেন সৎ গুণবলী সমৃদ্ধ এমন একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যিনি আর্থিক, নিয়ন্ত্রণমূলক এবং কর্পোরেট আইনসমূহ পরিপালন নিশ্চিত করবেন এবং ব্যবসায়ে অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।	✓		
১.৩ (খ)	স্বতন্ত্র পরিচালকমন্ডলীর যে সকল যোগ্যতা থাকতে হবে			
১.৩ (খ) (i)	একজন ব্যবসায়ী নেতা যিনি ন্যূনতম ১০০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধিত মূলধন রয়েছে এমন তালিকা বহির্ভূত কোম্পানি অথবা কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানি অথবা কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক চেম্বার অব কমার্স অথবা ব্যবসায় সংগঠনের একজন প্রোমোটর অথবা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত বা দায়িত্বে ছিলেন; অথবা	✓		
১.৩ (খ) (ii)	একজন কর্পোরেট নেতা যিনি ন্যূনতম একশ মিলিয়ন টাকা পরিশোধিত মূলধন রয়েছে এমন তালিকা বহির্ভূত কোম্পানি অথবা কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানির একজন শীর্ষ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তা যার অবস্থান প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বা ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বা প্রধান অর্থ কর্মকর্তা বা ফিন্যান্স বা একাউন্টস হেড অথবা কোম্পানি সেক্রেটারী বা ইন্টারনাল অডিট এন্ড কম্প্লায়েন্স হেড অথবা আইনি সহায়তা সেবা প্রধান অথবা সমমান পদের একজন প্রার্থী অপেক্ষা নিম্নে নয় এরূপ পদে দায়িত্বরত বা দায়িত্বে ছিলেন; অথবা	✓		

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓)		মন্তব্য (যদি থাকে)
		প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	
১.৩ (খ) (iii)	সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ বা স্বায়ত্তশাসিত বা আইনি সংস্থার একজন সাবেক কর্মকর্তা যার অবস্থান জাতীয় বেতন কাঠামোয় ফিফথ গ্রেডের নিম্নে নয় এবং যার শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম অর্থনীতি বা বাণিজ্য বা ব্যবসায় অথবা আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি; অথবা	✓		
১.৩ (খ) (iv)	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যার অর্থনীতি বা বাণিজ্য বা ব্যবসায় অথবা আইন বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে; অথবা	✓		
১.৩ (খ) (v)	পেশাদার ব্যক্তি যিনি ন্যূনতম বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের একজন পেশাদার উকিল হিসেবে দায়িত্বরত বা দায়িত্বে ছিলেন অথবা একজন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট বা কস্ট এন্ড ম্যানেজম্যান্ট একাউন্ট্যান্ট বা চার্টার্ড ফিন্যানসিয়াল এনালিস্ট বা চার্টার্ড সার্টিফাইড একাউন্ট্যান্ট বা চার্টার্ড ম্যানেজম্যান্ট একাউন্ট্যান্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারী অথবা সমমানের যোগ্যতাসম্পন্ন;	✓		
১.৩ (গ)	স্বতন্ত্র পরিচালককে ক্লজ (বি) তে উল্লিখিত যেকোন ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে;	✓		
১.৩ (ঘ)	বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, কমিশনের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে উপরোল্লিখিত যোগ্যতা শিথিল করা যেতে পারে।			এমন কোন বিষয় নেই
১.৪	**বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দ্বৈততা।**			
১.৪ (ক)	কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (এমডি) এবং/অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পদসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক পূরণ করা হবে;	✓		
১.৪ (খ)	কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (এমডি) এবং/অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অন্য কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে একই পদে আসীন থাকতে পারবেন না;	✓		
১.৪ (গ)	কোম্পানির অনির্বাহী পরিচালকদের মধ্য হতে পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি নির্বাচিত হবেন;	✓		
১.৪ (ঘ)	পরিচালকমন্ডলী বোর্ডের সভাপতি এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (এমডি) এবং/অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) নিজ নিজ ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট করে দিবেন;	✓		
১.৪ (ঙ)	বোর্ডের কোন একটি নির্দিষ্ট সভায় সভাপতির অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাকী সদস্যগণ তাদের মধ্যস্থ অনির্বাহী পরিচালকদের মাঝ থেকে একজনকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন: সভার কার্যবিবরণীতে নিয়মিত সভাপতির অনুপস্থিতির কারণ যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে।			এমন কোন বিষয় নেই
১.৫	**শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন**			
১.৫ (i)	শিল্প কারখানায় শিল্প সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্ভাব্য ভবিষ্যত উন্নয়ন;	✓		
১.৫ (ii)	খাতওয়ারী বা পণ্যওয়ারী সাফল্য;	✓		
১.৫ (iii)	ঝুঁকি ও উদ্বেগ সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ ও অভ্যন্তরীণ এবং বহিস্থ ঝুঁকি নিরামকসমূহ, কোম্পানির দীর্ঘস্থায়ীত্বের প্রতি কোন হুমকি এবং পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব, যদি তেমন কোন কিছু থাকে;	✓		
১.৫ (iv)	ক্রীতপণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও প্রকৃত মুনাফার উপর পর্যালোচনা;	✓		
১.৫ (v)	অসাধারণ কোন লাভ বা ক্ষতি থাকা সংক্রান্ত আলোচনা কার্যক্রমসমূহ এবং এগুলো হতে উদ্ভুত পরিস্থিতিসমূহ (মুনাফা বা ক্ষতি);	✓		
১.৫ (vi)	সংশ্লিষ্ট পার্টি লেনদেনের বিষয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনা এবং এর সাথে লেনদেনের পরিমাণ, সংশ্লিষ্ট পার্টির প্রকৃতি, লেনদেনের প্রকৃতি এবং সকল সংশ্লিষ্ট পার্টি লেনদেনের ক্ষেত্রে লেনদেনের ভিত্তি সংক্রান্ত একটি বিবরণ;	✓		
১.৫ (vii)	পাবলিক ইস্যুসমূহ, রাইট সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ এবং/অথবা যেকোন দলিলাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ কাজে লাগানো;			এমন কোন বিষয় নেই
১.৫ (viii)	কোম্পানি কর্তৃক প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (আইপিও), পুনঃআবর্তিত পাবলিক অফারিং (আরপিও), রাইটস অফার, সরাসরি তালিকাভুক্তকরণ, ইত্যাদি প্রক্রিয়া গ্রহণের পর আর্থিক ফলাফলের অবনতি ঘটলে সেখানে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে;			এমন কোন বিষয় নেই
১.৫ (ix)	যদি ত্রৈমাসিক আর্থিক বিবরণী ও বাৎসরিক আর্থিক বিবরণীতে উল্লেখযোগ্য মাত্রার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেক্ষেত্রে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রদানে ব্যাখ্যা প্রদান করবেন;	✓		
১.৫ (x)	স্বতন্ত্র পরিচালকগণসহ সকল পরিচালকের সম্মানী দত্তের বিবরণ;	✓		
১.৫ (xi)	শেয়ার বাজারজাতকারী কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীতে কোম্পানির কার্যক্রমের অবস্থা, এর কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ অর্থ প্রবাহ এবং ইক্যুইটির পরিবর্তন সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন করতে হবে;	✓		
১.৫ (xii)	শেয়ার বাজারজাতকারী কোম্পানি কর্তৃক হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত যথাযথ বহি সংরক্ষিত হয়ে আসছে;	✓		
১.৫ (xiii)	আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সর্বদা যথাযথ হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হিসাব সংক্রান্ত প্রাক্কলনসমূহ যৌক্তিক এবং বিচক্ষণ বিবেচনার ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে;	✓		
১.৫ (xiv)	আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস/বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস/ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যানসিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস/বাংলাদেশ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, অনুসরণ করা হয়েছে এবং, যেসব ক্ষেত্রে এসব বিধি অনুসরণ করা হয়নি তা পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে;	✓		
১.৫ (xv)	অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সুষ্ঠু এবং তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও মনিটর করা হয়েছে;	✓		

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓)		মন্তব্য (যদি থাকে)
		প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	
১.৫ (xvi)	প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালনরত নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক বা তাদের স্বার্থের অনুকূলে সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারগণ সুরক্ষিত হয়েছেন এই মর্মে একটি বিবৃতি এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা সুরাহা করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;	✓		
১.৫ (xvii)	একটি চালু প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানির যোগ্যতা নিয়ে উল্লেখ করার মত কোন সন্দেহ থাকতে পারবে না। যদি কোম্পানি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে যোগ্য বিবেচিত না হয়, তবে সেক্ষেত্রে কারণসহ উক্ত তথ্য প্রকাশ করতে হবে;	✓		
১.৫ (xviii)	কোম্পনীর কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ফলাফলে বিগত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি থাকলে তা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে;	✓		
১.৫ (xix)	ন্যূনতম বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক তথ্যাদি সারাংশ আকারে উপস্থাপন করতে হবে;	✓		
১.৫ (xx)	চলতি বছর লভ্যাংশ ঘোষণা না করা হলে তার কারণ দর্শাতে হবে (নগদ অর্থ অথবা স্টক);	✓		
১.৫ (xxi)	অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ হিসেবে কোন বোনাস শেয়ার অথবা স্টক লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়নি বা হবে না মর্মে পরিচালকমন্ডলীর বিবৃতি;	✓		
১.৫ (xxii)	বছরে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভা সমূহের সংখ্যা ও সভায় প্রত্যেক পরিচালকের উপস্থিতির তথ্য প্রকাশ করতে হবে;	✓		
১.৫ (xxiii)	শেয়ারহোল্ডিংয়ের প্যাটার্নের উপর একটি প্রতিবেদন যা মোট সংখ্যার শেয়ারগুলি প্রকাশ করে (নীচে বর্ণিত নাম অনুসারে বিশদসহ):			
১.৫ (xxiii) (ক)	মূল/অধীনস্থ/সহযোগী কোম্পানিসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহ (নাম অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য):	✓		
১.৫ (xxiii) (খ)	পরিচালকগণ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কোম্পানি সচিব, চিফ ফাইনান্সিয়াল অফিসার, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান এবং তাদের স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানাদি (নাম অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য);	✓		
১.৫ (xxiii) (গ)	নির্বাহী কর্মকর্তাগণ;	✓		
১.৫ (xxiii) (ঘ)	যেসব শেয়ারগোল্ডারগণ শতকরা ১০ ভাগ (১০%) বা তারও বেশি শেয়ারের অধিকারী এবং কোম্পানিতে ভোট প্রদানে অধিক আগ্রহী (নাম অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য)	✓		
1.5 (xxiv)	কোন পরিচালক নিয়োগ বা পুনরায় নিয়োগের ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারদের নিম্নলিখিত তথ্য উন্মোচন:			
১.৫ (xxiv) (ক)	পরিচালকের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত;	✓		
১.৫ (xxiv) (খ)	কার্যক্রমে যে বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে তিনি দক্ষ সেগুলোর প্রকৃতি;	✓		
১.৫ (xxiv) (গ)	উক্ত ব্যক্তি যেসকল কোম্পানিতে পরিচালকের পদে আসীন ও পরিচালনা পরিষদের সদস্য পদ অধিকার করে আছেন;	✓		
1.5 (xxv)	সিইও বা এমডি স্বাক্ষরিত অন্যদের মধ্যে আর্থিক বিবৃতিতে পরিবর্তন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পাশাপাশি পরিচালনার আলোচনা ও বিশ্লেষণ সংস্থার অবস্থান এবং কার্যক্রমের বিশদ বিশ্লেষণ উপস্থাপনে দৃষ্টিগোচর:			
১.৫ (xxv) (ক)	আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের জন্য একাউন্টিং নীতিমালা ও আনুমানিক ধারণা;	✓		
১.৫ (xxv) (খ)	একাউন্টিং নীতিমালা ও আনুমানিক ধারণার ক্ষেত্রে পরিবর্তন, যদি থাকে এবং এক্ষেত্রে আর্থিক সাফল্য বা ফলাফলসমূহ এবং আর্থিক অবস্থানের পাশাপাশি নগদ অর্থ প্রবাহের উপর এধরনের পরিবর্তন যে প্রভাব রেখেছে তা চূড়ান্ত সংখ্যায় বর্ণনা করা;	✓		
১.৫ (xxv) (গ)	আর্থিক কর্মদক্ষতা বা ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং তাৎক্ষণিক পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের সাথে বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য নগদ প্রবাহের কারণ ব্যাখ্যা করা;	✓		
১.৫ (xxv) (ঘ)	আর্থিক কর্মদক্ষতা বা ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থানের পাশাপাশি সমকক্ষ শিল্প দৃশ্যকল্পের সঙ্গে নগদ প্রবাহ তুলনা করা;	✓		
১.৫ (xxv) (ঙ)	সংক্ষিপ্তভাবে দেশের এবং বিশ্বব্যাপী আর্থিক ও অর্থনৈতিক দৃশ্যকল্প তুলে ধরা;	✓		
১.৫ (xxv) (চ)	ঝুঁকি এবং আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত কোম্পানির ঝুঁকি এবং উদ্বেগ পরিকল্পনা ব্যাখ্যা সংক্রান্ত সমস্যার বিবরণ: এবং	✓		
১.৫ (xxv) (ছ)	ভবিষ্যত পরিকল্পনা বা অভিক্ষেপ বা কোম্পানির অপারেশনের জন্য পূর্বাভাস, কর্মদক্ষতা এবং আর্থিক অবস্থানের সঙ্গে সমর্থন ও শেয়ারহোল্ডরগণের প্রকৃত অবস্থান পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) ব্যাখ্যা করা হবে।	✓		
১.৫ (xxvi)	শর্ত নং ৩(৩) এর অধীনে প্রয়োজনীয় সিইও এবং সিএফও কর্তৃক ঘোষণা বা সার্টিফিকেশন পরিশিষ্ট -এ অনুযায়ী প্রকাশ করা; এবং	✓		
১.৫ (xxvii)	পরিশিষ্ট বি এবং পরিশিষ্ট সি অনুযায়ী শর্ত নং ৯ এর আওতায় এই প্রতিবেদনের পাশাপাশি এই বিধির শর্তাবলীসমূহ পরিপালনের সনদ প্রকাশ করতে হবে;	✓		
১.৬	বোর্ডের পরিচালকবৃন্দের সভা			
	ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ (আইসিএসবি) কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (বিএসএস) সংক্রান্ত বিধিমালার আলোকে এবং এই বিধিসমূহ উক্ত আইনের শর্তসমূহের সাথে অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে লিন্ডে কোম্পানি বোর্ড সভাসমূহের আয়োজন করবে এবং সভাসমূহের কার্যবিবরণীসমূহের রেকর্ড সংরক্ষণ করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বই ও রেকর্ড বইও সংরক্ষণ করতে হবে;	✓		

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓)		মন্তব্য (যদি থাকে)
		প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	
১.৭	**পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, অন্যান্য বোর্ড সদস্য ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের আচরণ বিধি**			
১.৭ (ক)	পরিচালকমন্ডলী মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির (এনআরসি) সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ৬নং শর্ত অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি, অন্যান্য বোর্ড সদস্য এবং কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এর জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করবেন;	✓		
১.৭ (খ)	এনআরসি কর্তৃক নির্ধারিত আচরণবিধি কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং উক্ত বিধিতে অন্যান্য বিষয়াদির সাথে আরো যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা হলো– বিচক্ষণ আচরণ ও ব্যবহার; গোপনীয়তা রক্ষা করা; স্বার্থের দ্বন্দ; আইন, বিধিবিধান ও প্রবিধানসমূহ পরিপালন; ইনসাইডার ট্রেডিং নিষিদ্ধকরণ; পরিবেশ, কর্মকর্তা-কর্মচারী, গ্রাহকবৃন্দ এবং সরবরাহকারীগণের সাথে সম্পর্ক; এবং স্বাধীনতা।	✓		
২	**সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পরিচালক বোর্ডের শাসন**			
২ (ক)	হোল্ডিং কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর গঠন সংক্রান্ত বিধিবিধানসমূহ সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর গঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;	✓		
২ (খ)	হোল্ডিং কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর অন্তত ১ (এক) জন স্বতন্ত্র পরিচালক সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর একজন পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;	✓		
২ (গ)	সাবসিডিয়ারি কোম্পানির বোর্ডসভার কার্যবিবরণীসমূহ হোল্ডিং কোম্পানির পরবর্তী বোর্ড সভায় পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করতে হবে;	✓		
২ (ঘ)	হোল্ডিং কোম্পানির নিজস্ব বোর্ড সভার কার্যবিবরণীতে এই মর্মে উল্লেখ থাকতে হবে যে তারা সাবসিডিয়ারি কোম্পানির কার্যক্রমও পর্যালোচনা করেছেন;	✓		
২ (ঙ)	হোল্ডিং কোম্পানির অডিট কমিটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ, বিশেষ করে উক্ত সাবসিডিয়ারি কর্তৃক সম্পাদিত বিনিয়োগসমূহ পর্যালোচনা করবে;	✓		
৩	**ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও), চীফ ফাইনিয়ান্সিয়াল অফিসার (সিএফও), অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও সম্মতি (এইচআইএসি) ও কোম্পানির সচিব প্রধান (সিএস)**			
৩.১	**নিয়োগদান**			
৩.১ (ক)	বোর্ড একটি ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কোম্পানির সচিব, চীফ ফাইনান্সিয়াল অফিসার এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও সম্মতির প্রধান নিয়োগ করবে;	✓		
৩.১ (খ)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কোম্পানি সচিব, প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও সম্মতি প্রধান পদে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা পূরণ করা হবে;	✓		
৩.১ (গ)	তালিকাভুক্ত কোম্পানির এমডি বা সিইও, সিএস, সিএফও এবং এইচআইএসি একই সময়ে অন্য কোনও সংস্থার কোনও কার্যনির্বাহী হিসেবে কর্মরত থাকবে না;	✓		
৩.১ (ঘ)	বোড স্পষ্টভাবে সিএফও, এইচআইএসি এবং সিএস সম্পর্কিত ভূমিকা, দায়িত্ব এবং কর্তব্য নির্ধারণ করবে;	✓		
৩.১ (ঙ)	এমডি বা সিইও, সিএস, সিএফও এবং এইচআইএসি বোর্ডের ও কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অনুমোদন ছাড়া তাদের অবস্থান থেকে সরিয়ে ফেলা হবে না;	✓		
৩.২	**বোর্ড পরিচালনা পর্ষদের সভাপতিত্বের আবশ্যিক শর্ত**			
	কোম্পানির এমডি বা সিইও, সিএস, সিএফও এবং এইচআইএসি বোর্ডের সভায় উপস্থিত থাকতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, সিএস, সিএফও এবং/অথবা এইচআইএসি বোর্ডের সভায় এই অংশে অংশগ্রহণ করবে না, যার মধ্যে ব্যক্তিগত বিষয়গুলি সাথে সম্পর্কিত এজেন্ডা আইটেম বিবেচনা করা হবে;	✓		
৩.৩	**ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (এমডি) বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রধান আর্থিক কর্মকর্তাগণের দায়িত্বসমূহ;**	✓		
৩.৩ (ক) (i)	এই বিবৃতিগুলিতে কোনও বস্তুগত অসত্য বিবৃতি বা কোনও উপাদানগত তথ্য বাদ দেওয়া বা বিভ্রান্তিকর বিবৃতি থাকতে পারে না;	✓		
৩.৩ (ক) (ii)	এই বিবৃতিগুলিতে একসাথে কোম্পানির বিষয়ে একটি সত্য এবং ন্যায্য উপস্থাপন এবং বিদ্যমান একাউন্টিং মান এবং প্রযোজ্য আইন মেনে চলছে;	✓		
৩.৩ (খ)	এমডি বা সিইও এবং সিএফও আরোও প্রত্যয়িত করবে যে তাদের জানা মতে, কোম্পানির বোর্ড এবং এর সদস্যদের দ্বারা এবছরে কোডের আলোকে কোন প্রকার কোম্পানির লেনদেনে জালিয়াতি, অবৈধ বা অনিয়ম সংঘটিত হয়নি।	✓		
৩.৩ (গ)	এমডি অথবা সিইও এবং সিএফও এর প্রত্যয়নপত্র বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	✓		
৪	**পরিচালনা বোর্ডের কমিটি**			
৪ (i)	অডিট কমিটি; এবং	✓		
৪ (ii)	মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি;	✓		
৫	**অডিট কমিটি**			
৫.১	**পরিচালনা বোর্ডের দায়িত্ব**			
৫.১(ক)	অডিট কমিটি পরিচালকমন্ডলীর একটি উপ-কমিটি হিসেবে কোম্পানির একটি থাকতে হবে;	✓		

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓)		মন্তব্য (যদি থাকে)
		প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	
৫.১ (খ)	আর্থিক বিবরণীসমূহ সঠিক ও স্বচ্ছভাবে কোম্পানির সার্বিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা এবং ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের মাঝে একটি উত্তম মনিটরিং পদ্ধতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অডিট কমিটি পরিচালকমন্ডলীকে সহযোগিতা করবেন;	✓		
৫.১ (গ)	অডিট কমিটি পরিচালকমন্ডলীর নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন; অডিট কমিটির দায়িত্বসমূহের সুস্পষ্টভাবে লিখিত আকারে থাকতে হবে।	✓		
৫.২	**অডিট কমিটির গঠনতন্ত্র**			
৫.২ (ক)	সর্বনিম্ন ৩ (তিন) সদস্যের সমন্বয়ে অডিট কমিটি গঠন করতে হবে;	✓		
৫.২ (খ)	পরিচালকমন্ডলী অডিট কমিটির সদস্যবৃন্দ নিয়োগ করবেন; কোম্পানির অনির্বাহী পরিচালকগণ উক্ত কমিটির সদস্য হবেন এবং এক্ষেত্রে পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি হবেন ব্যতিক্রম এবং উক্ত কমিটিতে ন্যূনতম ১ (এক) জন স্বতন্ত্র পরিচালক থাকবেন;	✓		
৫.২ (গ)	অডিট কমিটির সকল সদস্যকে আর্থিক বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হবে এবং ন্যূনতম ১ (এক) জন সদস্য হিসাবরক্ষণ অথবা সংশ্লিষ্ট আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হবেন;	✓		
৫.২ (ঘ)	যখন কমিটির সদস্যগণের দায়িত্বের মেয়াদকাল সমাপ্ত হবে অথবা কোন সদস্য তার দায়িত্বের মেয়াদকাল সমাপ্তির পূর্বেই দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়ে পড়ার মত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে এবং এরূপ পরিস্থিতির ফলে যদি কমিটির জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য সংখ্যা ৩ (তিন) অপেক্ষা হ্রাস পায়, সেক্ষেত্রে পরিচালকমন্ডলী অডিট কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্তে শূন্যপদ (গুলো) পূরণ করার জন্য পদ শূন্য হওয়ার ১ (এক) মাসের মধ্যে নতুন সদস্য নিয়োগ প্রদান করবেন;	✓		
৫.২ (ঙ)	কোম্পানি সেক্রেটারী কমিটির সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;	✓		
৫.২ (চ)	ন্যূনতম ১ (এক) জন স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত অডিট কমিটির সভায় কোরাম গঠিত হবে না;	✓		
৫.৩	**অডিট কমিটির চেয়ারম্যান**			
৫.৩ (ক)	পরিচালকমন্ডলী অডিট কমিটির একজন সদস্যকে অডিট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বাছাই করবেন, এবং উক্ত ব্যক্তিকে একজন স্বতন্ত্র পরিচালক হতে হবে;	✓		
৫.৩ (খ)	কোন একটি নির্দিষ্ট সভায় অডিট কমিটির সভাপতির অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাকী সদস্যগণ তাদের মাঝ থেকে একজনকে উক্ত বিশেষ সভার জন্য সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন; এক্ষেত্রে ৫.৪ (বি) নং শর্তের আওতায় কোরাম গঠনের কোন সমস্যা থাকবে না এবং সভার কার্যবিবরণীতে নিয়মিত সভাপতির অনুপস্থিতির কারণ যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে;			এমন কোন বিষয় নেই
৫.৩ (গ)	অডিট কমিটির চেয়ারম্যান বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকবেন; এই শর্তে যে অডিট কমিটির সভাপতির অনুপস্থিতিতে অডিট কমিটির যেকোন ১ (এক) জন সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) উপস্থিত থাকার জন্য নির্বাচিত করতে হবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীতে অডিট কমিটির সভাপতির অনুপস্থিতির কারণ যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে;	✓		
৫.৪	**অডিট কমিটির সভা**			
৫.৪ (ক)	অডিট কমিটি একটি আর্থিক বছরে অন্তত চারটি সভা পরিচালনা করবে; তবে শর্ত থাকে যে, নিয়মিত বৈঠকের পাশাপাশি কোনও জরুরী বৈঠক কমিটির সদস্যের অনুরোধে আহ্বান করা যেতে পারে;	✓		
৫.৪ (খ)	অডিট কমিটির দুইজন সদস্য অথবা উক্ত কমিটির সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমন্বয়ে, এক্ষেত্রে যেটি বেশি হয়, অডিট কমিটির সভার কোরাম গঠন করতে হবে এবং উক্ত কোরামে একজন স্বতন্ত্র পরিচালকের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক;	✓		
৫.৫	**অডিট কমিটির ভূমিকা**			
৫.৫ (ক)	আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়া তদারক করতে হবে;	✓		
৫.৫ (খ)	হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ ও পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ মনিটর করতে হবে;	✓		
৫.৫ (গ)	অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স প্ল্যান এবং কমপ্লায়েন্স প্ল্যান কর্তৃক অনুমোদন এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদন পর্যালোচনাসহ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স প্রক্রিয়া পর্যাপ্তভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত নিরীক্ষা ও প্রক্রিয়া মনিটর করা;	✓		
৫.৫ (ঘ)	বহিঃস্থ নিয়ন্ত্রকগণকে আনয়ন প্রক্রিয়া ও তাঁদের দক্ষতা তদারক করতে হবে;	✓		
৫.৫ (ঙ)	অনুমোদন বা গ্রহণযোগ্যতা লাভের জন্য পরিচালকমন্ডলীর নিকট উপস্থাপন করার পূর্বে বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনার জন্য বহিস্থ বা বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের সাথে সভায় মিলিত হওয়া;	✓		
৫.৫ (চ)	বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ বোর্ডের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে মিলিতভাবে তা পর্যালোচনা করতে হবে;	✓		
৫.৫ (ছ)	ত্রৈমাসিক ও ষান্মাষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ বোর্ডের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে মিলিতভাবে তা পর্যালোচনা করতে হবে;	✓		
৫.৫ (জ)	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের পর্যাপ্ততা পর্যালোচনা করতে হবে;	✓		
৫.৫ (ঝ)	বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আলোচনা ও বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করা;	✓		

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓)		মন্তব্য (যদি থাকে)
		প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	
৫.৫ (ঞ)	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত ব্যবসায়িক পক্ষসমূহের সাথে উল্লেখযোগ্য লেনদেন সম্পর্কিত বিবরণী পর্যালোচনা করতে হবে;	✓		
৫.৫ (ট)	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রেরিত পত্র/বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক ইস্যুকৃত/অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে দুর্বলতা বিষয়ক পত্র পর্যালোচনা করতে হবে;	✓		
৫.৫ (ঠ)	পরিধি ও গুরুত্ব, প্রয়োগকৃত দক্ষতার মাত্রা এবং কার্যকর নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের ভিত্তিতে নিরীক্ষা ফি নির্ধারণের বিষয়টি তদারকি করা এবং বহিস্থ নিরীক্ষকগণের দক্ষতা মূল্যায়ন করা; এবং	✓		
৫.৫ (ড)	প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (আইপিও) বা পুনঃআবর্তিত পাবলিক অফারিং (আরপিও) বা রাইটস শেয়ার অফারের মাধ্যমে উত্থাপিত আয়গুলি কমিশনের অনুমোদিত প্রস্তাব নথি বা প্রসপেক্টাসে বর্ণিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা তথ্যাবধান করবে: কোম্পানি প্রধান প্রধান খাত (মূলধনী ব্যয়, বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ ব্যয়, চলতি মূলধন, ইত্যাদি) অনুসারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উক্ত তহবিল ব্যবহার/কাজে লাগানো সংক্রান্ত তথ্যাবলী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আর্থিক ফলাফলে ত্রৈমাসিক ঘোষণা হিসেবে অডিট কমিটির নিকট প্রকাশ করবে: উপরোক্ত, অডিট কমিটির মন্তব্যসমূহের পাশাপাশি বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করার জন্য প্রস্তাবনা পত্রে/ প্রসপেক্টাসে যেভাবে বিবৃত হয়েছে, তা বহির্ভূত অন্যান্য বিভিন্ন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে কোম্পানি একটি তহবিল বিবরণী প্রস্তুত করবে।			এমন কোন বিষয় নেই
৫.৬	**অডিট কমিটির প্রতিবেদন**			
৫.৬ (ক)	**বোর্ডের পরিচালকমন্ডলীর প্রতি বিবৃতি**			
৫.৬ (ক) (i)	অডিট কমিটি পরিচালকমন্ডলীর নিকট তাদের কর্মকান্ডের উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে;	✓		
৫.৬ (ক) (ii) (ক)	পরিচালকমন্ডলীর নিকট স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধের ব্যাপারে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;			এমন কোন বিষয় এ বছরে চিহ্নিত করা হয় নি
৫.৬ (ক) (ii) (খ)	অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোন সন্দেহজনক বা ধারণা নির্ভর জালিয়াতি বা অনিয়ম অথবা উল্লেখযোগ্য ত্রুটি;			
৫.৬ (ক) (ii) (গ)	নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নিয়মকানুনসহ কোন আইনের সন্দেহজনক লংঘন;			
৫.৬ (ক) (ii) (ঘ)	পরিচালকমন্ডলীর নিকট তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করতে হবে এমন যে কোন বিষয়;			
৫.৬ (খ)	**কর্তৃপক্ষের প্রতি বিবৃতি**			
	অডিট কমিটি যদি আর্থিক অবস্থা এবং কার্যক্রম পরিচালনাজনিত ফলাফলের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে এমন কোন বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রতিবেদন পেশ করে থাকেন এবং এক্ষেত্রে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন রয়েছে মর্মে পরিচালকমন্ডলী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেন এবং উক্ত অডিট কমিটি যদি লক্ষ্য করেন যে এ ধরনের সংশোধনমূলক পদক্ষেপ অযৌক্তিকভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে অডিট কমিটি উক্ত ব্যাপারটি পরিচালকমন্ডলীর নিকট তিনবার রিপোর্ট করা অথবা পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রথমবার রিপোর্ট করার তারিখ হতে ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত, এক্ষেত্রে যেটি আগে হয়, উক্ত বিষয়ে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন;			এমন কোন বিষয় এ বছরে চিহ্নিত করা হয় নি
৫.৭	**শেয়ারহোল্ডরগণ ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের প্রতি বিবৃতি**			
	৫.৬ (এ) (২) নং শর্তের অধীন পরিচালকমন্ডলীর নিকট উপস্থাপনের লক্ষ্যে আলোচ্য বছরে প্রস্তুতকৃত রিপোর্টসহ অডিট কমিটির কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনসমূহ অডিট কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনে তা প্রকাশ করতে হবে;	✓		
৬	**মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি)**			
৬.১	**পরিচালক বোর্ডের দায়িত্বসমূহ**			
৬.১ (ক)	পরিচালকমন্ডলীর একটি উপ-কমিটি হিসেবে মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) কোম্পানিতে থাকতে হবে;	✓		
৬.১ (খ)	পরিচালক ও সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাগণের যোগ্যতা, ইতিবাচক দিকসমূহ, অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা নির্ধারণের জন্য মনোনয়নের মানদন্ড বা নীতিমালার পাশাপাশি পরিচালক ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের সম্মানীর বিষয়টি বিবেচনার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এনআরসি পরিচালকমণ্ডলীকে সহায়তা করে থাকে;	✓		
৬.১ (গ)	শর্ত নং ৬ (৫) (বি) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনায় এনে এনআরসি এর টার্মস অব রেফারেন্স (টিওআর) সুস্পস্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে;	✓		
৬.২	**মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির গঠনতন্ত্র**			
৬.২ (ক)	এনআরসি ন্যূনতম তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে এবং এর মধ্যে একজন হবেন স্বতন্ত্র পরিচালক;	✓		
৬.২ (খ)	কমিটির সকল সদস্য হবেন অনির্বাহী পরিচালক;	✓		
৬.২ (গ)	কমিটির সদস্যবৃন্দ পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক মনোনীত ও নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন;	✓		
৬.২ (ঘ)	কমিটির যে কোন সদস্যকে অপসারণ ও নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা পরিচালকমন্ডলীর নিকট ন্যস্ত থাকবে;	✓		
৬.২ (ঙ)	কমিটির কোন সদস্যের মৃত্যু, পদত্যাগ, অযোগ্যতা বা অপসারণ অথবা অন্য কোন কারণে পদ শূন্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালকমন্ডলী উক্ত কমিটিতে এই ধরনের শূন্য পদ সৃষ্টি হওয়ার পর হতে ১৮০ (একশত আশি) দিবসের মধ্যে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করবেন;	✓		

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓)		মন্তব্য (যদি থাকে)
		প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	
৬.২ (চ)	কমিটির সভাপতি কোন বহিঃস্থ এক্সপার্ট এবং/অথবা স্টাফের কোন সদস্য(বৃন্দ)-কে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ অথবা বাছাই করতে পারেন এবং উক্ত পরামর্শক একজন নন-ভোটিং সদস্য হবেন, যদি সভাপতি এমনটি অনুভব করেন যে এ ধরনের বহিঃস্থ এক্সপার্ট এবং/অথবা স্টাফ সদস্য(বৃন্দ)-এর উপদেশ বা পরামর্শ কমিটির জন্য আবশ্যক অথবা মূল্যবান;			এমন কোন বিষয় নেই
৬.২ (ছ)	কোম্পানি সেক্রেটারী কমিটির সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;	✓		
৬.২ (জ)	ন্যূনতম একজন স্বতন্ত্র পরিচালকের উপস্থিতি ব্যতীত এনআরসি এর সভার কোরাম গঠিত হবে না;	✓		
৬.২ (ঝ)	এনআরসি এর কোন সদস্য কোম্পানির নিকট হতে পরিচালকদের জন্য নির্ধারিত ফি বা সম্মানী ব্যতীত কোন উপদেষ্টা বা পরামর্শক হিসেবে অথবা অন্য কোন ভূমিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবেন না;	✓		
৬.৩	**মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির চেয়ারপারসন**			
৬.৩ (ক)	পরিচালকমন্ডলী কমিটির সভাপতি হিসেবে এনআরসি এর ১ (এক) জন সদস্য বাছাই করবেন এবং তিনি হবেন একজন স্বতন্ত্র পরিচালক;	✓		
৬.৩ (খ)	কোন একটি নির্দিষ্ট সভায় এনআরসি সভাপতির অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাকী সদস্যগণ তাদের মাঝ থেকে একজনকে উক্ত বিশেষ সভার জন্য সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করতে পারবেন, সভার কার্যবিবরণীতে নিয়মিত সভাপতির অনুপস্থিতির কারণ যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে;			এমন কোন বিষয় নেই
৬.৩ (গ)	শেয়ারহোল্ডারগণের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদানের লক্ষ্যে এনআরসি এর সভাপতি বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) যোগদান করবেন; এই শর্তে যে এনআরসি সভাপতির অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কোন একজন সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদানের লক্ষ্যে উপস্থিত থাকবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীতে এনআরসি সভাপতির অনুপস্থিতির কারণ যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে;	✓		
৬.৪	**মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির সভা**			
৬.৪ (ক)	এক আর্থিক বছরে এনআরসি ন্যূনতম একটি সভার আয়োজন করবে;	✓		
৬.৪ (খ)	এনআরসি এর সভাপতি যে কোন জরুরী সভা আহবান করতে পারবেন;	✓		
৬.৪ (গ)	এনআরসির দুইজন সদস্য অথবা উক্ত কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমন্বয়ে, এক্ষেত্রে যেটি বেশি হয়, এনআরসি সভার কোরাম গঠন করতে হবে এবং ৬(২)(এইচ) নং শর্তের আওতায় উক্ত কোরামে একজন স্বাধীন পরিচালকের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক;	✓		
৬.৪ (ঘ)	এনআরসি এর প্রতিটি সভার কার্যবিবরণীসমূহ যথাযথভাবে মিনিটস-এ রেকর্ড করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় উক্ত তথ্যাদি নিশ্চিত করতে হবে;	✓		
৬.৫	**এনআরসি এর ভূমিকা**			
৬.৫ (ক)	এনআরসি স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং পরিচালকমন্ডলী ও শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে ও জবাবদিহি করবে;	✓		
৬.৫ (খ) (i) (ক)	কোম্পানি সফলভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে যোগ্য পরিচালকগণকে আকৃষ্ট করা, কোম্পানিতে তাঁদের ধরে রাখা এবং প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান করার লক্ষ্যে পারিশ্রমিকের মাত্রা ও গঠন যৌক্তিক ও পর্যাপ্ত হবে;	✓		
৬.৫ (খ) (i) (খ)	সাফল্যের সাথে পারিশ্রমিকের সম্পর্ক সুস্পষ্ট এবং তা যথাযথ দক্ষতার মানদন্ড পরিপূরণ করে; এবং	✓		
৬.৫ (খ) (i) (গ)	কোম্পানির কার্যক্রম ও এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য অনুকূল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের আলোকে সংগতিপূর্ণ ফিক্সড ও প্রণোদনামূলক পারিশ্রমিকের মাঝে সমতা বজায় রেখে পরিচালকবৃন্দ ও উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হবে;	✓		
৬.৫ (খ) (ii)	বয়স, লিঙ্গ, অভিজ্ঞতা, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও জাতীয়তার বিচারে বোর্ডের গঠনে বৈচিত্র আনয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা;	✓		
৬.৫ (খ) (iii)	নির্ধারিত মনোনয়ন মানদন্ডের আলোকে যারা পরিচালক হওয়ার যোগ্য এবং যাদেরকে উচ্চ পর্যায়ে নির্বাহী পদে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে সেসব ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি তাঁদের নিয়োগ/পুনঃনিয়োগ এবং অপসারণের বিষয়ে বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা;	✓		
৬.৫ (খ) (iv)	স্বতন্ত্র পরিচালকবৃন্দ ও বোর্ডের সাফল্য মূল্যায়ন করার মানদন্ড প্রনয়ন করা;	✓		
৬.৫ (খ) (v)	বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোম্পানির চাহিদা নিরূপণ করার পাশাপাশি তাদের বাছাই, ট্রান্সফার অথবা রিপ্লেসমেন্ট ও প্রমোশন সংক্রান্ত মাপকাঠি নির্ধারণ করা; এবং	✓		
৬.৫ (খ) (vi)	কোম্পানির মানবসম্পদ ও প্রশিক্ষণ নীতিমালাসমূহ প্রতি বছরান্তে প্রণয়ন, সুপারিশ ও পর্যালোচনা করা;	✓		
৬.৫ (গ)	কোম্পানি এর বার্ষিক প্রতিবেদনে একনজরে আলোচ্য বছরে মনোনয়ন ও সম্মানী নীতিমালার পাশাপাশি এনআরসি এর মূল্যায়ন মানদন্ড ও কার্যক্রম উল্লেখ করবে;	✓		
৭	**বহিঃস্থ/বিধিসম্মত নিরীক্ষা**			
৭.১	ইস্যুকারী সংস্থাটি কোম্পানির নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি সম্পাদন করতে তার বহিরাগত বা বিধিবদ্ধ নিরীক্ষককে সংযুক্ত করবে না, যথা:-			

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓)		মন্তব্য (যদি থাকে)
		প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	
৭.১ (i)	যাচাই বা মূল্যায়ন সেবাসমূহ অথবা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা সংক্রান্ত মতামতসমূহ;	✓		
৭.১ (ii)	আর্থিক তথ্য ও ব্যবস্থা প্রণয়নে অসম্পৃক্ততা;	✓		
৭.১ (iii)	হিসাবরক্ষণ বা বুক কিপিং প্রক্রিয়ায় অসম্পৃক্ততা;	✓		
৭.১ (iv)	ব্রোকার-ডিলার সার্ভিস;	✓		
৭.১ (v)	একচুয়্যারিয়াল সার্ভিস;	✓		
৭.১ (vi)	অভ্যন্তরীণ ও আসাধারণ নিরীক্ষা কর্মকান্ড;	✓		
৭.১ (vii)	অডিট কমিটির অন্য যে কোন সেবা প্রদান;	✓		
৭.১ (viii)	কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা পরিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় অডিট/সার্টিফিকেশন সেবা শর্ত নং ৯(১) এর অধীন; এবং	✓		
৭.১ (ix)	স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধ সৃষ্টি করে এমন অন্য কোন সেবা;	✓		
৭.২	বহিঃস্থ নিরীক্ষা কোম্পানির অসম্পৃক্ততা অংশীদারগণ অথবা সেখানে কর্মরত ব্যক্তিগণ অন্ততপক্ষে তাদের কোম্পানি কর্তৃক নিরীক্ষা কর্মকান্ড চলাকালীন নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ধারণ করতে পারবেন না: এক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, বোন, জামাতা এবং পুত্রবধুগণও পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন;	✓		
৭.৩	শেয়ারহোল্ডারদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বহিরাগত বা সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক প্রতিনিধিগণ শেয়ারহোল্ডারদের (বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা অসাধারণ বার্ষিক সভা) বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।	✓		
৮	**কোম্পানি কর্তৃক ওয়েবসাইট বজায় রাখা**			
৮.১	কোম্পানির স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে সংযুক্ত একটি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থাকবে।	✓		
৮.২	কোম্পানি তালিকাভুক্তির তারিখ থেকে কোম্পানি ওয়েবসাইট কার্যকরী করতে হবে।	✓		
৮.৩	সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্তি বিধিমালা অনুসারে কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে বিস্তারিত ডিসক্লোজার প্রকাশ করতে হবে।	✓		
৯	**কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার প্রতিবেদন এবং পরিপালন**			
৯.১	কমিশন কর্তৃক শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশনার শর্তসমূহ পরিপালনের ব্যাপারে কোম্পানি কোন সক্রিয় পেশাদার হিসাবরক্ষক/সচিবের (চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট/কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট/চাটার্ড সেক্রেটারি) নিকট হতে সনদ অর্জন করবেন এবং তা বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে বাৎসরিক ভিত্তিতে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট প্রেরণ করবেন।	✓		
৯.২	কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড অনুসারে সার্টিফিকেট সরবরাহকারী পেশাদারকে বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নিযুক্ত করবেন।	✓		
৯.৩	এই সংযুক্তি অনুযায়ী উপরোক্ত শর্তাবলী পরিপালন করেছে কি না সে বিষয়টি কোম্পানির পরিচালকগণ পরিচালমন্ডলীর প্রতিবেদনে বিবৃত করবেন।	✓		

কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা

সুষ্ঠু কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালকমন্ডলী সুষ্ঠু কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার নীতিসমূহ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। পরিচালনা পর্ষদের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান সবসময়ই জোরালো দায়িত্ববোধ দ্বারা পরিচালিত। পরিচালকমন্ডলী এই ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখছেন এবং কোম্পানির জন্য যথোপযুক্ত ও সুফলদায়ক কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার চর্চাসমূহ অনুসরণ করছেন। কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হল সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের জন্য দীর্ঘস্থায়ী মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। শেয়ারহোল্ডারগণের স্বার্থ রক্ষা, কোম্পানির সাথে যোগাযোগের সেতুবন্ধন রচনা করার ক্ষেত্রে পরিচালকমন্ডলীর সামর্থ্য এবং সুষ্ঠু হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা এবং ঝুঁকি মোকাবিলা, সংবিধিবদ্ধ নিয়মকানুন ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ চর্চাসমূহের মাঝে নিবিড় ও কার্যকর সহযোগিতা তৈরি করার উপর ভিত্তি করেই সবসময় আমাদের সাফল্য রচিত হয়েছে।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক প্রণীত কর্পোরেট পরিচালন বিধি অনুসরণ করে থাকে; এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/প্রশাঃ/৮০, তারিখ ৩রা জুন ২০১৮ দ্রষ্টব্য।

পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালনা পরিষদ কোম্পানির সার্বিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি এর সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যক্রমসমূহ তদারকি করার দায়িত্বে নিয়োজিত। এই পরিষদ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তসমূহ কোম্পানির সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে; কোম্পানির এ স্বার্থের মাঝে শেয়ারহোল্ডার, কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহের স্বার্থ সম্পৃক্ত রয়েছে। কোম্পানির সংঘবিধি ও সংঘ-স্মারকে উল্লিখিত বিধি-বিধান, কোম্পানি আইন ১৯৯৪, প্রাসঙ্গিক কার্যকর বিধি-বিধান, বিএসইসি-এর কর্পোরেট পরিচালনা বিধিসমূহ, এক্সচেঞ্জসমূহের লিস্টিং; অন্যান্য বিধি-বিধান, দেশে বিদ্যমান কর্পোরেট পর্যায়ের সর্বোত্তম চর্চাসমূহ এবং কোম্পানির প্রণীত আচরণবিধি অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদের দায়-দায়িত্বসমূহ নির্ধারিত ও সম্পাদিত হয়ে থাকে। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালনা পরিষদ ৭ (সাত) জন সদস্য নিয়ে গঠিত; এদের মাঝে ২ (দুই) জন সদস্য স্বতন্ত্র পরিচালক, ১ (এক) জন সদস্য নির্বাহী পরিচালক, ১ (এক) জন আইসিবি মনোনীত পরিচালক, ২ (দুই) জন মনোনীত পরিচালক এবং একজন অনির্বাহী পরিচালক। পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের মাঝে রয়েছেন উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ যারা পেশাগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় ঋদ্ধ এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন ও সরকারি খাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। পরিচালকমন্ডলী প্রতিসভায় কোম্পানির ব্যবসায়িক সাফল্য পর্যালোচনা করেন এবং প্রকাশনার জন্য সাময়িক ও বাৎসরিক আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করেন। এছাড়া পরিচালকমন্ডলী বার্ষিক পরিকল্পনা আলোচ্য বছরের জন্য মূলধনী ব্যয় অনুমোদন করেন এবং নিয়মিতভিত্তিতে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন।

বোর্ড সভা

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদ ২০১৯ সালে পাঁচ বার সভায় মিলিত হন। পরিচালনা পর্ষদের সভায় কোম্পানির সর্বোত্তম স্বার্থের অনুকূলে বিভিন্ন কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়; এক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারগণ, কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারি, গ্রাহকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহের মতামতসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়। কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ধারা ৯৬ অনুযায়ী বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এক্ষেত্রে বোর্ড সভা সংক্রান্ত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিধি পরিপালন করা হয়।

ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ (আইসিএসবি) কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (বিএসএস) সংক্রান্ত বিধিমালার আলোকে লিন্ডে কোম্পানি বোর্ড সভাসমূহের আয়োজন করে থাকে এবং সভাসমূহের কার্যবিবরণীসমূহের রেকর্ড সংরক্ষণ করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বই ও রেকর্ড বইও সংরক্ষণ করে। বোর্ড সভাসমূহে পরিচালকবৃন্দের উপস্থিতি পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদনের ১০৯নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

অডিট কমিটি

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালকমণ্ডলীর একটি উপ-কমিটি হিসেবে অডিট কমিটি দায়িত্ব পালন করে থাকে। কোম্পানির কার্যক্রমে দক্ষতা সৃষ্টির পাশাপাশি সংস্থার মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার লক্ষ্য নিয়ে অডিট কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সংস্থার কার্যক্রম তদারকির দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পরিচালকমণ্ডলীকে সহায়তা করার লক্ষ্যে পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক অডিট কমিটি নিয়োগ দেয়া হয় এবং এক্ষেত্রে পরিচালকমণ্ডলী নিম্নে উল্লিখিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে থাকেন:

- প্রকাশিত আর্থিক তথ্যাদির সুসমতা, স্বচ্ছতা ও সততা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান প্রক্রিয়া যাতে আর্থিক বিবরণীসমূহ কোম্পানির কার্যক্রমের অবস্থার একটি সত্য ও যথাযথ চিত্র তুলে ধরে;
- ব্যবসায়িক কার্যক্রমের আওতায় সুষ্ঠু মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার কার্যকারিতার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পরিপালন বিষয়ক কর্মকান্ডের কার্যকারিতা;
- নিয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদান ও বহিঃস্থ নিরীক্ষকের দক্ষতা মূল্যায়নসহ স্বতন্ত্র নিরীক্ষা প্রক্রিয়া।

দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে কমিটি পরিচালকমণ্ডলী, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকবৃন্দের সাথে কার্যকর কর্ম-সম্পর্ক বজায় রাখেন। পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের আলোকে অডিট কমিটি পরিচালকমণ্ডলীর নিকট দায়বদ্ধ। নিজের দায়িত্ব কার্যকরভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে কমিটির প্রতিটি সদস্যকে কমিটির দায়-দায়িত্ব এবং কোম্পানির ব্যবসায়, কার্যক্রম ও ঝুঁকিসমূহ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখার পাশাপাশি নিজস্ব দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি ও বজায় রাখার প্রয়াস চালাতে হয়। ২০১৮ সালের ৩রা জুন প্রণীত কর্পোরেট পরিচালনা বিধির ৫(৭) শর্ত মোতাবেক অডিট কমিটির কার্যক্রমসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত একটি পৃথক প্রতিবেদন এই প্রতিবেদনের ১২৬নং পৃষ্ঠায় সংযোজন করা হয়েছে।

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি)

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি নিয়োগ করা হয়। এনআরসি তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত, এর মধ্যে ২ (দুই) জন স্বতন্ত্র পরিচালক এবং বাকী সদস্য হলেন মনোনীত পরিচালক।

সুস্পষ্ট টার্মস অব রেফারেন্সের আলোকে মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) গঠিত হয়েছে। পরিচালক ও সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাগণের যোগ্যতা, ইতিবাচক দিকসমূহ, অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা নির্ধারণের জন্য মনোনয়নের মানদন্ড বা নীতিমালার পাশাপাশি পরিচালক ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের সম্মানীর বিষয়টি বিবেচনার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এনআরসি পরিচালকমণ্ডলীকে সহায়তা করে থাকে। মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) সর্বাধিক কার্যকরভাবে এর কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্ততঃপক্ষে বছরে একবার এর সভা নিজস্ব কার্যক্রম এবং টার্মস অব রেফারেন্স পর্যালোচনা করে থাকে। পাশাপাশি পরিচালকমণ্ডলীর জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন ধরনের হালনাগাদ তথ্য বা বিষয় বোর্ডের অনুমোদনের জন্য এনআরসি সুপারিশ করে। ২০১৮ সালের ৩রা জুন প্রণীত কর্পোরেট পরিচালনা বিধির ৬.৫ (সি) শর্ত অনুযায়ী এই রিপোর্টের ১২৭নং পৃষ্ঠায় এনআরসি'র নীতিমালা উল্লেখ করা হয়েছে।

কোম্পানির চেয়ারপারসন এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর/সিইও ভিন্ন ব্যক্তিদ্বয়

কর্পোরেট পরিচালনা সংক্রান্ত ১(৪) নং বিধি পরিপালন জোরদার করার লক্ষ্যে পরিচালক-মণ্ডলীর সভাপতি এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি যাঁরা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে থাকেন। একটি তালিকাভুক্ত কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এবং/অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অন্য একটি

তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে একই পদে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। বোর্ডের সদস্যগণ যাতে তাঁদের দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে এবং যথাযথভাবে পালন করতে পারেন সে লক্ষ্যে তাঁদের সামগ্রিকভাবে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর মাঝে সুষমতা বজায় রাখা আবশ্যক। পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি একজন অনির্বাহী পরিচালক, অন্যদিকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও একজন নির্বাহী পরিচালক। কোম্পানির মেমোরেন্ডাম এবং সংঘবিধির পাশাপাশি অন্যান্য কার্যকর আইন অনুযায়ী পরিচালকমণ্ডলীর কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বোর্ডের সভাপতি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

সভাপতির ভূমিকা

কোম্পানির অনির্বাহী পরিচালকদের মাঝ থেকে পরিচালকমণ্ডলী বা বোর্ড কর্তৃক পরিচালক-মণ্ডলীর সভাপতি নির্বাচিত হবেন। কোন একটি নির্দিষ্ট বোর্ড সভায় সভাপতির অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাকী সদস্যগণ তাদের মধ্যস্থ অনির্বাহী পরিচালকদের মাঝ থেকে একজনকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন: সভার কার্যবিবরণীতে নিয়মিত সভাপতির অনুপস্থিতির কারণ যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে। এই ভূমিকার উদ্দেশ্য হলো পরিচালকমণ্ডলীকে চৌকষ করে তোলার পাশাপাশি পরিচালনা প্রক্রিয়াকে উন্নত ও সর্বোচ্চ কার্যকর করার লক্ষ্যে বোর্ড-কক্ষে গুণগত মানসম্পন্ন পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে ব্যক্তিগত দায়ভার বহন করা এবং এর মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারগণের সম্পদসমূহ সুরক্ষার পাশাপাশি তাদের বিনিয়োগ হতে সন্তোষজনক মুনাফাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা। সভাপতির বিভিন্ন ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল:

- বিএসইসি কর্পোরেট পরিচালনা বিধির নির্দেশনা অনুযায়ী সভাপতির দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়।
- বোর্ড সভা এবং স্বতন্ত্র পরিচালকগণের নির্বাহী কার্যক্রম তদারকির পাশাপাশি বোর্ডের কার্যক্রমের আয়োজন ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করা।
- সভাপতি কোম্পানির মেমোরেন্ডাম এবং সংঘবিধির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনানুযায়ী পরিচালকমণ্ডলীর কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করেন।
- কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের দক্ষতা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা।
- সকল সংবিধিবদ্ধ ও আইনগত বিষয়াদি কঠোরভাবে পরিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করা।
- ব্যবসায়ের সকল পর্যায়ে লিন্ডের অভ্যন্তরীণ বিধি-বিধান পরিপালন নিশ্চিত করা।
- পরিচালকমণ্ডলী, বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, ক্লাস্টার ও কান্ট্রি লিডারশিপ টিম, আঞ্চলিক পার্টনারসমূহ, ইন-কান্ট্রি টিমসমূহ, শিল্প ও আইনী সংস্থাসমূহসহ বিভিন্ন বহিঃস্থ প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও সিইও এর ভূমিকা

পরিচালকবৃন্দ যেমনটি উপযুক্ত মনে করেন তেমন সময় এবং শর্তসাপেক্ষে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও নিয়োগ প্রদান করবেন। এ ভূমিকার উদ্দেশ্য হল লিন্ডে ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জন করা, ব্যবসায়ের নতুন সুযোগসমূহ চিহ্নিত করা, সংস্থায় অভ্যন্তরীণভাবে সুষম বিন্যাস নিশ্চিত করা এবং স্থিরকৃত লক্ষ্যের আলোকে কোম্পানিতে সর্বোত্তম শিল্প চর্চাসমূহ বাস্তবায়ন করা। পরিচালকমণ্ডলী, বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, ক্লাস্টার ও কান্ট্রি লিডারশিপ টিম, ফাংশানাল প্রধানগণ, আঞ্চলিক পার্টনারসমূহ, ইন-কান্ট্রি টিমসমূহ, শিল্প ও আইনী সংস্থাসমূহসহ বিভিন্ন বহিঃস্থ প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিবিড়ভাবে কাজ করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এর বিভিন্ন ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল:

- কোম্পানির সার্বিক আর্থিক এবং আর্থিক নয় এমন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা (মুনাফা এবং ক্ষতি ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা, গুণগতমান, সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পরিপালন, কেপিআই ও ডিএসও বিষয়ক গ্রাহক সেবা, ইত্যাদি)।
- বিক্রয়, বিপণন, স্থানীয় পণ্য ব্যবস্থাপনা, মূল্য নির্ধারণ, ট্রেড-মার্ক, ব্র্যান্ডিং ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পরিপালনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসায়ের সার্বিক নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করা।
- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় সংক্রান্ত গুণগত ও পরিমাণগত দক্ষতাসূচকসমূহের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা।
- স্থানীয় বাজারের বিদ্যমান ধারা, ভেল্যু চেইন, কাস্টমার সেগমেন্টসমূহ এবং বিপণন খাতের আওতায় বিদ্যমান প্রতিযোগীগণের বিষয়ে সুগভীর ও সম্যক ধারণা অর্জন করার পাশাপাশি কোম্পানির ব্যবসায় কৌশলসমূহে এ বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা।
- টিমের আওতায় ব্যবসায় ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাংগঠনিক ও পরম্পরা বিষয়ক পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা।
- ব্যবসায়ের সকল পর্যায়ে লিন্ডের অভ্যন্তরীণ বিধি-বিধান পরিপালন নিশ্চিত করা।

প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও) এর ভূমিকা

পরিচালকবৃন্দ যেমনটি উপযুক্ত মনে করেন তেমন সময়, সম্মানী এবং শর্তসাপেক্ষে কোম্পানির প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও) নিয়োগ প্রদান করবেন এবং এরূপভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন প্রধান অর্থ কর্মকর্তা উক্ত পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক অপসারিত হতে পারেন। বিএসইসি কর্তৃক প্রণীত কর্পোরেট পরিচালনা বিধির ৩ নং বিধি অনুযায়ী কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান অর্থ কর্মকর্তা অন্য কোন কোম্পানিতে একই সময়ে কোন নির্বাহী পদে থাকতে পারবেন না। কোন কোম্পানির প্রধান অর্থ কর্মকর্তা ব্যবসায় পরিকল্পনা, বাজেট প্রণয়ন, ফোরকাস্টিং বা ব্যবসায় সংক্রান্ত পূর্বাভাস প্রদান, ঝুঁকি এবং কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি ব্যবসায় সংক্রান্ত সমঝোতামূলক আলাপ-আলোচনা বা নেগোসিয়েশনসহ কোম্পানির সকল আর্থিক কার্যক্রমে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কোম্পানির স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে কোম্পানির সার্বিক আর্থিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করার দায়িত্বও প্রধান অর্থ কর্মকর্তার উপর বর্তায়। প্রধান অর্থ কর্মকর্তার ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হল:

- আর্থিক নীতিমালাসমূহ প্রণয়ন ও কার্যকর করার পাশাপাশি কোম্পানিতে সর্বোত্তম আর্থিক চর্চাসমূহ চালু করা।
- বছরব্যাপী নগদ অর্থের সুষ্ঠু প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে কৌশল প্রণয়ন করা।
- কোম্পানির সকল আইন ও বিধি-বিধান, সংবিধিবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহ, কোম্পানি আইনসমূহ, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ আইনসমূহ পুরোপুরি পরিপালন নিশ্চিত করা।
- শেয়ার ও অর্থ বিভাগকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি তাদের কর্মকান্ড মনিটর করা এবং শেয়ারহোল্ডারগণকে যথাযথ সেবা প্রদান করা।
- অর্থ বিষয়ক বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করার পাশাপাশি বোর্ড সদস্যগণকে অর্থ সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্পর্কে অবগত করা।
- বাজেট প্রস্তুত প্রক্রিয়া পরিচালনা করার পাশাপাশি তা চূড়ান্ত করা।
- বিবিধ অর্থ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মানসম্পন্ন ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া চালু করার পাশাপাশি মানসম্পন্ন কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতির প্রচলন করা।
- সংগঠনব্যাপী ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে আর্থিক শৃংখলা বজায় রাখার সংস্কৃতি সৃষ্টি করা।
- বোর্ড এবং কান্ট্রি লিডারশীপ টিমের নিকট অর্থ বিষয়ক তথ্যাদি উপস্থাপন করা।
- ট্রেজারি ও ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত ঝুঁকিসহ গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ঝুঁকিসমূহের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি সময় বোর্ডকে উক্ত বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা।
- কোম্পানির আর্থিক নীতিমালা ও এ্যাকাউন্টিং চর্চাসমূহের পাশাপাশি প্রতিবেদন প্রেরণ পদ্ধতি প্রণয়ন করা ও তা কার্যকর করা।
- বাণিজ্যিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন ধরনের চুক্তি ও কর প্রদান বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস চালানো।

কোম্পানি সচিবের ভূমিকা

পরিচালকবৃন্দ যেমনটি উপযুক্ত মনে করেন তেমন সময়, সম্মানী এবং শর্তসাপেক্ষে কোম্পানি সেক্রেটারী নিয়োগ প্রদান করবেন এবং এরূপভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন কোম্পানি সেক্রেটারি উক্ত পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক অপসারিত হতে পারেন। এই পদের লক্ষ্য হল কোম্পানির স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য আইনগত ও সংবিধিবদ্ধ শর্তাবলী পরিপালনসহ কোম্পানির কার্যক্রম সম্বন্ধে কোম্পানির পরিচালকবৃন্দকে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা। বিএসইসি কর্তৃক প্রণীত কর্পোরেট পরিচালনা বিধির ৩ নং শর্ত অনুযায়ী কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন পূর্ণকালীন কোম্পানি সেক্রেটারি অন্য কোন কোম্পানিতে একই সময়ে কোন নির্বাহী পদে থাকতে পারবেন না। পরিচালকমণ্ডলী, বিভিন্ন কমিটির সদস্যবৃন্দ,

শেয়ারহোল্ডারগণ, আইনী কর্তৃপক্ষসমূহ এবং কোম্পানির কর্মসংশ্লিষ্ট প্রধানগণের সাথে কোম্পানি সেক্রেটারি নিবিড়ভাবে কাজ করেন।

কোন কোম্পানি এবং এর পরিচালকবৃন্দ উভয়ই কোম্পানি আইন যথাযথভাবে পরিপালন করছেন কিনা তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোম্পানি সেক্রেটারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কোম্পানি সেক্রেটারি বোর্ড সভাসমূহ আয়োজন করেন এবং সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (বিসিএসবি)-এর বিধি-বিধান অনুযায়ী ইন্টারন্যাশনাল সেক্রেটেরিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (আইসিএসবি) উক্ত সভাসমূহের কার্যবিবরণীর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নথি ও রেকর্ড সংরক্ষণ করার দায়িত্ব পালন করেন এবং এক্ষেত্রে তিনি উক্ত বিধিসমূহ ততটা অনুসরণ করেন যতদুর উক্ত বিধিসমূহের কোন শর্তের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং কোম্পানির মেমোরেন্ডাম ও সংঘবিধিতে উল্লিখিত বিধি-বিধান, কোম্পানি আইন ১৯৯৪, প্রযোজ্য কার্যকর বিধি-বিধান, কর্পোরেট পরিচালনা বিষয়ক বিএসইসি কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ, এক্সচেঞ্জসমূহের তালিকাভুক্তকরণ বিষয়ক বিধি-বিধান এবং অন্যান্য সাধারণভাবে গৃহীত কর্পোরেট পর্যায়ের সর্বোত্তম চর্চাসমসূহের কর্তৃক নির্দেশিত।

পরিচালনা কর্মকর্তা হিসেবে কোম্পানি সেক্রেটারী কর্পোরেট বিধি-বিধান পরিপালনের বিষয়টি তদারকি করার পাশাপাশি বোর্ডের কার্যকর কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সভাপতি, বোর্ডের অন্যান্য সদস্য ও ব্যবস্থাপনা পরিচালককে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকেন। কোম্পানি সেক্রেটারী সকল বোর্ড ও কমিটি সভাসমূহের আয়োজন করেন ও উক্ত সভাসমূহে উপস্থিত থাকেন এবং সকল বিষয়ের আলোচনাসমূহ যাতে যথাযথভাবে কার্যবিবরণীভুক্ত করা হয়, সিদ্ধান্তসমূহ রেকর্ড করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অবগতকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর যথাযথভাবে প্রচার করা হয় তা নিশ্চিত করেন। কোম্পানির সেক্রেটারীর ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হল:

- বিভিন্ন সভার আলোচ্যসূচী প্রস্তুত করাসহ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম), অসাধারণ সাধারণ সভা (ইজিএম) আহ্বান ও আয়োজন করা, সভার কার্যবিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা, গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সকলকে অবগত করা।
- পরিচালকমন্ডলী, অডিট কমিটি, ইত্যাদির মতো বিভিন্ন কমিটি ও কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষসমূহকে সহায়তা প্রদান করা।
- নির্দেশ মোতাবেক প্রক্রিয়াগত/প্রশাসনিক ব্যবস্থাসমূহ কার্যকর করা।
- বিভিন্ন সভার পূর্বে ও পরে প্রচার ও যোগাযোগ বজায় রাখা।
- বিভিন্ন নীতিমালা যাতে হালনাগাদকৃত থাকে, অনুমোদিত থাকে এবং কোম্পানির সদস্যগণ যাতে এসব নীতিমালার প্রয়োগ সম্বন্ধে অবগত থাকেন তা নিশ্চিত করা।
- বোর্ড পরিচালকদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।
- কোম্পানির বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা ও নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।
- বিভিন্ন সভার সময় ও সভার বাইরে আইনগত ও আর্থিক পরামর্শ প্রদান করা।
- সকল সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান এবং প্রতিবেদন প্রদান কঠোরভাবে পরিপালন নিশ্চিত করা।
- কোম্পানি আইনের হালনাগাদ তথ্যাদি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অবগত করা।
- শেয়ারহোল্ডারগণের রেজিস্টার হালনাগাদ রাখার পাশাপাশি কোম্পানির পক্ষ হতে তাদের সাথে লিয়াজোঁ বা যোগাযোগ বজায় রাখা।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স বিভাগের (এইচআইএসি) প্রধানের ভূমিকা

দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের (আরএসই) লিন্ডে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে নিয়মিত বিরতিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও এর কার্যকারিতার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি কোম্পানির সকল কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। তারা কার্যক্রম পরিচালনা, বিতরণ কার্যক্রম, বিক্রয় বিপণন, অর্থায়ন, টেজারি ব্যবস্থা, তথ্য সেবার মত কোম্পানির সকল কার্যক্রম সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকগণ কোম্পানির বিভিন্ন নিয়মিত কার্যক্রম ও আইনগত ব্যবস্থাদির দুর্বলতা ও তা পরিপালনে অপারগতার বিষয়ে তাদের পর্যবেক্ষণভিত্তিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স বিভাগের প্রধান অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখায় দায়বদ্ধ এবং হিসাবরক্ষণ ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিদ্যমান বিচ্যুতির বিষয়ে অডিট কমিটির নিকট প্রতিবেদন প্রদান করে থাকেন। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকবৃন্দ কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে ও কার্যক্রমে ব্যাপক নিরীক্ষা পরিচালনা করে এবং উক্ত নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি বিএসইসি নির্দেশনা অনুসারে যথাযথ মূল্যায়নের জন্য বোর্ডের অডিট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।

কোম্পানির ভাবমূর্তি উন্নত করার পাশাপাশি সংস্থার কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স কমিটির (এইচআইএসি) প্রধান গ্রুপব্যাপী স্বাধীন, নিরপেক্ষ নিশ্চয়তা ও পরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কান্ট্রি পর্যায়ের অডিট কমিটির শর্তাবলী পূর্ণ করা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কান্ট্রি প্রধানের দায়িত্ব এবং এটি স্থানীয় পর্যায়ের কান্ট্রি কোম্পানি আইনের একটি বিধান। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশ অনুসৃত আন্তর্জাতিক অর্থ বিষয়ক প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত বিধিসমূহে (আইএফআরএস) উল্লিখিত আইন পরিপালনসহ আইনগত কাঠামোর আওতায় এর আর্থিক বিবরণীসমূহের প্রাসঙ্গিক অত্যাবশ্যকীয় দিকসমূহ প্রকাশ করেছে। এছাড়া আপনাদের কোম্পানি আইনী কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি কোম্পানির সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহের নিকট প্রেরণ করতে হয়, এমন সকল প্রতিবেদন/বিবরণীসমূহ নিয়মিতভাবে উপস্থাপন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পরিপালন (কমপ্লায়েন্স)/(এইচআইএসি) বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল:

- অডিট কমিটির সদস্যগণের নিকট প্রকল্পের অবস্থা সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা।
- চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ, সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ, প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা এবং এসব বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতামত সম্বন্ধে অবহিত করা।
- প্রাপ্ত তথ্যাদির গুরুত্বের পাশাপাশি এটি কীভাবে সংশ্লিষ্ট দেশের আর্থিক সাফল্যকে প্রভাবিত করে তা বর্ণনা করা।
- তথ্যানুসন্ধান এবং তার ফলাফল সম্পর্কিত হালনাগাদ করা।
- অডিট কমিটির সভায় উত্থাপিত বা সভাপতি কর্তৃক অনুরোধকৃত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিষয়ক সকল ধরনের প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত রাখা।
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের দ্বারা সম্পাদিত কাজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সন্তুষ্টি অর্জন নিশ্চিত করা।
- কান্ট্রি কার্যক্রম এবং ব্যবসায় মডেলসমূহের ব্যাপারে পর্যাপ্ত ধারণা অর্জন করা।
- সুন্দর কর্ম সম্পর্ক তৈরির লক্ষ্যে কান্ট্রি লীডারশীপের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।
- কোম্পানিতে চিহ্নিত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বহিঃস্থ নিরীক্ষকগণের সাথে আলোচনা করা।
- বার্ষিক ঝুঁকি মূল্যায়ন পরিচালনা করা এবং নিরীক্ষা প্রধানের নিকট প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রেরণ করা যাতে ঝুঁকি নির্ভর নিরীক্ষা পরিকল্পনাসমূহে উক্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা যায়।
- গৃহীত নিরীক্ষা পরিকল্পনাসমূহ যাতে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের প্রেরণ করা হয় তা নিশ্চিত করা।

বার্ষিক সাধারণ সভা

শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় সংঘবিধি কর্তৃক অনুমোদিত তাদের অধিকার প্রয়োগ করেন। একজন শেয়ারহোল্ডার এশটি শেয়ারের বিপরীতে একটি ভোট দিতে পারেন।

প্রতিটি পরবর্তী আর্থিক বছরের প্রথম ৬ (ছয়) মাস সময়সীমায় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কোম্পানি আইন কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক প্রতিবেদন ও দলিলাদির সাথে বার্ষিক সাধারণ সভা/অসাধারণ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি সভা আয়োজনের ১৪ দিবস, যেরূপ যথাযথ সেরূপ, পূর্বে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট প্রেরণ করতে হয়।

যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডার বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারেন না, তারা কোম্পানিরই আরেক প্রতিনিধির মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। প্রক্সি বা প্রতিনিধিত্ব ফর্ম সঠিকভাবে পূর্ণ করে সভা অনুষ্ঠানের ৭২ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানির কর্পোরেট কার্যালয়ে জমা দিতে হয়।

কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা অনুসরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা অনুসরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/প্রশাঃ/৮০,তারিখ ৩রা জুন ২০১৮ অনুযায়ী সংযুক্তি থেকে সি-তে কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা অনুসরণ বিষয়ক প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে।

কর্পোরেট এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান কাঠামো

- কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহে কোম্পানির কর্মকান্ডের চিত্র, এর কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ অর্থ প্রবাহ ও ইক্যুইটির পরিবর্তন বিষয়ে স্বচ্ছতাপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করা হয়।
- কোম্পানির যথাযথ হিসাবরক্ষণ বহি সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্নভাবে হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং যৌক্তিক ও বিচক্ষণ বিবেচনার উপর ভিত্তি করে হিসাব সংক্রান্ত প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হয়েছে।
- আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক হিসাবরক্ষণ বিধি (আইএএস), আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত বিধি (আইএফআরএস), বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, অনুসরণ করা হয়েছে।
- কোম্পানি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা চালু করেছে যার মাধ্যমে আর্থিক বিবরণীতে বড় ধরনের ভুল উপস্থাপনা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যৌক্তিক নিশ্চয়তা প্রদান সম্ভব হয়েছে। গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের অবস্থা সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও অডিট কমিটিকে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা হয়।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

কোম্পানির সকল কার্যক্রমে সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়।

গ্রুপ অভ্যন্তরীণ অডিট টিম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ততা মূল্যায়নের লক্ষ্যে নিরীক্ষা পরিচালনা করে থাকেন। এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং পরবর্তীতে গৃহীত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার বিষয়ে অডিট কমিটির নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। একাউন্টস পেয়েবল-এর স্থানান্তরের মাধ্যমে ফিন্যান্সিয়াল একাউন্টিং-এর সকল মডিউল ম্যানিলাস্থ লিন্ডে গ্লোবাল সার্ভিসেস-এ (এলজিএসএম) স্থানান্তর করা হয়। এই নতুন অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় কান্ট্রি ফিন্যান্স কর্তৃপক্ষ সোর্স ডাটা ফিন্যান্সিয়াল একাউন্টিং প্রস্তুতের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এলজিএসএম ডাটা এডিটিং, ভেরিফাইং এবং প্রসেসিং-এর দায়িত্ব পালন করে থাকে। এলজিএমএস কর্তৃক পরিশোধের নিমিত্তে কোন বিল প্রসেস করার পর কান্ট্রি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ডিওএ (DOA) অনুযায়ী এইচএসবিসি চেকসমূহ অনুমোদন করেন; এক্ষেত্রে তা ইলেকট্রনিক্যালি অথবা ম্যানুয়ালি করা হয়। এলজিএসএম কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় জরুরী প্রয়োজনে ইন-হাউজ চেক প্রদান করা হয়। কান্ট্রি ফিন্যান্স কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত ডাটার মালিকানা বজায় থাকে। কান্ট্রি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর তথ্য যোগানের দায়িত্ব বর্তায়। জেনারেল লেজার একাউন্ট, একাউন্টস রিসিভেবল, একাউন্টস পেয়েবল এবং ব্যাংক একাউন্ট রিকনসিলিয়েশন সমূহের ব্যাপারে এলজিএসএম দায়বদ্ধ।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

লিন্ডে গ্রুপের দক্ষিণ এবং পূর্ব এশিয়া অঞ্চল-এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কোম্পানির সকল কার্যক্রমের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা ও কার্যকারিতার বিষয়ে নিয়মিত বিরতিতে নিরীক্ষা পরিচালনা করে। অপারেশন, ডিস্ট্রিবিউশন, সেলস্ এবং মার্কেটিং, ফাইনান্স এবং ইনফরমেশন সার্ভিসেস, ট্রেজারি সিস্টেম এবং ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং সংক্রান্ত ব্যাপারেও উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক কোন ধরনের দুর্বলতা এবং কোম্পানির বিভিন্ন চর্চা ও সংবিধিবদ্ধ নিয়মকানুন লংঘনের বিষয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। প্রতিটি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে মূল ঘটনা বা তথ্যসমূহ, দুর্বলতা ও এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। প্রতিটি পর্যবেক্ষণের জন্য একজন প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (DRI) থাকেন এবং সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না হওয়া অবধি গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক এ ব্যাপারে খোঁজখবর (ফলো-আপ) রাখেন। অডিট কমিটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে। লিন্ডে গ্রুপের নির্দেশনার আলোকে এ পদ্ধতিসমূহ প্রতিনিয়ত কোম্পানি কর্তৃক হালনাগাদকৃত ও গৃহীত হচ্ছে। গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক ও সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক এবং পরিচালকমন্ডলী এই পদ্ধতিসমূহের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে থাকেন। বড় ধরনের ব্যবসায়িক ঝুঁকি চিহ্নিত করার লক্ষ্যে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ঝুঁকি নির্ধারণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন এবং সে অনুযায়ী ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। অডিট কমিটি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম মনিটর করার ক্ষেত্রে বোর্ডকে সহায়তা প্রদান করেন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে কাজ করেন।

সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা

কোম্পানি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (বিএফআরএস) এর আলোকে এর বার্ষিক, আর্থিক বিবরণীসমূহের পাশাপাশি অন্তবর্তীকালীন আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত ও প্রকাশ করে থাকে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বার্ষিক এবং সাময়িক আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয় এবং অডিট কমিটি তা পর্যালোচনা করে থাকেন। আইসিএবি কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ অডিট স্ট্যান্ডার্ড এর আলোকে স্ট্যাটুটরি বা সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা করে থাকেন। উক্ত আইনসমূহের আওতায় শেয়ারহোল্ডারগণ প্রতি বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) নিরীক্ষকগণকে নিয়োগ দিয়ে থাকেন এবং একই বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিরীক্ষকবৃন্দের সম্মানী নির্ধারণ করা হয়। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্পোরেট পরিচালন ব্যবস্থার সর্বোত্তম চর্চাসমূহের আলোকে এ সংক্রান্ত যথাযথ কাঠামো বিদ্যমান। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) বিধিবিধান মোতাবেক প্রতি তিন বছর অন্তর সংবিধিবদ্ধ ও নিরীক্ষক পরিবর্তন করা হয়। নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে আগাম ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের জন্য পুরো ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা। অডিট কমিটি বার্ষিক এবং সাময়িক আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রকাশ করার পূর্বে পরিচালকমন্ডলীকে বিস্তারিতভাবে এ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য প্রদান করেন।

কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা

২০১৮ সালের ৩রা জুন প্রণীত বিএসইসি কর্তৃক জারিকৃত কর্পোরেট পরিচালন বিধি নং ৯ (১) এর আওতায় কোম্পানির কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত নিরীক্ষা পরিচালিত হয়ে থাকে, যেখানে উল্লেখ থাকে যে, কর্পোরেট পরিচালন বিধি অনুযায়ী যিনি কমপ্লায়েন্স সনদ প্রদান করবেন তিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। কোম্পানি একজন দায়িত্বরত পেশাদার একাউন্ট্যান্ট অথবা সেক্রেটারি (চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট বা কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারি), যিনি কোম্পানি কর্তৃক নিয়োগকৃত সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক বা নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান নন, তার নিকট থেকে কমিশনের কর্পোরেট পরিচালন বিধির শর্তসমূহ পরিপালন সংক্রান্ত বাৎসরিক একটি সনদ গ্রহণ করবে এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে উক্ত সনদ প্রকাশ করা হবে। সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লাইসেন্সধারী দায়িত্বরত পেশাদার ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে কমপ্লায়েন্স সনদ গ্রহণ করা হয়, যিনি এই মর্মে প্রত্যয়ন করেন যে, কোম্পানি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রণীত সকল বিধি-বিধানের শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করেছে। এই প্রতিবেদনের ১১১ নং পৃষ্ঠায় উক্ত কমপ্লায়েন্স সনদ প্রকাশ করা হয়েছে।

আর্থিক বিবরণীসমূহের বিষয়ে সিইও এবং সিএফও এর ঘোষণা

বিএসইসি এর কর্পোরেট পরিচালন বিধি মোতাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এবং প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও)-এর যথাযথ কর্মনিষ্ঠার বিষয়ে একটি পৃথক বিবরণী এই প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট 'ক' এর পৃষ্ঠা নং ১১০-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ

২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের মোট সংখ্যা ছিল ২৯৬ (২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ছিল ৩০৫)। পর্যালোচনাধীন বছরে কোম্পানি বেতন ও পারিশ্রমিক বাবদ ৪৯৫ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করে (২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এ বাবদ পরিশোধিত টাকার পরিমাণ ৫১০ মিলিয়ন টাকা)। এক্ষেত্রে কোম্পানি গৃহীত কৌশল হল সবচেয়ে যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কোম্পানিতে নিয়ে আসা, তাদের গড়ে তোলা ও তাদের পদোন্নতি প্রদান করা এবং কোম্পানির প্রতি দীর্ঘমেয়াদী বিশ্বস্ততা তৈরি করা, যা হল কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। জনবল উন্নয়নের লক্ষ্যে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গকে সুস্থ থাকায় সহায়তা করে এবং তারা কোম্পানির জন্য দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে ঝুঁকির সম্মুখীন হন সে ঝুঁকি হতে তাদের সুরক্ষা প্রদান করে।

বিদ্যমান আইন অনুসরণ

কোম্পানি আইনের বিভিন্ন বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং ব্যবসায়িক চর্চায় ঐ সমস্ত আইন-কানুন মেনে চলে। কোম্পানিতে কর্মরত প্রতিটি ব্যক্তিকে তারা যে দায়িত্ব পালন করেন সে দায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনের বিধি-বিধান সম্বন্ধে অবশ্যই জানতে হয়। কোম্পানির পরিচালকমন্ডলী আইনের সকল বিধি-বিধান সময়মত অনুসরণ নিশ্চিত করেন। আইন লংঘনের কোন ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

নৈতিকতা সংক্রান্ত বিধিমালা (Code of Ethics)

কোম্পানির সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে নৈতিকতা সংক্রান্ত বিধিমালা গঠন করা হয়েছে। কোম্পানিতে কর্মরত প্রতিটি ব্যক্তিকে তারা যে দায়িত্ব পালন করেন সে দায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধান সম্বন্ধে অবশ্যই জানতে হয়। কোড-এ উল্লিখিত বিধিসমূহ কোম্পানি সক্রিয়ভাবে মনিটর করে। নৈতিকতা সংক্রান্ত বিধিমালার মধ্যে রয়েছে:

- নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- গ্রাহক, সরবরাহকারী ও বাজারসমূহ নিয়ে কাজ করা
- শেয়ারহাল্ডারগণের সাথে কাজ করা
- কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সাথে আচার-ব্যবহার
- জনগণের সাথে আচার-ব্যবহার

কর্পোরেট ওয়েবসাইট

কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত দায়িত্বের আওতায় কোম্পানির একটি তথ্যমূলক ওয়েবসাইট গঠন করেছে, যেখানে শেয়ারহোল্ডার, কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহের মতো আগ্রহী গ্রুপের জন্য কোম্পানি সংক্রান্ত জনগণের জন্য উন্মুক্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

কোম্পানি ওয়েবসাইটে যেসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা নিচে উল্লেখ করা হল:

- বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ
- সাময়িক আর্থিক বিবরণীসমূহ
- মূল্য সংবেদনশীল তথ্য
- বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন, ইত্যাদি।

কোম্পানি ওয়েবসাইটের লিংক: www.linde.com.bd.

পরিচালকগণের দায়িত্বসমূহের বিবরণী

আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত রেকর্ডসমূহ

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালকবৃন্দ প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী ২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও এর আর্থিক বিবরণীসমূহ অনুমোদনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

আন্তর্জাতিক একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IAS), আন্তর্জাতিক ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IFRSs), কোম্পানিজ এ্যাক্ট ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ রুলস ১৯৮৭ ঢাকা ও চট্টগ্রাম এক্সচেঞ্জের বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালকবৃন্দকে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করতে হয়। কোম্পানি আইনের অধীনে পরিচালকবৃন্দ অবশ্যই কোম্পানির হিসাবাদি অনুমোদন করবে না, যদি না তারা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আর্থিক বিবরণী কোম্পানির আলোচ্য বছরের কার্যক্রম ও এর মুনাফা ও ক্ষতির অবস্থার একটি প্রকৃত ও স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরে।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিবরণীসমূহের প্রস্তুতি ও সুষ্ঠু উপস্থাপনার ব্যাপারে আইনগতভাবে দায়বদ্ধ; লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি আর্থিক অবস্থার বিবরণী, লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী, ইক্যুইটির পরিবর্তনের বিবরণী ও আলোচ্য সমাপ্ত বছরের নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণী এবং লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ ও অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক টীকাসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং সংশ্লিষ্ট সংক্ষেপিত আর্থিক বিবরণীসমূহ নিয়ে উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ গঠিত।

আমরা যতদূর অবগত রয়েছি, এবং প্রযোজ্য প্রতিবেদন প্রস্তুত নীতি অনুযায়ী, কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহসহ আর্থিক বিবরণীসমূহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রস্তুত এবং উপস্থাপন করা হয়েছে:

- এই বিবরণীসমূহতে বাস্তবিকভাবে অসত্য কোন তথ্য নেই অথবা এ থেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ দেওয়া হয়নি অথবা বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে এরকম কোন তথ্য নেই।
- এই বিবরণীসমূহ একত্রিতভাবে কোম্পানির সামগ্রিক কার্যক্রমের অবস্থা সম্পর্কে একটি সত্য ও স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরে এবং তা বিদ্যমান হিসাবরক্ষণ বিধিমালা ও প্রযোজ্য আইনসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
- আলোচ্য বছরে কোম্পানি কর্তৃক এমন কোন লেনদেন করা হয়নি যা প্রতারণামূলক, বে-আইনী অথবা কোম্পানির আচরণবিধির পরিপন্থী।

কোম্পানির নিরীক্ষকবৃন্দ পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক নিশ্চিত হয়ে আর্থিক বিবরণীসমূহের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল আর্থিক রেকর্ডসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ১২৮ থেকে ১৩৩ পৃষ্ঠায় তাঁদের উপস্থাপিত প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে
২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০

আইয়ুব কাদরী
পরিচালক ও সভাপতি

সুজিত কুমার পাই
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অডিট কমিটির প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রজ্ঞাপনে উত্থাপিত সুপারিশ অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক অডিট কমিটি নিয়োগ প্রদান করা হয়। অডিট কমিটি কোম্পানি সুশাসন নিশ্চিত করে এবং এটি বোর্ডের একটি উপ-কমিটি। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের অডিট কমিটিতে তিনজন সদস্য রয়েছেন; এদের মধ্যে দুইজন স্বতন্ত্র পরিচালক এবং বাকী একজন অনির্বাহী পরিচালক। উক্ত কমিটির সভায় আমন্ত্রিত হয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং চীফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার যোগদান করেন।

অডিট কমিটির গঠন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রজ্ঞাপনে উত্থাপিত সুপারিশ অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক অডিট কমিটির শর্তাবলী (Terms of Reference) নির্ধারণ করা হয়েছে। কমিটির বিদ্যমান সদস্যগণ নিম্নরূপ:

মিস রূপালী এইচ চৌধুরী	চেয়ারপারসন, স্বতন্ত্র পরিচালক
জনাব মলয় ব্যানার্জী	সদস্য, অনির্বাহী পরিচালক
জনাব তানজিব-উল আলম	সদস্য, স্বতন্ত্র পরিচালক
জনাব আবু মোহাম্মদ নিছার	সচিব

পর্যালোচনাধীন বছরে অডিট কমিটির ৪ (চার) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকল সভায় অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক, কমিটির নিকট তথ্য উপস্থাপন করেন। উক্ত উপস্থাপনের মধ্যে ছিল অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিকল্পনা, আলোচ্য বছরে পরিচালিত নিরীক্ষা সংখ্যা, নিরীক্ষা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণসমূহ, নিরীক্ষা বিষয়ক সুপারিশসমূহ এবং এ সকল সুপারিশ বাস্তবায়নের পর্যায়। অডিট কমিটি সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা কার্যক্রম ও এক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের জন্য তাদের সুপারিশসমূহের বিষয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ নিয়ে বহিঃস্থ নিরীক্ষকের সাথেও সভায় মিলিত হন। কমিটি নিম্নলিখিত সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলোর আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করেছেন: (ক) বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড (খ) বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড।

অডিট কমিটির ভূমিকা

অডিট কমিটির টার্মস অব রেফারেন্স-এর আওতায় কোম্পানির যেকোন কার্যক্রম তদন্ত করে দেখার বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর তদারকিমূলক দায়িত্বের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হয়। অডিট কমিটি টার্মস অব রেফারেন্স অনুযায়ী এর উপর আরোপিত কার্যক্রম সমূহের বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রতিবেদন পেশ করে থাকে। অডিট কমিটির ভূমিকা নিম্নরূপ:

- উপস্থাপনা, তথ্য প্রকাশ ও উপাত্তের যথার্থতার বিচারে আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করা।
- অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ নিরীক্ষার কার্যকারিতা মনিটর ও পর্যালোচনা করা।
- কোম্পানির আর্থিক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা।
- কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা।
- নিয়ন্ত্রণমূলক ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের শর্তাবলী পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নৈতিক বিধি ও প্রক্রিয়াসমূহ পর্যালোচনা করা।
- অডিট কমিটির সনদ অনুযায়ী অন্য যেকোন কার্যক্রম।

সভা

কোম্পানি এ বছরে চারটি সভার আয়োজন করে। একজন স্বতন্ত্র পরিচালকসহ মোট দুজন পরিচালক ব্যতীত সভার কোরাম হবে না।

যদি কমিটি মনে করেন তবে, উক্ত কমিটির সভায় আমন্ত্রিত হয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, হেড অফ ফিন্যান্স এবং কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক যোগদান করবেন। বহিঃস্থ নিরীক্ষক সভায় যোগদান করেন এবং উক্ত সভায় অডিট ঝুঁকি, প্ল্যানিং এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। কোম্পানি সচিব অডিট কমিটিরও সচিব হিসেবে গণ্য হবে।

অডিট কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ

অডিট কমিটির সনদে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী অডিট কমিটি দায়িত্ব পালন করেন। অডিট কমিটি অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। অডিট কমিটি তাদের এ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রতিনিয়ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের পরামর্শ প্রদান করেন। অডিট কমিটির সদস্যরা যথাযথভাবে অবহিত করেন:

- বহিঃস্থ নিরীক্ষক হিসাবরক্ষণ নীতিমালা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণসমূহ, আইন ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃপক্ষের সংবিধিবদ্ধ বিধি-বিধানসমূহের পরিপালন, বাংলাদেশ হিসাবরক্ষণ বিধির পরিপালন এবং আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশের যথোপযুক্ততার বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করেন। উক্ত কমিটি নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদির পাশাপাশি এ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করেন।
- হেড অফ ফিন্যান্স পর্যালোচনাধীন বছরে কোম্পানির আর্থিক সাফল্য সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করেন।

প্রতিবেদন

বি এস ই সি কর্তৃক জারী করা কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড ২০১৮ এর শর্ত নং ৫.৬ (ক) অনুসারে, কমিটি জানায় যে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোন ঝুঁকি, অনাচার, অনিয়ম বা ম্যাটেরিয়াল ত্রুটি পাওয়া যায়নি। এছাড়াও আইন, নিয়ম এবং প্রবিধানে কোন লঙ্ঘন দেখা যায়নি।

যথোপযুক্ত যাচাই-বাছাইয়ের পর অডিট কমিটি এই মর্মে মতামত প্রদান করেন যে, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াসমূহ যথাস্থানে পর্যাপ্তভাবে বিদ্যমান, যা এই মর্মে যৌক্তিক নিশ্চয়তা প্রদান করে যে কোম্পানির সম্পদসমূহ সুরক্ষিত রয়েছে এবং কোম্পানির আর্থিক অবস্থার ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অডিট কমিটির পক্ষে,

রূপালী এইচ চৌধুরী
চেয়ারপারসন, অডিট কমিটি
ঢাকা, ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি নিয়োগ করা হয়। এনআরসি তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত, এর মধ্যে দুইজন স্বতন্ত্র পরিচালক এবং বাকী একজন সদস্য হলেন অনির্বাহী পরিচালক।

কর্পোরেট পরিচালনা বিধির ৬.৫ (সি) নং বিধি অনুযায়ী কোম্পানির মনোনয়ন ও সম্মানী বিষয়ক নীতিমালা এক নজরে এখানে উপস্থাপন করা হলো।

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি)

সুস্পষ্ট টার্মস অব রেফারেন্সের আলোকে মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) গঠিত হয়েছে। পরিচালক ও সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাগণের যোগ্যতা, ইতিবাচক দিকসমূহ, অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা নির্ধারণের জন্য মনোনয়নের মানদন্ড বা নীতিমালার পাশাপাশি পরিচালক ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের সম্মানীর বিষয়টি বিবেচনার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এনআরসি পরিচালকমণ্ডলীকে সহায়তা করে থাকে। মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) সর্বাধিক কার্যকরভাবে এর কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্ততঃপক্ষে বছরে একবার এর নিজস্ব কার্যক্রম এবং টার্মস অব রেফারেন্স পর্যালোচনা করে থাকে। পাশাপাশি পরিচালকমণ্ডলীর জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন ধরনের হালনাগাদ তথ্য বা বিষয় বোর্ডের অনুমোদনের জন্য এনআরসি সুপারিশ করে।

এনআরসি এর গঠন

পরিচালকমন্ডলী ন্যূনতম তিনজন স্বতন্ত্র সদস্য নিয়ে মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি গঠন করেছেন। এই সদস্যসমূহের মধ্যে দুইজন স্বতন্ত্র পরিচালক এবং কমিটির বাকি একজন সদস্য অনির্বাহী পরিচালক। কমিটির সদস্যগণ নিম্নরূপ:

মিস রূপালী এইচ চৌধুরী	চেয়ারপারসন, স্বতন্ত্র পরিচালক
জনাব মলয় ব্যানর্জী	সদস্য, অনির্বাহী পরিচালক
জনাব তানজিব-উল আলম	সদস্য, স্বতন্ত্র পরিচালক
জনাব আবু মোহাম্মদ নিছার	সচিব

মনোয়ন কমিটির দায়িত্বসমূহ

এ কমিটি হবে স্বাধীন এবং পরিচালকমন্ডলী ও শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন ও জবাবদিহি করবেন। উক্ত কমিটির দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ-

- পরিচালকমন্ডলীর উত্তরসূরী নির্ধারণ পরিকল্পনাসমূহের পাশাপাশি সভাপতির উত্তরসূরী নির্ধারণ সংক্রান্ত পর্যালোচনাসহ বোর্ডের আকার ও গঠনের বিষয়ে পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রদান করা।
- পরিচালক ও উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের যোগ্যতা, ইতিবাচক দিকসমূহ, অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা নির্ধারণের জন্য মনোনয়ন মাপকাঠি সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনা ও বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা।
- নির্ধারিত মনোনয়ন মাপকাঠির আলোকে যারা পরিচালক হওয়ার যোগ্য এবং যাদেরকে উচ্চ পর্যায়ে নির্বাহী পদে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে সেসব ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বোর্ডকে সহায়তা করার পাশাপাশি তাঁদের নিয়োগ/পুনঃনিয়োগ এবং বোর্ড কর্তৃক তাঁদের অপসারণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা।
- বয়স, লিঙ্গ, অভিজ্ঞতা, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও জাতীয়তার বিচারে বোর্ডের গঠনে বৈচিত্র আনয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনা ও বোর্ডের নিকট সে সংক্রান্ত সুপারিশ উপস্থাপন করা।
- নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর বোর্ডের আচরণবিধি পর্যালোচনা করার পাশাপাশি বোর্ডের বিবেচনার জন্য এ সংক্রান্ত কোন সংশোধনের বিষয়ে সুপারিশ করা।
- কোন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালকের জন্য কার্যকর 'ইনডাকশান' প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিয়মিতভাবে এর কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা।
- বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোম্পানির চাহিদা নিরূপণ করার পাশা-পাশি তাদের বাছাই, ট্রান্সফার অথবা রিপ্লেসমেন্ট ও প্রমোশন সংক্রান্ত মাপকাঠি নির্ধারণ করা।
- কোম্পানির মানবসম্পদ ও প্রশিক্ষণ নীতিমালাসমূহ প্রতি বছরান্তে প্রণয়ন, সুপারিশ ও পর্যালোচনা করা।
- পরিচালকবৃন্দ ও উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের সম্মানী সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনা ও সুপারিশ করা এবং এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখা:
  - ক) কোম্পানি সফলভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে যোগ্য পরিচালকগণকে আকৃষ্ট করা, কোম্পানিতে তাঁদের ধরে রাখা এবং প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান করার লক্ষ্যে পারিশ্রমিকের মাত্রা ও গঠন যৌক্তিক ও পর্যাপ্ত হবে।
  - খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দক্ষতার বিচারে পারিশ্রমিকের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হবে এবং তা যথাযথ দক্ষতার মাপকাঠি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে, এবং
  - গ) কোম্পানির কার্যক্রম ও এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য অনুকূল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের আলোকে সংগতিপূর্ণ ফিক্সড ও প্রণোদনামূলক পারিশ্রমিকের মাঝে সমতা বজায় রেখে পরিচালকবৃন্দ ও উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের সম্মানী নির্ধারণ করা হবে।
- স্বাধীন পরিচালকসহ বোর্ডের সাফল্য মূল্যায়ন করার মানদন্ড নির্ধারণে বোর্ডকে সহায়তা করা।
- বোর্ডের অনির্বাহী পরিচালকদের সভায় যোগদান ববাদ ফি পর্যালোচনা ও বোর্ডের নিকট এ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা।
- আর্থিক বছরে কমিটির কার্যক্রম সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনের বিষয়ে সুপারিশের জন্য বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করা।
- বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত বা দেশের আইন ও বিধি-বিধানে উল্লেখিত ধারার অনুযায়ী আবশ্যক হতে পারে এমন অন্যান্য সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা/বিষয়।

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির পক্ষে,

রূপালী এইচ চৌধুরী
চেয়ারপারসন
মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি)
ঢাকা, ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি কনসলিডেটেড স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন

আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন

মতামত

আমরা লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের (তৎপরবর্তীতে 'কোম্পানী' বলে উল্লিখিত) কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি; ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির আর্থিক অবস্থার বিবরণ, মুনাফা ও ক্ষতি এবং অন্যান্য অধিকাংশ উৎস হতে আগত আয়, ইক্যুইটিতে পরিবর্তনের বিবরণ এবং তৎসময় সমাপ্ত বছরে নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ এবং উল্লেখযোগ্য এ্যাকাউন্টিং নীতিমালাসমূহের পাশাপাশি ব্যাখ্যাসূচক অন্যান্য তথ্যাদি নিয়ে উক্ত বিবরণী আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

আমাদের মতামত অনুযায়ী, উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহে ২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির আর্থিক অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান বিধিসমূহের (আইএফআরএস) পাশাপাশি প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধিসমূহের আলোকে তৎসময়ান্তে সমাপ্ত বছরের আর্থিক সাফল্য ও নগদ অর্থ প্রবাহ সংক্রান্ত তথ্য বিচারে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মতামতের ভিত্তি

আমরা আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা বিধিসমূহ (আইএসএ) অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি। আমাদের প্রতিবেদনের কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা বিষয়ক নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ শীর্ষক অংশে উক্ত বিধিসমূহের আওতায় আমাদের দায়িত্বসমূহ বর্ণিত হয়েছে। পেশাদার এ্যাকাউন্ট্যান্টস এর জন্য প্রণীত এ্যাকাউন্ট্যান্টস কোড অব ইথিকস (আইইএসবিএ কোড) সংক্রান্ত ইন্টারন্যাশনাল ইথিকস স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড অনুযায়ী আমরা গ্রুপ হতে স্বাধীন এবং আইইএসবিএ কোড অনুযায়ী আমরা অন্যান্য নৈতিক দায়িত্বসমূহ পালন করেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা নিরীক্ষা সংক্রান্ত যেসব তথ্য প্রমাণাদি লাভ করেছি তা আমাদের মতামতের ভিত্তি তৈরির জন্য পর্যাপ্ত ও যথাযথ।

গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি

গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি হল ঐ সকল বিষয় যেগুলো আমাদের পেশাদার বিচার-বিবেচনায় বর্তমান বছরের কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রমে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উক্ত বিষয়সমূহ সার্বিকভাবে কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের এবং তার ভিত্তিতে আমাদের মতামত তৈরির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় এবং উক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আমরা কোন পৃথক মতামত প্রদান করি না।

আয় সংক্রান্ত স্বীকৃতি

বছর সমাপনান্তে সর্বমোট আয় ৫,৬৮৩.৪৪ মিলিয়ন টাকা অর্জিত হয়েছে মর্মে গ্রুপ প্রতিবেদন পেশ করেছে।

পণ্য বিক্রয় হতে প্রাপ্ত আয়:

- বিক্রিত পণ্য:

গৃহীত বা গ্রহীতব্য অর্থের পরিমাণ, মোট বিনিময়যোগ্য পণ্য মালামালসমূহ ও বিভিন্ন ভাতাসমূহ ও বাণিজ্য ডিসকাউন্টসমূহের ন্যায়সঙ্গত মূল্যের আলোকে পণ্য বিক্রয় হতে অর্জিত আয় পরিমাপ করা হয়। যখন ক্রেতার অনুকূলে মালিকানা সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি ও প্রাপ্তিসমূহ স্থানান্তর করার পাশাপাশি সেবা ও পণ্য সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা সমূহ পূরণ হয়, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যয় ও পণ্য বিক্রয় হতে অর্জিত নির্ভরযোগ্যতার সাথে সম্ভাব্য আয়ের আনুমানিক হিসাব করা যায়, তখন তাকে আয় বলে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়; সেক্ষেত্রে পণ্যের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কোন চলমান সম্পৃক্ততা থাকে না এবং আয়ের পরিমাণ নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়। ইনভয়েস বা পণ্যের মূল্য তালিকা সাথে পণ্য ডেলিভারি করার সময় সাধারণতঃ এমনটা ঘটে।

- ডেলিভারি বিক্রয় বাবদ নগদ অর্থ:

যখন পণ্য ডেলিভারি করা হয় এবং বিক্রেতা কর্তৃক নগদ অর্থ গ্রহণ করা হয় তখন তা আয় বলে স্বীকৃত হয়।

আর্থিক বিবরণীসমূহকে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রভাবিত করে এটি তার অন্যতম।

আমাদের নিরীক্ষার পরিধি কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা বিষয়কে বিবেচনায় নেয়:

ইনভয়েস তৈরি ও এ সংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পণ, ক্রেডিট নোটের পাশাপাশি এ ধরনের ক্রেডিট নোট জারি করার কারণসমূহ পরীক্ষা করার, আয়ের স্বীকৃতি প্রদানের সময় নির্ধারণ এবং গ্রাহকগণের ক্রেডিট সীমা পরীক্ষা করার দায়িত্বসমূহ পৃথক পৃথকভাবে অর্পণ করার উপর গুরুত্ব আরোপকারী প্রধান নিয়ন্ত্রণসমূহের নকশা ও কার্যক্রম পরিচালনার কার্যকারিতা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি।

আয় বিষয়ক স্বীকৃতির সাথে সম্পর্কিত আমাদের উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়াসমূহ যেসকল বিষয় নিয়ে প্রণীত সেগুলো হলো- বিভিন্ন দায়িত্ব যথাযথভাবে পৃথকভাবে বর্ণিত হওয়ার কাজ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, যথাযথ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সঠিক ক্রেডিট অনুমোদনের প্রশাসনের অনুকূলে বিক্রয় অর্ডারের নমুনা পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি ক্রেডিট সীমাসমূহের জন্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ, বছর সমাপ্তির যে কোন পর্যায়ে সম্পন্ন বিক্রয় বাবদ লেনদেনের অনুকূলে সহায়ক দলিলাদি সংগ্রহ করার পাশাপাশি বছর সমাপ্তির তারিখের পর স্বাক্ষরিত ক্রেডিট সংক্রান্ত বিভিন্ন নোট সংগ্রহ করা যাতে আয় সঠিক সময়ে স্বীকৃত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা যেতে পারে, প্রযোজ্য হিসাবরক্ষণ মানদন্ডের মাধ্যমে তুলনা করে নিরূপিত ডিসকাউন্টসমূহের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালাসহ গ্রুপের আয়ের স্বীকৃতি সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণ নীতিমালা সমূহে যথার্থ মূল্যায়ণ করা, আয় সংক্রান্ত ম্যানুয়াল জার্নাল সমূহ সুচারুরূপে মূল্যায়ন করা যাতে অস্বাভাবিক বা অনিয়মিত বিভিন্ন বিষয়াদি চিহ্নিত করা যায় এবং পরিশেষে প্রাসঙ্গিক হিসাবরক্ষণ মানদন্ডের বিপরীতে বিভিন্ন তথ্য ও ডিসক্লোজারের যথার্থতা এবং উপস্থাপনার দিক মূল্যায়ন করা।

আইএফআরএস ১৬ বাস্তবায়ন: লিজসমূহ:

পরিমার্জিত রেট্রোস্পেক্টিভ পদ্ধতির আওতায় বিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করে ২০১৯ সালের ১লা জানুয়ারী গ্রুপ আইএফআরএস ১৬ "লিজসমূহ" বাস্তবায়ন করে। এ পদ্ধতির আওতায় আইএফআরএস ১৬ প্রয়োগ করার ক্রমপুঞ্জিত প্রভাবকে বর্তমান হিসাবরক্ষণ সময়কালে প্রারম্ভে ইক্যুইটি সমন্বয় হিসেবে গণ্য করা হয়। গ্রুপ বছরান্তে বাংলাদেশী মুদ্রায় ১১.১৩৬ মিলিয়ন টাকার মূল্যমান রাইট অব ইউজ (আর ও ইউ) সম্পদের পাশাপাশি ১০.১৪৩ মিলিয়ন টাকা লিজ বিষয়ক বাধ্যবাধকতার বিষয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

আইএফআরএস ১৬ "লিজসমূহ" প্রথমবারের মত গ্রহণ করা, অবচয় ও সুদ, লিজ, লিজের সময়কাল, ডিসকাউন্ট হার ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বিচার বিবেচনাসমূহ সহ আর্থিক বিবরণীসমূহের সাথে অন্যান্য বিষয়সমূহের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা "লিজ"-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষাক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে থাকি।

কিভাবে আমাদের নিরীক্ষার পরিধি গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা উপাদানকে বিবেচনার আওতাভুক্ত করে

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইএফআরএস ১৬ প্রয়োগ করার পাশাপাশি আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর উক্ত কর্তৃপক্ষের মূল্যায়ণের প্রভাবের যথার্থতা আমরা পর্যালোচনা করি। আমাদের নিরীক্ষা প্রক্রিয়া সমূহ আইএফআরএস ১৬ এর আলোকে সম্পদ ও লীজ বিষয়ক দায়সমূহের রাইট অব ইউজ যাচাইয়ে শ্রেণিবিভাগ পরিমাপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়; পাশাপাশি এই নিরীক্ষা প্রক্রিয়াসমূহের মাধ্যমে লিজের বর্তমান মূল্যের হিসাব নিকাশ যাচাই করা হয় এবং লিজ সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করা হয় এবং যে কর্মবর্ধিষ্ণু ধারের হার ব্যবহার করা হয় তার যথার্থতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় হিসাব নিকাশ করা হয়।

আইএফআরএস ১৬ গ্রহণ করার কারণে উদ্ভুত আর্থিক বিবরণীসমূহে অন্তর্ভুক্ত হিসাবরক্ষণ বিষয়ক সমন্বয়সমূহের সঠিকতা ও যথার্থতা পরীক্ষা করার পাশাপাশি আর্থিক বিবরণীসমূহে তথ্য প্রকাশের বা ডিসক্লোজারের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা আমরা যাচাইও করেছি।

কর্মরত ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্ধারিত কল্যাণ সুবিধাসমূহ

গ্রুপ বেশ কতগুলো নির্ধারিত কল্যাণ স্কীম পরিচালনা করে যা সাকুল্যে সার্বিক ব্যালেন্স শীটের সাপেক্ষে উল্লেখযোগ্য। বছর সমাপনান্তে কোম্পানি ১৬৬.৯৬ মিলিয়ন টাকা (২০১৮ সালে ছিল ১২৭.৪৪ মিলিয়ন টাকা) নীট নির্ধারিত কল্যাণ দায় উল্লেখ করে, এ্যাকচুরিয়াল মূল্যায়নের ফলে যা ২০১৮ সালে কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৩৬.০৩ মিলিয়ন টাকা, যা মুনাফা ও ক্ষতি বিষয়ক বিবরণীতে উল্লিখিত অন্যান্য বৃহদাকার আয় এবং অন্যান্য বৃহাদাকার আয়ের খাতে উল্লিখিত হয়েছে।

ডিসকাউন্ট হার, মুদ্রাস্ফীতির হার এবং মৃত্যুহার সহ বেশ কতগুলো এ্যাকচ্যুরিয়াল আনুমানিক ধারনা ও তথ্যের বিচারে অবসরকালীন সুবিধা বিষয়ক দায়সমূহের মূল্যমান হিসাব করা হয়েছে। নীট নির্ধারিত সুবিধা বাবদ দায় আনুমানিক ধারণাসমূহে পরিবর্তনযোগ্য।

কীভাবে আমাদের নিরীক্ষার পরিধি গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা উপাদানকে বিবেচনার আওতাভুক্ত করে

আমরা নীট নির্ধারিত সুবিধা বাবদ দায়ের স্বীকৃতি ও পরিমাপের বিষয়ে একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়ার পাশাপাশি উইলিস টাওয়ার ওয়াটসন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক স্বাক্ষরিত ২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গ্র্যাচুইটি হাতে পেয়েছি যাতে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ, নীট নির্ধারিত সুবিধা বিষয়ক দায়ের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত স্বীকৃতি ও পরিমাপ মূল্যায়ন করতে সক্ষম হই। আমরা 'আইএএস ১৯: কর্মরত ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রদত্ত সুবিধাদি' বিষয়ক বিধির বিপরীতে বিভিন্ন প্রকাশিত তথ্য বা ডিসক্লোজারের যথাযথ ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক ডিসক্লোজারসমূহ যাচাই করেছি।

অন্যান্য তথ্যাদি

অন্যান্য তথ্যাদির ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দায়বদ্ধ। উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশের পর আমাদের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পৌঁছাবে বলে আশা করা হয়।

কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ সংক্রান্ত আমাদের মতামতের আওতায় অন্যান্য তথ্যাদি বিবেচনা করা হয় না এবং উক্ত বিষয়ে আমরা কোনরূপ নিশ্চয়তামূলক উপসংহার ব্যক্ত করি না।

কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষার প্রেক্ষিতে উপরোল্লিখিত অন্যান্য তথ্যাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে এগুলো পড়ে দেখা এবং এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ অথবা নিরীক্ষা হতে প্রাপ্ত আমাদের ধারণার সাথে অন্যান্য তথ্যাদির বড় ধরনের কোন অসঙ্গতি রয়েছে কিনা অথবা এসব তথ্য অন্য কোন গুরুতর ভাবে ভূল উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা হল আমাদের দায়িত্ব।

কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বসমূহ

ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যানশিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএফআরএস) অনুযায়ী উক্ত কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত ও এই বিবরণীসমূহের সুষ্ঠু উপস্থাপনার পাশাপাশি অসততা গুরুতর মিথ্যা বিবরণ হতে মুক্ত বা ভুলের কারণে সৃষ্ট কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের অনুকূল এমন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ যা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, তা বজায় রাখার দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায়।

কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা সংক্রান্ত নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ

সার্বিকভাবে কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ অসততা বা ভুলের কারণে সৃষ্ট গুরুতর অসত্য বিবরণ হতে মুক্ত কিনা সে ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা প্রাপ্তির পাশাপাশি আমাদের মতামত তুলে ধরে এমন একটি নিরীক্ষকের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য। যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা একটি উচ্চ পর্যায়ের নিশ্চয়তা, কিন্তু এটি এই মর্মে কোন নিশ্চয়তা প্রদান করে না যে, নিরীক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ (আইএসএ) কোন গুরুতর অসত্য বিবরণ থাকলে তা সবসময় চিহ্নিত করবে। অসত্য বিবরণীসমূহ অসততা বা ভুল হতে উদ্ভুত হতে পারে এবং এসব বিবরণ তখনই গুরুতর হিসেবে বিবেচিত হয় যখন একক বা সমষ্টিগতভাবে এসব কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীর উপর ভিত্তি করে ব্যবহারকারীগণ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে এগুলো প্রভাবিত করবে বলে ধারণা করা হয়।

নিরীক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ (আইএসএ) অনুযায়ী পরিচালিত নিরীক্ষার অংশ হিসেবে আমরা পুরো নিরীক্ষাব্যাপী পেশাদার বিচার বিবেচনা কাজে লাগানোর পাশাপাশি পেশাদার অনিশ্চিত ধারণা বজায় রেখেছি। পাশাপাশি আমরা:

- কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহে অসততা বা ভুল হতে সৃষ্ট গুরুতর অসত্য বিবরণের উপস্থিতিজনিত ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি উক্ত ঝুঁকিসমূহ মোকাবিলার লক্ষ্যে বিভিন্ন নিরীক্ষা প্রক্রিয়া পরিকল্পনা ও সম্পাদন করি এবং আমাদের মতামতের ভিত্তি তৈরির অনুকূল পর্যাপ্ত ও যথাযথ নিরীক্ষা প্রমাণাদি সংগ্রহ করি। ভুলের কারণে সৃষ্ট অসত্য বিবরণ অপেক্ষা অসততাজনিত গুরুতর অসত্য বিবরণ চিহ্নিত না করার ঝুঁকি বেশি, কারণ অসততার পেছনে থাকতে পারে গোপন প্রতারণা, ইচ্ছাকৃত কোন তথ্য বাদ দেয়া, ভুল তথ্য উপস্থাপন করা অথবা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করা।
- পরিস্থিতি বিচারে যথাযথ নিরীক্ষা প্রক্রিয়াসমূহ নির্ধারণ করার লক্ষ্যে নিরীক্ষা সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা অর্জন করি।
- বাস্তবায়িত এ্যাকাউন্টিং নীতিমালার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত এ্যাকউন্টিং সম্পর্কিত আনুমানিক হিসাবাদি ও তৎসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করি।
- এ্যাকাউন্টিং-এর সাপেক্ষে চলমান প্রতিষ্ঠান গোয়িং কনসার্ন সংক্রান্ত ভিত্তিকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাজে লাগানোর যথার্থতার পাশাপাশি, গোয়িং কনসার্ন হিসেবে কোম্পানির সামর্থ্য অব্যাহত থাকার বিষয়ে বড় ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে এমন বিভিন্ন ঘটনা বা অবস্থার সম্পর্কিত কোন গুরুতর অনিশ্চয়তা রয়েছে কিনা তা বিবেচনায় রেখে প্রাপ্ত নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত উপসংহারে পৌঁছে থাকি। যদি আমরা

এই উপসংহারে পৌঁছি যে, বড় ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে, সেক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে এ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের বিষয়টি আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়, অথবা যদি এ ধরনের তথ্য প্রকাশ অপর্যাপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের মতামত পরিবর্তন করতে হয়। আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ অবধিপ্রাপ্ত নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে আমাদের উপসংহার রচিত হয়। অবশ্য, ভবিষ্যত ঘটনাবলী বা অবস্থাসমূহের প্রভাবে কোম্পানি 'গোয়িং কনসার্ন' হিসেবে অব্যাহত থাকার পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

- তথ্য প্রকাশ এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ এমনভাবে অদৃশ্যমান অথচ গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজেকশন ও ঘটনাসমূহ তুলে ধরে যাতে একটি সুষ্ঠু উপস্থাপনা নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়টি বিবেচনায় আনা সহ আর্থিক বিবরণীসমূহের সার্বিক উপস্থাপনা, কাঠামো ও বিষয়বস্তু মূল্যায়ন করে থাকি।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোন ধরনের ঘাটতিসহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে নিরীক্ষার পরিকল্পিত পরিধি ও সময় এবং নিরীক্ষায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির বিষয়ে পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে এসংক্রান্ত বিষয়েও যোগাযোগ করি।

আমাদের কাজের স্বাধীনতা সংক্রান্ত নৈতিক শর্তাবলী যে আমরা পরিপালন করেছি সে সম্পর্কিত একটি বিবৃতি আমরা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নিকট উপস্থাপন করি। এছাড়া আমাদের দায়িত্ব পালনের স্বাধীনতার উপর প্রভাব রাখে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে মনে হতে পারে এমনসব সম্পর্ক ও অন্যান্য বিষয়াদি এবং সেখানে প্রয়োজ্য, এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নিকট উপস্থাপিত বিষয়গুলো হতে আমরা ঐসব বিষয় নির্ধারণ করি যেগুলো আলোচ্য বছরের কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা বিষয় হিসেবে বিবেচ্য। আমরা আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উক্ত বিষয়সমূহ বর্ণনা করি, যদি না সংশ্লিষ্ট কোন আইন বা বিধি মোতাবেক এ বিষয়ে তথ্য প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকে এবং অত্যন্ত বিরল পরিস্থিতিতে যখন আমরা এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, উক্ত বিষয়টি আমাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা সমীচিন নয়, কারণ এই ধরনে তথ্য প্রকাশের কারণ জনস্বার্থের জন্য সুফল অপেক্ষা বিরূপ ফলাফল বেশি হবে বলে মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।

আমরা আলোচ্য নিরীক্ষাধীন বছরে এই ধরনের কোন নিরীক্ষা বিষয়ক গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হয়নি বিধায় প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত কোন কিছুর উল্লেখ নেই।

প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি মোতাবেক প্রতিবেদন

কোম্পানি আইন ১৯৯৪, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অন অডিটিং নীতি অনুযায়ী আমরা আরো উল্লেখ করছি যে:

(ক) আমাদের সর্বোচ্চ জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষাকার্যের জন্যে যে সমস্ত তথ্যাদি ও ব্যাখ্যাসমূহ আবশ্যক ছিল, আমরা সেগুলো পুরোপুরি পেয়েছি এবং সেগুলোর সত্যতা যাচাই করে দেখেছি।

(খ) আমাদের মতে, আইন অনুযায়ী যে সমস্ত প্রয়োজনীয় হিসাবরক্ষণ কার্যে ব্যবহৃত বই কোম্পানির থাকা আবশ্যক, আমাদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, সেগুলোর সবই গ্রুপের রয়েছে।

(গ) কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ এবং কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণগুলো হিসাব বই এর সাথে সংযুক্তি নোট ১ থেকে ৪৩ চুক্তিতে প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে; এবং

(ঘ) যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, তা গ্রুপের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

ঢাকা, ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০

এ এফ নেসারউদ্দিন
সিনিয়র পার্টনার
হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন

আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন

মতামত

আমরা লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের (তৎপরবর্তীতে 'কোম্পানী' বলে উল্লিখিত) কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি; ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির আর্থিক অবস্থার বিবরণ, মুনাফা ও ক্ষতি এবং অন্যান্য অধিকাংশ উৎস হতে আগত আয়, ইক্যুইটিতে পরিবর্তনের বিবরণ এবং তৎসময় সমাপ্ত বছরে নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ এবং উল্লেখযোগ্য এ্যাকাউন্টিং নীতিমালাসমূহের পাশাপাশি ব্যাখ্যাসূচক অন্যান্য তথ্যাদি নিয়ে উক্ত বিবরণী আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

আমাদের মতামত অনুযায়ী, উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহে ২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির আর্থিক অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান বিধিসমূহের (আইএফআরএস) পাশাপাশি প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধিসমূহের আলোকে তৎসময়ান্তে সমাপ্ত বছরের আর্থিক সাফল্য ও নগদ অর্থ প্রবাহ সংক্রান্ত তথ্য বিচারে সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মতামতের ভিত্তি

আমরা আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা বিধিসমূহ (আইএসএ) অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি। আমাদের প্রতিবেদনের আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা বিষয়ক নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ শীর্ষক অংশে উক্ত বিধিসমূহের আওতায় আমাদের দায়িত্বসমূহ বর্ণিত হয়েছে। পেশাদার এ্যাকাউন্ট্যান্টস এর জন্য প্রণীত এ্যাকাউন্ট্যান্টস কোড অব ইথিকস (আইইএসবিএ কোড) সংক্রান্ত ইন্টারন্যাশনাল ইথিকস স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড অনুযায়ী আমরা কোম্পানি হতে স্বাধীন এবং আইইএসবিএ কোড অনুযায়ী আমরা অন্যান্য নৈতিক দায়িত্বসমূহ পালন করেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা নিরীক্ষা সংক্রান্ত যেসব তথ্য প্রমাণাদি লাভ করেছি তা আমাদের মতামতের ভিত্তি তৈরির জন্য পর্যাপ্ত ও যথাযথ।

গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি

গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি হল ঐ সকল বিষয় যেগুলো আমাদের পেশাদার বিচার-বিবেচনায় বর্তমান বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রমে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উক্ত বিষয়সমূহ সার্বিকভাবে আর্থিক বিবরণীসমূহের এবং তার ভিত্তিতে আমাদের মতামত তৈরির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় এবং উক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আমরা কোন পৃথক মতামত প্রদান করি না।

আয় সংক্রান্ত স্বীকৃতি

বছর সমাপনান্তে সর্বমোট আয় ৫,৬৮৩.৪৪ মিলিয়ন টাকা অর্জিত হয়েছে মর্মে গ্রুপ প্রতিবেদন পেশ করেছে।

পণ্য বিক্রয় হতে প্রাপ্ত আয়:

- বিক্রিত পণ্য:

গৃহীত বা গ্রহীতব্য অর্থের পরিমাণ, মোট বিনিময়যোগ্য পণ্য মালামালসমূহ ও বিভিন্ন ভাতাসমূহ ও বানিজ্য ডিসকাউন্টসমূহের ন্যায়সঙ্গত মূল্যের আলোকে পণ্য বিক্রয় হতে অর্জিত আয় পরিমাপ করা হয়। যখন ক্রেতার অনুকূলে মালিকানা সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি ও প্রাপ্তিসমূহ স্থানান্তর করার পাশাপাশি সেবা ও পণ্য সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা সমূহ পূরণ হয়, ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যয় ও পণ্য বিক্রয় হতে অর্জিত নির্ভরযোগ্যতার সাথে সম্ভাব্য আয়ের আনুমানিক হিসাব করা যায়, তখন তাকে আয় বলে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়; সেক্ষেত্রে পণ্যের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কোন চলমান সম্পৃক্ততা থাকে না এবং আয়ের পরিমাণ নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়। ইনভয়েস বা পণ্যের মূল্য তালিকা সাথে পণ্য ডেলিভারি করার সময় সাধারণতঃ এমনটা ঘটে।

- ডেলিভারি বিক্রয় বাবদ নগদ অর্থ:

যখন পণ্য ডেলিভারি করা হয় এবং বিক্রেতা কর্তৃক নগদ অর্থ গ্রহণ করা হয় তখন তা আয় বলে স্বীকৃত হয়।

আর্থিক বিবরণীসমূহকে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রভাবিত করে এটি তার অন্যতম।

আমাদের নিরীক্ষার পরিধি কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা বিষয়কে বিবেচনায় নেয়

ইনভয়েস তৈরি ও এ সংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পণ, ক্রেডিট নোটের পাশাপাশি এ ধরনের ক্রেডিট নোট জারি করার কারণসমূহ পরীক্ষা করার, আয়ের স্বীকৃতি প্রদানের সময় নির্ধারণ এবং গ্রাহকগণের ক্রেডিট সীমা পরীক্ষা করার দায়িত্বসমূহ পৃথক পৃথকভাবে অর্পন করার উপর গুরুত্ব আরোপকারী প্রধান নিয়ন্ত্রনসমূহের নকশা ও কার্যক্রম পরিচালনার কার্যকারিতা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি।

আয় বিষয়ক স্বীকৃতির সাথে সম্পর্কিত আমাদের উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়াসমূহ যেসকল বিষয় নিয়ে প্রণীত সেগুলো হলো- বিভিন্ন দায়িত্ব যথাযথভাবে পৃথকভাবে বর্ণিত হওয়ার কাজ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন, যথাযথ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সঠিক ক্রেডিট অনুমোদনের প্রশাসনের অনুকূলে বিক্রয় অর্ডারের নমুনা পর্যবেক্ষণ করার পাশাপাশি ক্রেডিট সীমাসমূহের জন্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ, বছর সমাপ্তির যে কোন পর্যায়ে সম্পন্ন বিক্রয় বাবদ লেনদেনের অনুকূলে সহায়ক দলিলাদি সংগ্রহ করার পাশাপাশি বছর সমাপ্তির তারিখের পর স্বাক্ষরিত ক্রেডিট সংক্রান্ত বিভিন্ন নোট সংগ্রহ করা যাতে আয় সঠিক সময়ে স্বীকৃত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করা যেতে পারে, প্রযোজ্য হিসাবরক্ষণ মানদন্ডের মাধ্যমে তুলনা করে নিরূপিত ডিসকাউন্টসমূহের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালাসহ গ্রুপের আয়ের স্বীকৃতি সংক্রান্ত হিসাবরক্ষণ নীতিমালা সমূহে যথার্থ মূল্যায়ন করা, আয় সংক্রান্ত ম্যানুয়াল জার্নাল সমূহ সুচারুরূপে মূল্যায়ন করা যাতে অস্বাভাবিক বা অনিয়মিত বিভিন্ন বিষয়াদি চিহ্নিত করা যায় এবং পরিশেষে প্রাসঙ্গিক হিসাবরক্ষণ মানদন্ডের বিপরীতে বিভিন্ন তথ্য ও ডিসক্লোজারের যথার্থতা এবং উপস্থাপনার দিক মূল্যায়ন করা।

আইএফআরএস ১৬ বাস্তবায়ন: লিজসমূহ

পরিমার্জিত রেট্রোস্পেক্টিভ পদ্ধতির আওতায় বিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করে ২০১৯ সালের ১লা জানুয়ারী গ্রুপ আইএফআরএস ১৬ "লিজসমূহ" বাস্তবায়ন করে। এ পদ্ধতির আওতায় আইএফআরএস ১৬ প্রয়োগ করার ক্রমপুঞ্জিত প্রভাবকে বর্তমান হিসাবরক্ষণ সময়কালে প্রারম্ভে ইক্যুইটি সমন্বয় হিসেবে গণ্য করা হয়। গ্রুপ বছরান্তে বাংলাদেশি মুদ্রায় ১১.১৩৬ মিলিয়ন টাকার মূল্যমান রাইট অব ইউজ (আর ও ইউ) সম্পদের পাশাপাশি ১০.১৪৩ মিলিয়ন টাকা লিজ বিষয়ক বাধ্যবাধকতার বিষয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

আইএফআরএস ১৬ "লিজসমূহ" প্রথমবারের মত গ্রহণ করা, অবচয় ও সুদ, লিজ, লিজের সময়কাল, ডিসকাউন্ট হার ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বিচার বিবেচনাসমূহ সহ আর্থিক বিবরণীসমূহের সাথে অন্যান্য বিষয়সমূহের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা "লিজ"-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষাক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে থাকি।

কিভাবে আমাদের নিরীক্ষার পরিধি গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা উপাদানকে বিবেচনার আওতাভুক্ত করে

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইএফআরএস ১৬ প্রয়োগ করার পাশাপাশি আর্থিক বিবরণীসমূহের উপর উক্ত কর্তৃপক্ষের মূল্যায়নের প্রভাবের যথার্থতা আমরা পর্যালোচনা করি । আমাদের নিরীক্ষা প্রক্রিয়া সমূহ আইএফআরএস ১৬ এর আলোকে সম্পদ ও লিজ বিষয়ক দায়সমূহের রাইট অব ইউজ যাচাইয়ে শ্রেণিবিভাগ পরিমাপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়; পাশাপাশি এই নিরীক্ষা প্রক্রিয়াসমূহের মাধ্যমে লিজের বর্তমান মূল্যের হিসাব নিকাশ যাচাই করা হয় এবং লীজ সংক্রান্ত চুক্তিসমূহ পর্যালোচনা করা হয় এবং যে কর্মবর্ধিষ্ণু ধারের হার ব্যবহার করা হয় তার যথার্থতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় হিসাব নিকাশ করা হয়।

আইএফআরএস ১৬ গ্রহণ করার কারণে উদ্ভুত আর্থিক বিবরণীসমূহে অন্তর্ভুক্ত হিসাবরক্ষণ বিষয়ক সমন্বয়সমূহের সঠিকতা ও যথার্থতা পরীক্ষা করার পাশাপাশি আর্থিক বিবরণীসমূহে তথ্য প্রকাশের বা ডিসক্লোজারের পর্যাপ্ততা ও যথার্থতা আমরা যাচাইও করেছি।

কর্মরত ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্ধারিত কল্যাণ সুবিধাসমূহ

গ্রুপ বেশ কতগুলো নির্ধারিত কল্যাণ স্কীম পরিচালনা করে যা সাকুল্যে সার্বিক ব্যালেন্স শীটের সাপেক্ষে উল্লেখযোগ্য। বছর সমাপনান্তে কোম্পানি ১৬৬.৯৬ মিলিয়ন টাকা (২০১৮ সালে ছিল ১২৭.৪৪ মিলিয়ন টাকা) নীট নির্ধারিত কল্যাণ দায় উল্লেখ করে, এ্যাকচুরিয়াল মূল্যায়নের ফলে যা ২০১৮ সালে কমে গিয়ে দাড়ায় ৩৬.০৩ মিলিয়ন টাকা, যা মুনাফা ও ক্ষতি বিষয়ক বিবরণীতে উল্লিখিত অন্যান্য বৃহদাকার আয় এবং অন্যান্য বৃহাদাকার আয়ের খাতে উল্লিখিত হয়েছে।

ডিসকাউন্ট হার, মুদ্রাস্ফীতির হার এবং মৃত্যু হার সহ বেশ কতগুলো এ্যাকচ্যুরিয়াল আনুমানিক ধারনা ও তথ্যের বিচারে অবসরকালীন সুবিধা বিষয়ক দায়সমূহের মূল্যমান হিসাব করা হয়েছে। নীট নির্ধারিত সুবিধা বাবদ দায় আনুমানিক ধারনাসমূহে পরিবর্তনযোগ্য।

কীভাবে আমাদের নিরীক্ষার পরিধি গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা উপাদানকে বিবেচনার আওতাভুক্ত করে

আমরা নীট নির্ধারিত সুবিধা বাবদ দায়ের স্বীকৃতি ও পরিমাপের বিষয়ে একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়ার পাশাপাশি উইলিস টাওয়ার ওয়াটসন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক স্বাক্ষরিত ২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গ্র্যাচুইটি হাতে পেয়েছি যাতে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ, নীট নির্ধারিত সুবিধা বিষয়ক দায়ের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত স্বীকৃতি ও পরিমাপ মূল্যায়ন করতে সক্ষম হই। আমরা 'আইএএস ১৯: কর্মরত ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রদত্ত সুবিধাদি' বিষয়ক বিধির বিপরীতে বিভিন্ন প্রকাশিত তথ্য বা ডিসক্লোজারের যথাযথ ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক ডিসক্লোজারসমূহ যাচাই করেছি।

অন্যান্য তথ্যাদি

অন্যান্য তথ্যাদির ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দায়বদ্ধ। উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশের পর আমাদের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পৌছাবে বলে আশা করা হয়।

আর্থিক বিবরণীসমূহ সংক্রান্ত আমাদের মতামতের আওতায় অন্যান্য তথ্যাদি বিবেচনা করা হয় না এবং উক্ত বিষয়ে আমরা কোনরূপ নিশ্চয়তামূলক উপসংহার ব্যক্ত করি না।

আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষার প্রেক্ষিতে উপরোল্লিখিত অন্যান্য তথ্যাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে এগুলো পড়ে দেখা এবং এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আর্থিক বিবরণীসমূহ অথবা নিরীক্ষা হতে প্রাপ্ত আমাদের ধারণার সাথে অন্যান্য তথ্যাদির বড় ধরনের কোন অসঙ্গতি রয়েছে কিনা অথবা এসব তথ্য অন্য কোন ভাবে গুরুতরভাবে ভূল উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা হল আমাদের দায়িত্ব।

আর্থিক বিবরণীসমূহের ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বসমূহ

ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যানশিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএফআরএস) অনুযায়ী উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত ও এই বিবরণীসমূহের সুষ্ঠু উপস্থাপনার পাশাপাশি অসততা গুরুতর মিথ্যা বিবরণ হতে মুক্ত বা ভুলের কারণে সৃষ্ট আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের অনুকূল এমন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ যা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, তা বজায় রাখার দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায়।

আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা সংক্রান্ত নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ

সার্বিকভাবে আর্থিক বিবরণীসমূহ অসততা বা ভুলের কারণে সৃষ্ট গুরুতর অসত্য বিবরণ হতে মুক্ত কিনা সে ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা প্রাপ্তির পাশাপাশি আমাদের মতামত তুলে ধরে এমন একটি নিরীক্ষকের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য। যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা একটি উচ্চ পর্যায়ের নিশ্চয়তা, কিন্তু এটি এই মর্মে কোন নিশ্চয়তা প্রদান করে না যে, নিরীক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ (আইএসএ) কোন গুরুতর অসত্য বিবরণ থাকলে তা সবসময় চিহ্নিত করবে। অসত্য বিবরণীসমূহ অসততা বা ভুল হতে উদ্ভুত হতে পারে এবং এসব বিবরণ তখনই গুরুতর হিসেবে বিবেচিত হয় যখন একক বা সমষ্টিগতভাবে এসব আর্থিক বিবরণীর উপর ভিত্তি করে ব্যবহারকারীগণ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে এগুলো প্রভাবিত করবে বলে ধারণা করা হয়।

নিরীক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ (আইএসএ) অনুযায়ী পরিচালিত নিরীক্ষার অংশ হিসেবে আমরা পুরো নিরীক্ষাব্যাপী পেশাদার বিচার বিবেচনা কাজে লাগানোর পাশাপাশি পেশাদার অনিশ্চিত ধারণা বজায় রেখেছি। পাশাপাশি আমরা:

- আর্থিক বিবরণীসমূহে অসততা বা ভুল হতে সৃষ্ট গুরুতর অসত্য বিবরণের উপস্থিতিজনিত ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি উক্ত ঝুঁকিসমূহ মোকাবিলার লক্ষ্যে বিভিন্ন নিরীক্ষা প্রক্রিয়া পরিকল্পনা ও সম্পাদন করি এবং আমাদের মতামতের ভিত্তি তৈরির অনুকূল পর্যাপ্ত ও যথাযথ নিরীক্ষা প্রমাণাদি সংগ্রহ করি। ভুলের কারণে সৃষ্ট অসত্য বিবরণ অপেক্ষা অসততাজনিত গুরুতর অসত্য বিবরণ চিহ্নিত না করার ঝুঁকি বেশি, কারণ অসততার পেছনে থাকতে পারে গোপন প্রতারণা, ইচ্ছাকৃত কোন তথ্য বাদ দেয়া, ভুল তথ্য উপস্থাপন করা অথবা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করা।
- পরিস্থিতি বিচারে যথাযথ নিরীক্ষা প্রক্রিয়াসমূহ নির্ধারণ করার লক্ষ্যে নিরীক্ষা সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা অর্জন করি।
- বাস্তবায়িত এ্যাকাউন্টিং নীতিমালার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত এ্যাকউন্টিং সম্পর্কিত আনুমানিক হিসাবাদি ও তৎসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করি।
- এ্যাকাউন্টিং-এর সাপেক্ষে চলমান প্রতিষ্ঠান গোয়িং কনসার্ন সংক্রান্ত ভিত্তিকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাজে লাগানোর যথার্থতার পাশাপাশি, গোয়িং কনসার্ন হিসেবে কোম্পানির সামর্থ্য অব্যাহত থাকার বিষয়ে বড় ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে এমন বিভিন্ন ঘটনা বা অবস্থার সম্পর্কিত কোন গুরুতর অনিশ্চয়তা রয়েছে কিনা তা বিবেচনায় রেখে প্রাপ্ত

নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত উপসংহারে পৌঁছে থাকি। যদি আমরা এই উপসংহারে পৌঁছি যে, বড় ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে, সেক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে এ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের বিষয়টি আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়, অথবা যদি এ ধরনের তথ্য প্রকাশ অপর্যাপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের মতামত পরিবর্তন করতে হয়। আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ অবধিপ্রাপ্ত নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে আমাদের উপসংহার রচিত হয়। অবশ্য, ভবিষ্যত ঘটনাবলী বা অবস্থাসমূহের প্রভাবে কোম্পানি 'গোয়িং কনসার্ন' হিসেবে অব্যাহত থাকার পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

- তথ্য প্রকাশ এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ এমনভাবে অদৃশ্যমান অথচ গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজেকশন ও ঘটনাসমূহ তুলে ধরে যাতে একটি সুষ্ঠু উপস্থাপনা নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়টি বিবেচনায় আনা সহ আর্থিক বিবরণীসমূহের সার্বিক উপস্থাপনা, কাঠামো ও বিষয়বস্তু মূল্যায়ন করে থাকি।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোন ধরনের ঘাটতিসহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে নিরীক্ষার পরিকল্পিত পরিধি ও সময় এবং নিরীক্ষায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির বিষয়ে পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে এ সংক্রান্ত বিষয়েও যোগাযোগ করি।

আমাদের কাজের স্বাধীনতা সংক্রান্ত নৈতিক শর্তাবলী যে আমরা পরিপালন করেছি সে সম্পর্কিত একটি বিবৃতি আমরা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নিকট উপস্থাপন করি। এছাড়া আমাদের দায়িত্ব পালনের স্বাধীনতার উপর প্রভাব রাখে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে মনে হতে পারে এমনসব সম্পর্ক ও অন্যান্য বিষয়াদি এবং সেখানে প্রয়োজ্য, এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নিকট উপস্থাপিত বিষয়গুলো হতে আমরা ঐসব বিষয় নির্ধারণ করি যেগুলো আলোচ্য বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা বিষয় হিসেবে বিবেচ্য। আমরা আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উক্ত বিষয়সমূহ বর্ণনা করি, যদি না সংশ্লিষ্ট কোন আইন বা বিধি মোতাবেক এ বিষয়ে তথ্য প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকে এবং অত্যন্ত বিরল পরিস্থিতিতে যখন আমরা এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, উক্ত বিষয়টি আমাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা সমীচিন নয়, কারণ এই ধরনের তথ্য প্রকাশের কারণ জনস্বার্থের জন্য সুফল অপেক্ষা বিরূপ ফলাফল বেশি হবে বলে মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।

আমরা আলোচ্য নিরীক্ষাধীন বছরে এই ধরনের কোন নিরীক্ষা বিষয়ক গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হয়নি বিধায় প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত কোন কিছুর উল্লেখ নেই।

প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি মোতাবেক প্রতিবেদন

কোম্পানি আইন ১৯৯৪, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অন অডিটিং নীতি অনুযায়ী আমরা আরো উল্লেখ করছি যে:

(ক) আমাদের সর্বোচ্চ জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষাকার্যের জন্যে যে সমস্ত তথ্যাদি ও ব্যাখ্যাসমূহ আবশ্যক ছিল, আমরা সেগুলো পুরোপুরি পেয়েছি এবং সেগুলোর সত্যতা যাচাই করে দেখেছি।

(খ) আমাদের মতে, আইন অনুযায়ী যে সমস্ত প্রয়োজনীয় হিসাবরক্ষণ কার্যে ব্যবহৃত বই কোম্পানির থাকা আবশ্যক, আমাদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, সেগুলোর সবই গ্রুপের রয়েছে।

(গ) আর্থিক অবস্থার বিবরণ এবং লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণগুলো হিসাব বই এর সাথে সংযুক্তি নোট ১ থেকে ৪৩ চুক্তিতে প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে; এবং

(ঘ) যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, তা কোম্পানির ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

ঢাকা, ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০

এ এফ নেসারউদ্দিন
সিনিয়র পার্টনার
হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ

		৩১শে ডিসেম্বর তারিখের	
		২০১৯	২০১৮
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
সম্পত্তিসমূহ			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	২১	৩,৬১৭,৬৩৯	৩,৪৪৫,৪৬২
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	২২	৫,২৯৫	১১,৭৫৫
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১৭	১০৯,৭৫২	৯০,৭৫৭
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে		৩,৭৩২,৬৮৬	৩,৫৪৭,৯৭৪
মজুদ সামগ্রী	১৫	৮৩১,৮০০	৮৪২,৮৯৫
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ	১৬	৭১৪,০৮৫	৬১৮,৯৬৯
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১৭	১২৩,৮৬৮	২২৪,৪১৫
বিনিয়োগ	১৮	১,২৪৪,৬১৯	১০,৭৫৩
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১৯(ক)	১,০০৪,৬৪৬	১,৬০৪,২২১
চলতি সম্পত্তিসমূহ		৩,৯১৯,০১৮	৩,৩০১,২৫৩
মোট সম্পত্তিসমূহ		৭,৬৫১,৭০৪	৬,৮৪৯,২২৭
ইক্যুইটি ও দায়সমূহ			
শেয়ারহোল্ডারগণের ইক্যুইটি			
শেয়ার মূলধন	২৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদান		(২৮,৯১১)	(২,২৮২)
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল/রক্ষিত আয়		৪,৯৮৪,৯৯৯	৪,৩২২,৫০৩
কোম্পানির স্বত্বাধিকারীর অনুকূলে অর্জনযোগ্য ইক্যুইটি		৫,১০৮,২৭১	৪,৪৭২,৪০৪
নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত সুদ	৪০	(০.০৩)	০.৩৮
শেয়ারহোল্ডারগণের মোট ইক্যুইটি		৫,১০৮,২৭১	৪,৪৭২,৪০৪
কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি	২৪	১৬৬,৯৬৩	১৫৫,৪৬৫
বিলম্বিত কর দায়সমূহ	১৪.২	৩৭৪,৯৩১	৩২৭,৩২৮
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	২৫	২৫৩,৭৮২	২৪৮,২৩৫
যে দায়সমূহ চলতি নহে		৭৯৫,৬৭৬	৭৩১,০২৮
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়	২৬(ক)	১,৩৬৪,৭৮৯	১,৪১৩,৫১১
খরচ বাবদ বরাদ্দ	২৭(ক)	২১৬,২৪২	১৪৬,০১৭
চলতি কর দায়সমূহ	২৮(ক)	১৬৬,৭২৬	৮৬,২৬৭
চলতি দায়সমূহ		১,৭৪৭,৭৫৭	১,৬৪৫,৭৯৫
মোট ইক্যুইটি এবং দায়সমূহ		৭,৬৫১,৭০৪	৬,৮৪৯,২২৭
শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি	৩৯.১	৩৩৫.৬৭	২৯৩.৮৮

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরী
সভাপতি

সুজিত কুমার পাই
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো: আনিছুজ্জামান
চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

আবু মোহাম্মদ নিছার
কোম্পানি সচিব

এ এফ নেসারউদ্দিন
সিনিয়র পার্টনার
হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ

		৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের	
		২০১৯	২০১৮
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
রেভিনিউ	৬	৫,৬৮৩,৪৪১	৫,৪৬০,১৯০
বিক্রিত পণ্যের খরচ	৭	(৩,১৭০,৯২৯)	(৩,১৭৭,০৯৭)
মোট মুনাফা		২,৫১২,৫১২	২,২৮৩,০৯৩
অন্যান্য বাবদ আয়/(ক্ষতি)	৯	(২,৯৫৪)	৩০,৫৩৯
পরিচালনা ব্যয়	৮(ক)	(৮৩৩,৭৭৪)	(৯০৬,৮০৫)
পরিচালনাসমূহ হতে মুনাফা		১,৬৭৫,৭৮৪	১,৪০৬,৮২৭
অর্থায়ন হতে নীট আয়	১০	৭২,৪৭৪	২৯,৩৩৫
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন-পূর্ব মুনাফা		১,৭৪৮,২৫৯	১,৪৩৬,১৬২
শ্রমিকদের মুনাফা অংশিদারিত্ব তহবিল	১২	(৮৭,৪২০)	(৭১,৮১৪)
কর পূর্ব মুনাফা		১,৬৬০,৮৩৯	১,৩৬৪,৩৪৮
আয়কর বাবদ খরচ	১৪	(৪২৯,৪০১)	(৩৬০,৭০০)
মুনাফা		১,২৩১,৪৩৮	১,০০৩,৬৪৮
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়		(২৬,৬২৯)	(৩৯৩)
মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়		১,২০৪,৮০৯	১,০০৩,২৫৫
মুনাফা হতে অর্জন:			
কোম্পানির মালিকানা		১,২৩১,৪৩৮	১,০০৩,৬৪৮
অনিয়ন্ত্রিত সুদসমুহ	৪০	-	-
		১,২৩১,৪৩৮	১,০০৩,৬৪৮
মোট কমপ্রিহেনসিভ আয় হতে অর্জন:			
কোম্পানির মালিকানা		১,২০৪,৮০৯	১,০০৩,২৫৫
অনিয়ন্ত্রিত সুদসমুহ	৪০	-	-
		১,২০৪,৮০৯	১,০০৩,২৫৫
শেয়ারপ্রতি আয়:			
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (টাকা ১০/=)	১১(ক)	৮০.৯২	৬৫.৯৫

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরী
সভাপতি

সুজিত কুমার পাই
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো: আনিছুজ্জামান
চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

আবু মোহাম্মদ নিছার
কোম্পানি সচিব

এ এফ নেসারউদ্দিন
সিনিয়র পার্টনার
হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

কনসলিডেটেড ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ

	কোম্পানির স্বত্তাধিকারীর অনুকূলে অর্জন					
	শেয়ার মূলধন	ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদান	সংরক্ষিত তহবিল/ রক্ষিত আয়	মোট	অনিয়ন্ত্রিত সুদসমুহ	মোট ইক্যুইটি
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১লা জানুয়ারি ২০১৯-এ উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	(২,২৮২)	৪,৩২২,৫০৩	৪,৪৭২,৪০৪	০.৩৮	৪,৪৭২,৪০৪
এ বছরের মুনাফা	-	-	১,২৩১,৪৩৮	১,২৩১,৪৩৮	(০.৪১)	১,২৩১,৪৩৭
আইএফআরএস ১৬ এ্যাপ্লিকেশন হতে আয়	-	-	১,৭৪৫	১,৭৪৫	-	১,৭৪৫
এ বছরের অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়	-	(২৬,৬২৯)	-	(২৬,৬২৯)	-	(২৬,৬২৯)
চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৮	-	-	(৫৭০,৬৮৬)	(৫৭০,৬৮৬)	-	(৫৭০,৬৮৬)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	(২৮,৯১১)	৪,৯৮৪,৯৯৯	৫,১০৮,২৭১	(০.০৩)	৫,১০৮,২৭১
১লা জানুয়ারি ২০১৮-এ উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	(১,৮৮৯)	৩,৫৩১,৯১১	৩,৬৮২,২০৫	০.৭৩	৩,৬৮২,২০৬
এ বছরের মুনাফা	-	-	১,০০৩,৬৪৮	১,০০৩,৬৪৮	(০.৩৫)	১,০০৩,৬৪৭
এ বছরের অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়	-	(৩৯৩)	-	(৩৯৩)	-	(৩৯৩)
চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৭	-	-	(২১৩,০৫৬)	(২১৩,০৫৬)	-	(২১৩,০৫৬)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	(২,২৮২)	৪,৩২২,৫০৩	৪,৪৭২,৪০৪	০.৩৮	৪,৪৭২,৪০৪

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০

আইয়ুব কাদরী	**সুজিত কুমার পাই**	**মো: আনিছুজ্জামান**	**আবু মোহাম্মদ নিছার**
সভাপতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার	কোম্পানি সচিব

কনসলিডেটেড নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ

	৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের	
	২০১৯	২০১৮
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
ক. পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ		
গ্রাহকদের নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি	৫,৬০৮,৫৭৮	৫,৩৯৪,৬৩৫
অন্যান্য গ্রহণ	৭৪,৫৬২	১৬,৩৪১
কর্মচারি ও সরবরাহকারীদের নগদ অর্থ প্রদান	(৩,৮২০,৯৩৮)	(৪,০০৬,৩৭২)
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ উৎপন্ন	১,৮৬২,২০২	১,৪০৪,৬০৪
আয়কর প্রদান	(২৯৫,৬৫৯)	(২৩৪,০১৮)
সুদ প্রদান	(১,৬৭৯)	(৯৩৬)
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নীট তহবিল	১,৫৬৪,৮৬৫	১,১৬৯,৬৫০
খ. বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ		
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম একীভূত বাবদ প্রদান	(৪৩৮,৮০২)	(৫৫১,৬১৫)
একীভূত অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের প্রদান	(২৬৪)	-
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয়লব্ধ টাকা	৬,৫৮৫	৩৭,১০৫
স্থায়ী আমানত বাবদ বিনিয়োগ	(১,২৩৩,৮৬৬)	(২১৮)
সুদ বাবদ আয়	৬৬,৩৩৮	২৭,৯৭১
বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত	(১,৬০০,০০৯)	(৪৮৬,৭৫৭)
গ. আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ		
লভ্যাংশ প্রদান	(৫৬৪,৪৩২)	(২১১,০২৭)
আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত	(৫৬৪,৪৩২)	(২১১,০২৭)
নীট বৃদ্ধি/(হ্রাস) নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ (ক+খ+গ)	(৫৯৯,৫৭৬)	৪৭১,৮৬৬
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ- ১ জানুয়ারি	১,৬০৪,২২১	১,১৩২,৩৫৬
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ- ৩১শে ডিসেম্বর	১,০০৪,৬৪৬	১,৬০৪,২২১
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ প্রবাহ (NOCFPS)	১০২.৮৩	৭৬.৮৬

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০

আইয়ুব কাদরী	**সুজিত কুমার পাই**	**মো: আনিছুজ্জামান**	**আবু মোহাম্মদ নিছার**
সভাপতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার	কোম্পানি সচিব

আর্থিক অবস্থার বিবরণ

		৩১শে ডিসেম্বর তারিখের	
		২০১৯	২০১৮
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
সম্পত্তিসমূহ			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	২১	৩,৬১৭,৬৩৯	৩,৪৪৫,৪৬২
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	২২	৫,২৯৫	১১,৭৫৫
সাবসিডিয়ারি বিনিয়োগ	২০	৪০	৪০
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১৭	১০৯,৭৫২	৯০,৭৫৭
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে		৩,৭৩২,৭২৬	৩,৫৪৮,০১৪
মজুদ সামগ্রী	১৫	৮৩১,৮০০	৮৪২,৮৯৫
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ	১৬	৭১৪,০৮৫	৬১৮,৯৬৯
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১৭	১২৩,৯৬৭	২২৪,৪১৫
বিনিয়োগ	১৮	১,২৪৪,৬১৯	১০,৭৫৩
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১৯	১,০০৪,৬২৬	১,৬০৪,২০১
চলতি সম্পত্তিসমূহ		৩,৯১৯,০৯৭	৩,৩০১,২৩৩
মোট সম্পত্তিসমূহ		৭,৬৫১,৮২৪	৬,৮৪৯,২৪৭
ইক্যুইটি ও দায়সমূহ			
শেয়ারহোল্ডারগণের ইক্যুইটি			
শেয়ার মূলধন	২৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদান		(২৮,৯১২)	(২,২৮২)
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল স্থানান্তর/রক্ষিত আয়		৪,৯৮৫,৪৩৮	৪,৩২২,৭৯১
শেয়ারহোল্ডারগণের মোট ইক্যুইটি		৫,১০৮,৭০৯	৪,৪৭২,৬৯২
কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি	২৪	১৬৬,৯৬৩	১৫৫,৪৬৫
বিলম্বিত কর দায়সমূহ	১৪.২	৩৭৪,৯৩১	৩২৭,৩২৮
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	২৫	২৫৩,৭৮২	২৪৮,২৩৫
যে দায়সমূহ চলতি নহে		৭৯৫,৬৭৬	৭৩১,০২৮
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়	২৬	১,৩৬৪,৭৮৯	১,৪১৩,৫৫০
খরচ বাবদ বরাদ্দ	২৭	২১৫,৯২৯	১৪৫,৭১৭
চলতি কর দায়সমূহ	২৮	১৬৬,৭২১	৮৬,২৬২
চলতি দায়সমূহ		১,৭৪৭,৪৩৯	১,৬৪৫,৫২৯
মোট ইক্যুইটি এবং দায়সমূহ		৭,৬৫১,৮২৪	৬,৮৪৯,২৪৮
শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি মূল্য (NAV)	৩৯	৩৩৫.৭০	২৯৩.৯০

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরী
সভাপতি

সুজিত কুমার পাই
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো: আনিছুজ্জামান
চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

আবু মোহাম্মদ নিছার
কোম্পানি সচিব

এ এফ নেসারউদ্দিন
সিনিয়র পার্টনার
হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ

		৩১শে ডিসেম্বর তারিখের	
		২০১৯	২০১৮
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
রেভিনিউ	৬	৫,৬৮৩,৪৪১	৫,৪৬০,১৯০
বিক্রিত পণ্যের খরচ	৭	(৩,১৭০,৯২৯)	(৩,১৭৭,০৯৭)
মোট মুনাফা		২,৫১২,৫১২	২,২৮৩,০৯৩
অন্যান্য আয়	৯	(২,৯৫৪)	৩০,৫৩৯
পরিচালনা ব্যয়	৮	(৮৩৩,৬২৪)	(৯০৬,৬৭৯)
পরিচালনাসমূহ হতে মুনাফা		১,৬৭৫,৯৩৪	১,৪০৬,৯৫৩
অর্থায়ন হতে নীট আয়	১০	৭২,৪৭৪	২৯,৩৩৫
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন-পূর্ব মুনাফা		১,৭৪৮,৪০৯	১,৪৩৬,২৮৮
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	১২	(৮৭,৪২০)	(৭১,৮১৪)
কর বরাদ্দ পূর্ব মুনাফা		১,৬৬০,৯৮৯	১,৩৬৪,৪৭৪
আয়কর বাবদ খরচ	১৪	(৪২৯,৪০১)	(৩৬০,৭০০)
মুনাফা		১,২৩১,৫৮৮	১,০০৩,৭৭৪
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়		(২৬,৬২৯)	(৩৯৩)
মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়		১,২০৪,৯৫৯	১,০০৩,৩৮১
শেয়ারপ্রতি আয়			
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (টাকা ১০/=)	১১.১	৮০.৯৩	৬৫.৯৬

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরী
সভাপতি

সুজিত কুমার পাই
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো: আনিছুজ্জামান
চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

আবু মোহাম্মদ নিছার
কোম্পানি সচিব

এ এফ নেসারউদ্দিন
সিনিয়র পার্টনার
হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ

	শেয়ার মূলধন	ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদান	সংরক্ষিত তহবিল/ রক্ষিত আয়	মোট ইক্যুইটি
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১লা জানুয়ারি ২০১৯-এ উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	(২,২৮৩)	৪,৩২২,৭৯১	৪,৪৭২,৬৯১
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়	-	(২৬,৬২৯)	-	(২৬,৬২৯)
আইএফআরএস ১৬ এ্যাপ্লিকেশন হতে আয়	-	-	১,৭৪৫	১,৭৪৫
এ বছরের মুনাফা	-	-	১,২৩১,৫৮৮	১,২৩১,৫৮৮
চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৮	-	-	(৫৭০,৬৮৬)	(৫৭০,৬৮৬)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	(২৮,৯১২)	৪,৯৮৫,৪৩৮	৫,১০৮,৭০৯
১লা জানুয়ারি ২০১৮-এ উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	(১,৮৮৯)	৩,৫৩২,০৭৩	৩,৬৮২,৩৬৭
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়	-	(৩৯৩)	-	(৩৯৩)
এ বছরের মুনাফা	-	-	১,০০৩,৭৭৪	১,০০৩,৭৭৪
অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ ২০১৭	-	-	(২১৩,০৫৬)	(২১৩,০৫৬)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	(২,২৮২)	৪,৩২২,৭৯১	৪,৪৭২,৬৯২

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০

আইয়ুব কাদরী	**সুজিত কুমার পাই**	**মো: আনিছুজ্জামান**	**আবু মোহাম্মদ নিছার**
সভাপতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার	কোম্পানি সচিব

নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ

	৩১শে ডিসেম্বর তারিখের	
	২০১৯	২০১৮
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
ক. পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ		
গ্রাহকদের নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি	৫,৬০৮,৫৭৮	৫,৩৯৪,৬৩৪
অন্যান্য গ্রহণ	৭৪,৫৬২	১৬,৩৪১
কর্মচারি ও সরবরাহকারীদের নগদ অর্থ প্রদান	(৩,৮২০,৭৯৯)	(৪,০০৬,২৪৬)
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ উৎপন্ন	১,৮৬২,৩৪১	১,৪০৪,৭৩০
আয়কর প্রদান	(২৯৫,৬৫৯)	(২৩৪,০১৮)
সুদ প্রদান	(১,৬৭৯)	(৯৩৬)
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নীট তহবিল	১,৫৬৫,০০৪	১,১৬৯,৭৭৬
খ. বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ		
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম একীভূত বাবদ প্রদান	(৪৩৮,৮০২)	(৫৫১,৬১৫)
একীভূত অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের প্রদান	(২৬৪)	-
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয়লব্ধ টাকা	৬,৫৮৫	৩৭,১০৫
স্থায়ী আমানত বাবদ বিনিয়োগ	(১,২৩৩,৮৬৬)	(২১৮)
সুদ বাবদ আয়	৬৬,৩৩৮	২৭,৯৭১
বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত	(১,৬০০,০০৯)	(৪৮৬,৭৫৭)
গ. আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ		
সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে প্রদান	(১৩৮)	(১২৬)
লভ্যাংশ প্রদান	(৫৬৪,৪৩২)	(২১১,০২৭)
আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত	(৫৬৪,৫৭০)	(২১১,১৫৩)
নীট বৃদ্ধি/(হ্রাস) নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ (ক+খ+গ)	(৫৯৯,৫৭৬)	৪৭১,৮৬৬
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ-১ জানুয়ারি	১,৬০৪,২০১	১,১৩২,৩৩৬
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ-৩১শে ডিসেম্বর	১,০০৪,৬২৬	১,৬০৪,২০১
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ প্রবাহ (NOCFPS)	১০২.৮৪	৭৬.৮৭

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০

আইয়ুব কাদরী	**সুজিত কুমার পাই**	**মো: আনিছুজ্জামান**	**আবু মোহাম্মদ নিছার**
সভাপতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার	কোম্পানি সচিব

হিসাবের টীকাসমূহ

২০১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

১. প্রতিবেদন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

১.১ কোম্পানির পরিচিতি

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত একটি কোম্পানি এবং কোম্পানিজ এ্যাক্ট ১৯১৩-এর (কোম্পানিজ এ্যাক্ট ১৯৯৪ এর পরিবর্ধন) আওতায় ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অন্তর্ভূক্ত হয়। কোম্পানিটি ১৯৭৬ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) ও ১৯৯৬ সালে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE) উভয়েরই শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। এর নিবন্ধীকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা হলো: ২৮৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮, বাংলাদেশ। কোম্পানি যুক্তরাজ্যের বিওসি গ্রুপ লিমিটেড-এর একটি সাবসিডিয়ারী কোম্পানি যা পুরোপুরি জার্মানির লিন্ডে এজি এর মালিকানাধীন।

২০১৮ সালের ৩১শে অক্টোবর জার্মানির লিন্ডে এজি এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্‌জাইর ইনকর্পোরেশন এর মাঝে একটি বৈশ্বিক একীভূতকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেই সুবাদে, লিন্ডে পিএলসি নামক আয়ারল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি লিন্ডে এজি এবং প্রাক্‌জাইর ইনকর্পোরেশন উভয়ের নতুন হোল্ডিং কোম্পানিতে পরিণত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বর্তমানে নতুন চূড়ান্ত হোল্ডিং কোম্পানি হল লিন্ডে পিএলসি।

বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড এবং বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি। সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলো লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। উভয় সাবসিডিয়ারি কোম্পানিদ্বয় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে।

কোম্পানি এবং এর সাবসিডিয়ারি (একত্রে 'গ্রুপ' বোঝানো হয়েছে) নিয়ে এই কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

১.২ ব্যবসার প্রকৃতি

কোম্পানির কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শিল্পজাত ও চিকিৎসা, গ্যাস, ওয়েল্ডিং সরঞ্জামাদি ও পণ্যসমূহ, এ্যানেসথেসিয়া ও সহায়ক সরঞ্জামাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ করা। সিলিন্ডার ভাড়া ও গ্রাহকদের কর্মস্থলে ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড ইভাপোরেটর (VIE) স্থাপন কার্যক্রম হতেও কোম্পানি আয় করে থাকে।

২. অনুসৃত বিধির বিবরণ

এই আর্থিক বিবরণীসমূহ (কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণসহ) চলমান নীতি অনুসরণে হিসাবরক্ষণ কার্যের আন্তর্জাতিক আর্থিক মান অনুযায়ী প্রতিবেদনসমূহ (IFRS), এবং এই বিবরণী কোম্পানির আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ নীতি ১৯৮৭ এবং বাংলাদেশর প্রযোজ্য অন্যান্য আইন মোতাবেক প্রস্তুত করা হয়েছে।

আর্থিক বিবরণীসমূহ ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০ তারিখে প্রকাশ করার জন্য কোম্পানি পরিচালকমন্ডলী ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

আলোচ্য বছরে গৃহীত পরিবর্তনসমূহসহ, যদি থাকে, কোম্পানির হিসাবরক্ষণ নীতিমালা সমূহের বিস্তারিত তথ্য টীকা ৪৪-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. আর্থিক বিবরণীর উপস্থাপন এবং ব্যবহারিক মুদ্রা

এই আর্থিক বিবরণীসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশীয় মুদ্রায় (টাকা) যাহা কোম্পানির ব্যবহারিক ও উপস্থাপন উভয়ই মুদ্রায়। বর্ণিত ব্যতীত এই আর্থিক বিবরণীসমূহের সংখ্যাগুলি নিকটতম হাজার টাকার হিসাবের অংক দেখানো হয়েছে, যদি অন্য কোনরকম নির্দেশনা না থাকে।

৪. আনুমানিক বিবেচনাসমূহ ও হিসাবাদি ব্যবহার

আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগের পাশাপাশি সম্পদ, দায়, আয় ও ব্যয়সমূহের প্রতিবেদিত পরিমাণকে প্রভাবিত করে এমন ধরনের বিবেচনা আনুমানিক হিসাব ও ধারণাকে কাজে লাগাতে হয়। আনুমানিক হিসাবাদি এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ চলমান ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনা করা হয়। ভবিষ্যতে হিসাবে পুনঃপরীক্ষা স্বীকৃত হবে।

(ক) বিচার-বিশ্লেষণ

আর্থিক বিবরণীসমূহে স্বীকৃত অর্থের পরিমাণের উপর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এমন হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসৃত বিচার-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নলিখিত টীকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

টীকা নং-৩৮: কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারাসমূহ – ইজারাদার হিসেবে ইজারাসমূহ

(খ) আনুমানিক ধারণা ও বিবেচনা অনিশ্চিত হিসাবাদি

আর্থিক বিবরণীসমূহে আনুমানিক ধারণা ও বিবেচনা অনিশ্চিত হিসাবাদি বড় ধরনের ঝুঁকি মেটেরিয়াল সমন্বয়ের বিশ্লেষণ তথ্য নিম্নলিখিত টীকায় ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে:

টীকা ১৪.২	বিলম্বিত করের দায়সমূহ
টীকা ১৬.১.১	বাণিজ্য প্রাপ্য বাবদ বরাদ্দ
টীকা ২১	সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম-এর ব্যবহারিক বাড়তি মূল্য
টীকা ২৪.১	গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ
টীকা ২৮	চলতি কর দায়সমূহ

৫. পরিচালনা খাতসমূহ

(ক) খাতসমূহের ভিত্তি

নিম্নে পরিচালনা প্রতিবেদন খাতসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল:

প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ	কার্যক্রমসমূহ
বাল্ক গ্যাসসমূহ	শিল্পজাত তরল গ্যাসসমূহ, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদন ও সরবরাহ
প্যাকেজ গ্যাস ও পণ্যসমূহ (পিজি এন্ড পি)	শিল্পজাত কমপ্রেসড প্যাকেজড গ্যাসসমূহ ও ওয়েল্ডিং মালামালসমূহ যার আওতায় রয়েছে কমপ্রেসড শিল্পজাত অক্সিজেন, ডিজলভড এ্যাসিটিলিন, নাইট্রোজেন, আর্গন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ইলেক্ট্রোডসমূহ
হেলথকেয়ার	হেলথকেয়ার খাতসমূহে মেডিক্যাল গ্যাস যেমন, মেডিকেল অক্সিজেন ও নাইট্রাস অক্সাইড, সিলিন্ডারস ও এক্সেসরিজসমূহ সরবরাহ এবং মেডিক্যাল গ্যাস পাইপ লাইন সিস্টেম ও মেডিক্যাল সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সরবরাহ ও স্থাপন সম্পর্কিত সকল ধরনের সেবা

এই তিনটি প্রতিবেদনযোগ্য খাত হল কোম্পানির কৌশলগত ব্যবসায় ইউনিট এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন প্রেরণ কাঠামোর ভিত্তিতে এই খাতসমূহের বিষয়ে পৃথকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি কৌশলগত ব্যবসায় ইউনিটের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম তিন মাস অন্তর অন্তর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে থাকে। কার্যক্রম পরিচালনা হতে আগত খাতভিত্তিক মুনাফার আলোকে সাফল্য বা দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রতিবেদনসমূহে উক্ত মুনাফার বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করা হয়। খাতভিত্তিক আয় এবং কার্যক্রম পরিচালনা হতে আগত মুনাফা দক্ষতা বা সাফল্য পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কারণ অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, অন্যান্য যেসকল প্রতিষ্ঠান এসব শিল্প-কারখানার আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেসব প্রতিষ্ঠান বিচারে নির্দিষ্ট কতক খাতের ফলাফল মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের তথ্য সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত।

খ. প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রতিটি প্রতিবেদনযোগ্য খাত সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সাফল্য পরিমাপের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম হতে আগত খাত সংক্রান্ত মুনাফা ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই মর্মে বিশ্বাস করেন যে, একই শিল্প কারখানাসমূহে কার্যক্রম পরিচালনারত অন্যান্য সংস্থাসমূহের সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের ফলাফল মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই তথ্য সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত।

	প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ			টাকা '০০০
	বাল্ক গ্যাসসমূহ	পিজি এন্ড পি	হেলথকেয়ার	মোট
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
২০১৯				
রেভিনিউ	৭২৭,৩৩০	৪,২৩৯,৫৩৩	৭১৬,৫৭৮	৫,৬৮৩,৪৪১
পরিচালনা হতে মুনাফা	২৩৪,৩৭৯	১,৪৬৪,৮১৮	২৯৯,৯৮১	১,৯৯৯,১৭৮
২০১৮				
রেভিনিউ	৫৭৭,৩৪৩	৪,১৮৯,৮১৮	৬৯৩,০২৯	৫,৪৬০,১৯০
পরিচালনা হতে মুনাফা	১০০,৯২৯	১,৩২৭,৫৮০	২৫৬,৩৩৫	১,৬৮৪,৮৪৪

গ. প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ সংক্রান্ত তথ্য আইএফআরএস পরিমাপের আলোকে উপস্থাপন

		২০১৯	২০১৮
i. রেভিনিউ	টাকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ হতে মোট রেভিনিউ	৫ (খ)	৫,৬৮৩,৪৪১	৫,৪৬০,১৯০
অন্যান্য খাতসমূহ হতে রেভিনিউ		-	-
আন্তঃ খাতসমূহের বাতিলকৃত রেভিনিউ		-	-
মোট রেভিনিউ		৫,৬৮৩,৪৪১	৫,৪৬০,১৯০
ii. কর পূর্ব মুনাফা			
প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ হতে মোট কর পূর্ব মুনাফা	৫ (খ)	১,৯৯৯,১৭৮	১,৬৮৪,৮৪৪
অন্যান্য খাতসমূহ হতে মোট কর পূর্ব মুনাফা		-	-
আন্তঃ খাতসমূহের বাতিলকৃত মুনাফা		-	-
প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহের মুনাফা সংশ্লিষ্ট নয়		(৩৩১,৩০১)	(৩০১,২৭৭)
মোট কর পূর্ব মুনাফা		১,৬৬৭,৮৭৭	১,৩৮৩,৫৬৭
iii. প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহের মুনাফা সংশ্লিষ্ট নয়			
অন্যান্য আয় (ক্ষতি)	৯	(২,৯৫৪)	৩০,৫৩৯
রয়েলিটি ও কারিগরি সহায়তা ফি	৮	(৩৭,১৫০)	(৩২,১৭৮)
নীট অর্থায়ন হতে আয়	১০	৭২,৪৭৪	২৯,৩৩৫
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন	১২	(৮৭,৪২০)	(৭১,৮১৪)
অব্যবহৃত কর্পোরেট উপরি ব্যয়		(২৭৬,২৫১)	(২৫৭,১৫৯)
		(৩৩১,৩০১)	(৩০১,২৭৭)

বর্তমান কোম্পানির আকার ও পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতিদিনের বিবেচনায় সম্পত্তির অংশসমূহ এবং দায়-দায়িত্বসমূহ গণ্য হবে না। সম্পত্তির অংশসমূহ এবং দায়-দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে কোন তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

৬. রেভিনিউ

		২০১৯		২০১৮	
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৪৪(ঢ)-এ বিস্তারিত	মাপের একক	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা
		'০০০	টাকা '০০০	'০০০	টাকা '০০০
এ, এস, ইউ গ্যাসেস	এম^{৩}	২৫,৭৭৫	১,১৫৬,৬৮০	২০,৯৩১	৯৪৮,৭৩০
ডিজলভ্ এসিটিলিন	এম^{৩}	১৭৫	৯৮,৮৬৯	২০৫	১১৮,২১৬
ইলেকট্রোডস	এম টি	২৬	৩,৭৬৭,৯২৯	২৬	৩,৬৫৭,৩৫০
অন্যান্য			৬৫৯,৯৬৪		৭৩৫,৮৯৩
			৫,৬৮৩,৪৪১		৫,৪৬০,১৯০

	টাকা	২০১৯	২০১৮
		টাকা '০০০	টাকা '০০০
৭. বিক্রিত পণ্যের খরচ			
প্রারম্ভিক মজুদ উৎপাদন পণ্যের		১৫৭,৯৩৯	১২৪,১৪৬
পণ্যের উৎপাদন খরচ	৭.১	৩,০৪৯,২৯২	৩,১০৪,৫৩৭
উৎপাদিত পণ্যের সমাপনী মজুদ		(১৪৪,৬৮৫)	(১৫৭,৯৩৯)
উৎপাদন পণ্যের বিক্রয় খরচ		৩,০৬২,৫৪৬	৩,০৭০,৭৪৪
পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের খরচ		১০৮,৩৮৩	১০৬,৩৫৩
		৩,১৭০,৯২৯	৩,১৭৭,০৯৭

	টীকা	২০১৯ টাকা '০০০	২০১৮ টাকা '০০০
৭.১ পণ্যের উৎপাদন খরচ			
কাঁচামাল এবং মোড়কজাত মালামাল	৭.১.১	২,২১৩,৫৭১	২,২৭৩,৯৭২
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ		৩০৪,৩৩৭	২৮৪,৬৭৫
		২,৫১৭,৯০৮	২,৫৫৮,৬৪৭
উৎপাদন উপরি খরচ:			
বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার		২০৭,৫৫৯	২০৪,৫৫২
অবচয়		২০০,৬২২	১৯৪,৬৫৮
যন্ত্রপাতি মেরামত		৮০,২০৪	৮৭,৫৪৯
দালান মেরামত		১১,২৯২	৫,১১১
রক্ষণাবেক্ষণ		৩,৪৪৬	৪,১৯৩
বীমা খরচ		৩,৪০৯	৩,৯৮৬
ভাড়া, অভিকর এবং কর		৫২০	৪৬৬
ভ্রমণ এবং যানবাহন খরচ		৬৯৪	৮১৫
প্রশিক্ষণ খরচ		৩৩১	১৫৫
যানবাহন চলাচল খরচ		৫,৭৮৪	৪,১৮৫
টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স		৭৮৪	৯৩৯
ছাপা, ডাক ও মনোহারী খরচ		২,৪০৩	৩,৪২৬
আইন ও পেশাদারী ফি		২,৫৩২	১,৫৭৪
মজুদ সামগ্রীর অবলোপন		৭,৪৯০	২১,০০৪
পুরাতন মজুদ সামগ্রী বাবদ বরাদ্দ		(৪,৩৯০)	৪,৫০৯
বিবিধ ফ্যাক্টরি খরচ		৮,৭০৪	৮,৭৬৮
		৫৩১,৩৮৪	৫৪৫,৮৯০
		৩,০৪৯,২৯২	৩,১০৪,৫৩৭

৭.১.১ ব্যবহৃত কাঁচামাল ও মোড়কজাত সামগ্রী

		প্রারম্ভিক মজুদ		ক্রয়		সমাপনী মজুদ		ব্যবহার		ব্যবহারের শতকরা পরিমাণ
	একক পরিমাপ	পরিমাণ '০০০	মূল্য টাকা '০০০	পরিমাণ '০০০	মূল্য টাকা '০০০	পরিমাণ '০০০	মূল্য টাকা '০০০	পরিমাণ '০০০	মূল্য টাকা '০০০	
ক্যালসিয়াম কার্বাইড	এম.টি	৬৩	৪,৭৯১	৬৪৯	৫০,৮৬৬	৯০	৭,৭১৭	৬২২	৪৭,৯৪০	২.১৭
ওয়্যার	এম.টি	৩৪৪	২৩,১৪১	২০,৭১৯	১,২৫৪,৬৪২	৬০৫	৩৩,২৭৭	২০,৪৫৮	১,২৪৪,৫০৬	৫৬.২২
ব্লেনডেড পাউডার	এম.টি	১,৭৭১	১৭০,৪১৯	৩,১৮২	৩৯৭,৮৮৬	১,২৫২	১৫৬,৪৬১	৩,৭০১	৪১১,৮৪৪	১৮.৬১
অন্যান্য*			১৬২,৮১১		৫৪৯,৭৩৯		২০৩,২৬৯		৫০৯,২৮১	২৩.০১
২০১৯			৩৬১,১৬২		২,২৫৩,১৩৩		৪০০,৭২৪		২,২১৩,৫৭১	১০০.০০
২০১৮			৩০৬,২৬৭		২,৩২৮,৮৬৭		৩৬১,১৬২		২,২৭৩,৯৭২	১০০.০০

* অন্যান্যগুলোর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় বাজার ও বিদেশ হতে ক্রীত বিভিন্ন ধরনের তরল দ্রব্যসমূহ, কেমিক্যাল, লুবরিকেন্ট এবং প্যাকিং সরঞ্জামাদি।

	টীকা	২০১৯ টাকা '০০০	২০১৮ টাকা '০০০
৮. পরিচালনা ব্যয়			
বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার		২৮৭,৭৫৭	৩০৫,৪৪২
অবচয়		৯১,৪৬৪	৮৫,৪০৭
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন		৬,৭২৪	৬,৯৪৪
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ		৮০৬	১,৫৮১
দালান মেরামত		১,৬১০	২,১২৬
রক্ষণাবেক্ষণ		৬,৫৪৪	৬,৫৭৭
বীমা		১৮৪	১১২
বিতরণ		২৪৬,৫৪৬	২৮৭,৬২৪
ভাড়া, অভিকর এবং কর		২,৮৪৪	১৩,২৯২
ভ্রমণ এবং যাতায়াত		৫,৫৫৯	৮,২৩৯
প্রশিক্ষণ		৬১৭	৬২৩
টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স		৫,৩৮০	১০,৬৮৯
গ্লোবাল ইনফরমেশন সার্ভিস		৪০,৩৭৫	৪৫,৩৭৬

		২০১৯	২০১৮
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
আউটসোর্সিং সার্ভিস খরচ		১৬,০৩৩	১৩,০১৪
ছাপা, ডাক, মনোহারী এবং অফিস খরচ		৭,৯১৯	৮,৩৪২
বিজ্ঞাপন এবং উন্নয়ন		১৯,৪৪৮	১৪,৮৯৮
বরাদ্দ/বাণিজ্য প্রাপ্য		৩,৭১৫	১,৯৬৩
অনাদায়ী দেনার অবলোপন		২,৩৯৩	৯,৫১৩
আইন এবং পেশাদারী খরচ		২৪,৯৩৪	২৭,২৮৯
কারিগরি সহায়তা ফি		৩৭,১৫০	৩২,১৭৮
অডিট ফি	৮.১	৮০০	৮৯০
ব্যাংক চার্জ		৫,৪৩৯	৬,৫১৬
আপ্যায়ন		২৬৩	৬৮৪
বিবিধ অফিস খরচ		১৯,১২০	১৭,৩৬০
		৮৩৩,৬২৪	৯০৬,৬৭৯
৮(এ) কনসলিডেটেড পরিচালনা ব্যয়			
বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার		২৮৭,৭৫৭	৩০৫,৪৪২
অবচয়		৯১,৪৬৪	৮৫,৪০৭
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন		৬,৭২৪	৬,৯৪৪
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ		৮০৬	১,৫৮১
দালান মেরামত		১,৬১০	২,১২৬
অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ		৬,৫৪৪	৬,৫৭৭
বীমা		১৮৪	১১২
বিতরণ ব্যয়		২৪৬,৫৪৬	২৮৭,৬২৪
ভাড়া, অভিকর এবং কর		২,৮৪৪	১৩,২৯২
ভ্রমণ এবং যাতায়াত		৫,৫৫৯	৮,২৩৯
প্রশিক্ষণ ব্যয়		৬১৭	৬২৩
টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স		৫,৩৮০	১০,৬৮৯
গ্লোবাল ইনফরমেশন সার্ভিস		৪০,৩৭৫	৪৫,৩৭৬
আউটসোর্সিং সার্ভিস খরচ		১৬,০৩৩	১৩,০১৪
ছাপা, ডাক, মনোহারী এবং অফিস খরচ		৭,৯১৯	৮,৩৪২
বিজ্ঞাপন এবং উন্নয়ন		১৯,৪৪৮	১৪,৮৯৮
বরাদ্দ/বাণিজ্য প্রাপ্য		৩,৭১৫	১,৯৬৩
অনাদায়ী দেনার অবলোপন		২,৩৯৩	৯,৫১৩
আইন এবং পেশাদারী খরচ		২৪,৯৩৪	২৭,২৮৯
কারিগরি সহায়তা ফি		৩৭,১৫০	৩২,১৭৮
অডিট ফি		৯৫০	১,০১৬
ব্যাংক চার্জ		৫,৪৩৯	৬,৫১৬
আপ্যায়ন		২৬৩	৬৮৪
বিবিধ অফিস খরচ		১৯,১২০	১৭,৩৬০
		৮৩৩,৭৭৪	৯০৬,৮০৫
৮.১ অডিট ফি			
স্ট্যাটুটরি অডিট		৬০০	৬৯০
অন্যান্য অডিট		২০০	২০০
		৮০০	৮৯০
৯. অন্যান্য আয়/(ক্ষতি)			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা	৯.১	৪,৫১৭	২৪,৩৯০
নীট বৈদেশিক বিনিময় মুনাফা/(ক্ষতি)		(৭,৮৩১)	৬,১৪৯
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা		৩৬০	-
		(২,৯৫৪)	৩০,৫৩৯

		২০১৯	২০১৮
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৯.১ সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম নিষ্পত্তি হতে মুনাফা (ক্ষতি)			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা	৩১	৬,৫৮৫	৩৭,১০৫
বাদ: পরিবাহী মূল্য:			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের খরচ	৩১	২৫,৬৭৫	৪৩১,৬৪০
বাদ: সঞ্চিত অবচয়	৩১	২৩,৬০৭	৪১৮,৯২৫
পরিবাহী মূল্য		২,০৬৮	১২,৭১৫
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা/(ক্ষতি)		৪,৫১৭	২৪,৩৯০
১০. অর্থায়ন হতে নীট আয়			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৪৪(ড)-এ বিস্তারিত			
অর্থায়ন হতে আয়		৭৪,১৫৩	৩০,২৭১
আর্থিক ব্যয়		(৫৮৯)	(৯৩৬)
লীজ বাবদ সুদ ব্যয়		(১,০৯০)	-
		৭২,৪৭৪	২৯,৩৩৫
১১. শেয়ারপ্রতি আয়			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৪৪(ত)-এ বিস্তারিত			
১১.১ শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়			
শেয়ারপ্রতি আয়ের হিসাব নিম্নে দেয়া হলো:			
সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের অর্জিত আয় (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) (টাকা '০০০)		১,২৩১,৫৮৮	১,০০৩,৭৭৪
এ বছরের বকেয়া সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা (টাকা '০০০)		১৫,২১৮	১৫,২১৮
শেয়ারপ্রতি মৌলিক ডাইলিউটেড আয় (EPS) টাকা		৮০.৯৩	৬৫.৯৫
১১.২ ডাইলিউটেড শেয়ারপ্রতি আয়			
এ বছরের ডাইলিউশনের কোন উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার সুযোগ না থাকার প্রেক্ষিতে শেয়ারপ্রতি কোন ডাইলিউটেড আয় হিসাবের প্রয়োজন নেই। শেয়ারপ্রতি মৌলিক এবং ডাইলিউটেড আয় একই রকম।			
১১(ক) কনসলিডেটেড শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়			
সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের অর্জিত আয় (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) (টাকা '০০০)		১,২৩১,৪৩৮	১,০০৩,৬৪৮
এ বছরের বকেয়া সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা ('০০০)		১৫,২১৮	১৫,২১৮
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (EPS) - টাকা		৮০.৯২	৬৫.৯৫
১২. শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন (WPPF)			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৪৪(ট)-এ বিস্তারিত			
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন	১২.১	৮৭,৪২০	৭১,৮১৪
১২.১ শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠনের হিসাব			
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন পূর্ব মুনাফা		১,৭৪৮,৪০৯	১,৪৩৬,২৮৮
তহবিলে গঠনের প্রযোজ্য হার		৫%	৫%
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠনের পরিমাণ		৮৭,৪২০	৭১,৮১৪
১৩. পরিচালকদের পারিশ্রমিক			
ফি		২৭৫	২৬০
বেতন এবং সুবিধা বাবদ		১৭,০৬৭	১৬,৭৩৩
বাড়ি খরচ		১,২০০	১,২০০
ভবিষ্যৎ তহবিলে চাঁদা		৭৬৮	৭৫৩
অবসর সুবিধাদি		৪৮৩	৪৬৫
		১৯,৭৯৩	১৯,৪১১

বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার খরচের মধ্যে পরিচালকদের পারিশ্রমিক অন্তর্ভূক্ত আছে।

		২০১৯	২০১৮
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১৪. আয়কর বাবদ ব্যয়			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৪৪(ঞ)-এ বিস্তারিত			
লাভ ও লোকসান হিসাবে স্বীকৃত পরিমাণ			
চলতি কর বাবদ ব্যয়		৩৭৬,১১৮	৩৩১,৩৯৮
চলতি বছর		৩৭৬,১১৮	৩৩১,৩৯৮
বিলম্বিত কর বাবদ (আয়)/ব্যয়	১৪.২	৫৩,২৮৩	২৯,৩০২
আয়কর বাবদ ব্যয়		৪২৯,৪০১	৩৬০,৭০০
১৪.১ কার্যকর কর হারের সমন্বয় সাধন			
আয়কর পূর্ব মুনাফা		১,৬৬০,৯৮৯	১,৩৬৪,৪৭৪
ধার্য্যকৃত করের হার		২৫%	২৫%
আয়কর		৪১৫,২৪৭	৩৪১,১১৯
এ বছরের ট্যাক্স চার্জকে প্রভাবিতকারী উপাদানগুলি:			
অ্যাকাউন্টিং অবমূল্যায়নের কারণে আর্থিক হ্রাস/(বৃদ্ধি)		(৫৭,৪৩৫)	(৩১,৬৭৯)
অ্যাকাউন্টিং অবমূল্যায়নের কারণে আর্থিক অ্যামোরটাইজেশন হ্রাস/(বৃদ্ধি)		৯৩১	৯১০
পুরাতন মজুদের জন্য বরাদ্দ		১,৪২০	১,৬১৮
গ্র্যাচুয়িটি প্রদানের উপর অতিরিক্ত গ্র্যাচুয়িটির বরাদ্দ		৮৭২	(১৫১)
বাণিজ্যিক প্রাপ্য চার্জ বাবদ বরাদ্দ/(অবলোপন)		৯২৯	-
যে ব্যয় গ্রাহ্য নয়		১৪,১৫৪	১৯,৫৮১
সাময়িক পার্থক্যের পরিবর্তন: উল্লিখিত (ক্রেডিট)/চার্জ		৫৩,২৮৩	২৯,৩০২
মোট আয়কর বাবদ ব্যয়		৪২৯,৪০১	৩৬০,৭০০
কার্যকরী করের হার (ইটিআর)		২৫.৮৫%	২৬.৪৪%

১৪.২ বিলম্বিত করের উদ্বৃত্তের পরিবর্তন

	১ জানুয়ারি এর নীট উদ্বৃত্ত	লাভ লোকসান হিসাবে স্বীকৃত	কম্প্রিহেন্সিভ লাভ ও ক্ষতি হিসাবে স্বীকৃত	নীট	৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের বিলম্বিত কর সম্পত্তিসমূহ	বিলম্বিত কর দায়সমূহ
২০১৯	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	(৩৮৪,৮৮৫)	(৫৭,৪৩৫)	-	(৪৪২,৩২০)	-	(৪৪২,৩২০)
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	৪,৯২২	৯৩১	-	৫,৮৫৩	৫,৮৫৩	-
মজুদ সামগ্রী	১২,৩৪৬	১,৪২০	-	১৩,৭৬৬	১৩,৭৬৬	-
বাণিজ্যিক প্রাপ্য	৭,২৮৩	৯২৯	-	৮,২১২	৮,২১২	-
কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি	৩১,৮৬১	৮৭২	-	৩২,৭৩৩	৩২,৭৩৩	-
ওসিআই (OCI) এর উপর বিলম্বিত কর	১,১৪৫	-	৫,৬৮০	৬,৮২৫	৬,৮২৫	-
সম্পত্তিসমূহের নীট বিলম্বিত কর (দায়সমূহ)	(৩২৭,৩২৮)	(৫৩,২৮৩)	৫,৬৮০	(৩৭৪,৯৩১)	৬৭,৩৮৯	(৪৪২,৩২০)
২০১৮						
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	(৩৫৩,২০৬)	(৩১,৬৭৯)	-	(৩৮৪,৮৮৫)	-	(৩৮৪,৮৮৫)
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	৪,০১২	৯১০	-	৪,৯২২	৪,৯২২	-
মজুদ সামগ্রী	১০,৭২৮	১,৬১৮	-	১২,৩৪৬	১২,৩৪৬	-
বাণিজ্যিক প্রাপ্য	৭,২৮৩	-	-	৭,২৮৩	৭,২৮৩	-
কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি	৩২,০১২	(১৫১)	-	৩১,৮৬১	৩১,৮৬১	-
ওসিআই (OCI) এর উপর বিলম্বিত কর	-	-	১,১৪৫	১,১৪৫	১,১৪৫	-
সম্পত্তিসমূহের নীট বিলম্বিত কর (দায়সমূহ)	(২৯৯,১৭১)	(২৯,৩০২)	১,১৪৫	(৩২৭,৩২৮)	৫৭,৫৫৭	(৩৮৪,৮৮৫)

		২০১৯	২০১৮
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১৫. মজুদ সামগ্রী			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৪৪(চ)-এ বিস্তারিত			
কাঁচামাল		৪০০,৭২৪	৩৬১,১৬২
উৎপন্ন দ্রব্য মজুদ		২৮৮,৪৬৫	৩৫৬,০৮৪
চালান অধীন মালামাল		৫৩,০৩৯	৩৪,৫৩২
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুচরা যন্ত্রপাতি		১৫১,৪৮৪	১৫৭,৪১৯
পুরাতন মজুদ সামগ্রী বাবদ বরাদ্দ	১৫.১	(৬১,৯১২)	(৬৬,৩০২)
		৮৩১,৮০০	৮৪২,৮৯৫

	টীকা	২০১৯ টাকা '০০০	২০১৮ টাকা '০০০
১৫.১ পুরাতন মজুদ সামগ্রী বাবদ বরাদ্দ			
১ জানুয়ারির উদ্বৃত্ত		৬৬,৩০২	৬১,৭৯৩
এ বছরের জন্য বরাদ্দ		(৪,৩৯০)	৪,৫০৯
৩১শে ডিসেম্বরের উদ্বৃত্ত		৬১,৯১২	৬৬,৩০২
মজুদ সামগ্রী অসংখ্য আইটেমের এবং পরিমাপের বৈচিত্র্যময় এককসমূহ বিচারে আইটেমের বিপরীতে মজুদ সামগ্রীর পরিমাণ প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার।			
১৬. বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্য			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৪৪(ঙ) (ii)-এ বিস্তারিত			
বাণিজ্য প্রাপ্য	১৬.১	৬৫৬,৯৪৫	৫৮২,০৮২
আন্তঃ কোম্পানি প্রাপ্য		১৪,৪০২	৮,১২১
সুদ প্রাপ্য		১২,১৮০	৪,৩৬৫
অন্যান্য প্রাপ্য		৩০,৫৫৮	২৪,৪০১
		৭১৪,০৮৫	৬১৮,৯৬৯
১৬.১ বাণিজ্য প্রাপ্য			
গ্যাসসমূহ		১৯৩,৮১৯	১৯০,৩৯৭
ওয়েল্ডিং		১২৮,৫১২	৬৯,২০১
হেলথকেয়ার		৩৬০,৬৯০	৩৪৪,৮৪৬
		৬৮৩,০২১	৬০৪,৪৪৪
বাণিজ্য প্রাপ্য বাবদ বরাদ্দ	১৬.১.১	(২৬,০৭৭)	(২২,৩৬২)
		৬৫৬,৯৪৫	৫৮২,০৮২
১৬.১.১ বাণিজ্য প্রাপ্য বাবদ বরাদ্দ			
১লা জানুয়ারির উদ্বৃত্ত		২২,৩৬২	২০,৩৯৯
বরাদ্দ/(পরিবর্তন) বাণিজ্য প্রাপ্য		৩,৭১৫	১,৯৬৩
৩১শে ডিসেম্বরের উদ্বৃত্ত		২৬,০৭৭	২২,৩৬২
১৭. অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ			
কর্মচারিদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম		৭৬,২৮৮	৬৮,৯৯৩
সরবরাহকারীদেরকে প্রদত্ত অগ্রিম		৪৯৬	৪২৭
জমা এবং আগাম পরিশোধ		১৩৪,৫৯৬	১৫৪,০৫১
চলতি হিসাবে মূল্য সংযোজন কর		২২,২৪০	৯১,৭০১
অধীনস্ত কোম্পানীর চলিত হিসাব		৯৯	-
		২৩৩,৭১৯	৩১৫,১৭২
চলতি নহে		১০৯,৭৫২	৯০,৭৫৭
চলতি		১২৩,৯৬৭	২২৪,৪১৫
		২৩৩,৭১৯	৩১৫,১৭২
চলতি নহে (কনসিলেটেড)		১০৯,৭৫২	৯০,৭৫৭
চলতি (কনসিলেটেড)		১২৩,৮৬৮	২২৪,৪১৫
		২৩৩,৬২০	৩১৫,১৭২
এই অর্থসমূহ অঙ্গীকারবদ্ধ নয়, কিন্তু ভাল বলে বিবেচিত।			
১৮. বিনিয়োগ			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৪৪(ঙ) (iii)-এ বিস্তারিত			
বিনিয়োগকৃত স্থায়ী আমানতের উপর প্রাপ্তি		১,২৪৪,৬১৯	১০,৭৫৩
১৯. নগদ ও নগদ সমতুল্যসমূহ			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৪৪(ঙ) (i)-এ বিস্তারিত			
নগদ তহবিল		৪৫৩	৩৫৭
ব্যাংকে গচ্ছিত		৪৬৯,৫৬৪	৪০৩,১৮৮
ব্যাংকে স্থায়ী গচ্ছিত		৫৩৪,৬০৯	১,২০০,৬৫৬
		১,০০৪,৬২৬	১,৬০৪,২০১

	২০১৯	২০১৮
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১৯.১ নীট নগদ প্রবাহের পরিচালনা সমন্বয়সাধন		
কর পূর্ব নীট মুনাফা	১,৬৬০,৯৮৯	১,৩৬৪,৪৭৪
যোগ: নগদ অর্থের পরিবর্তনের সহিত আইটেমসমূহ জড়িত নহে		
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের অবচয়	২৮৫,২৫৭	২৮০,০৬৫
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন	৬,৭২৪	৬,৯৪৪
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের বিক্রয়ের উপর লাভ	(৪,৫১৭)	(২৪,৩৯০)
আর্থিক ব্যয়	৫৮৯	৯৩৬
সুদ বাবদ আয়	(৭৪,১৫৩)	(৩০,২৭১)
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	৮৭,৪২০	৭১,৮১৪
গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ	১৮,২০০	৮,৯৫০
	৩১৯,৫২০	৩১৪,০৪৮
ক. চলতি মূলধন সুবিধার পরিবর্তনের পূর্বে পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ উৎপন্ন	১,৯৮০,৫০৮	১,৬৭৮,৫২২
চলতি মূলধন সুবিধা পরিবর্তন:		
মজুদ সামগ্রী (বৃদ্ধি)/হ্রাস	১১,০৯৫	(১৫৯,৩২০)
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহের (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৯৫,১১৬)	৫৬৬
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধসমূহের (বৃদ্ধি)/হ্রাস	৮১,৪৫৩	(৫৩,৭৮৬)
অন্যান্য যে দায়সমুহ চলিত নহে-এর বৃদ্ধি	৬০৪	১২,৭৩৬
কর্মচারিদের অন্যান্য কল্যাণ সুবিধাদির (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(২৮,০২২)	(৫,২৭১)
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়-এর বৃদ্ধি	(৭২,৯৬০)	৩৪,৬৫৪
ব্যয় বরাদ্দ (হ্রাস)/বৃদ্ধি	৭০,২১২	(১৮,৯৬৫)
খ. চলতি মূলধন সুবিধার মোট পরিবর্তন	(৩২,৭৩৪)	(১৮৯,৩৮৬)
গ. পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ উৎপন্ন (ক+খ)	১,৯৪৭,৭৭৪	১,৪৮৯,১৩৬
বাদ:		
আয়কর প্রদান	(২৯৫,৬৫৯)	(২৩৪,০১৮)
সুদ প্রদান	(৫৮৯)	(৯৩৬)
শ্রমিকদের মুনাফা অংশিদারিত্ব তহবিল প্রদান	(৭১,৮১৪)	(৬৮,৬৪৫)
গ্র্যাচুইটি প্রদান	(১৪,৭১০)	(১৫,৭৬০)
ঘ.	(৩৮২,৭৭২)	(৩১৯,৩৫৯)
পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নীট নগদ অর্থ প্রবাহ (গ+ঘ)	১,৫৬৫,০০৩	১,১৬৯,৭৭৬

১৯(ক) কনসলিডেটেড নগদ ও নগদ সমতুল্যসমূহ		
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	১,০০৪,৬২৬	১,৬০৪,২০১
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড	-	-
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড	২০	২০
	১,০০৪,৬৪৬	১,৬০৪,২২১
১৯(ক). ১. নীট নগদ প্রবাহের পরিচালনা সমন্বয়সাধন (কনসিলেটেড)		
কর পূর্ব নীট মুনাফা	১,৬৬০,৮৩৯	১,৩৬৪,৩৪৮
যোগ: নগদ অর্থের পরিবর্তনের সহিত আইটেমসমূহ জড়িত নহে		
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের অবচয়	২৮৫,২৫৭	২৮০,০৬৪
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন	৬,৭২৪	৬,৯৪৪
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের বিক্রয়ের উপর লাভ	(৪,৫১৭)	(২৪,৩৯০)
আর্থিক ব্যয়	৫৮৯	৯৩৬
সুদ বাবদ আয়	(৭৪,১৫৩)	(৩০,২৭১)
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	৮৭,৪২০	৭১,৮১৪
গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ	১৮,২০০	১৯,০২৩
	৩১৯,৫২০	৩২৪,১২০

	২০১৯	২০১৮
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
ক. চলতি মূলধন সুবিধার পরিবর্তনের পূর্বে পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ উৎপন্ন	১,৯৮০,৩৫৯	১,৬৮৮,৪৬৮
চলতি মূলধন সুবিধা পরিবর্তন:		
মজুদ সামগ্রী (বৃদ্ধি)/হ্রাস	১১,০৯৫	(১৫৯,৩২০)
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহের (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৯৫,১১৬)	৫৬৬
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধসমূহের (বৃদ্ধি)/হ্রাস	৮১,৪৫৩	(৫৩,৭৮৬)
অন্যান্য যে দায়সমুহ চলিত নহে-এর বৃদ্ধি	৬০৪	১২,৭৩৬
কর্মচারিদের অন্যান্য কল্যাণ সুবিধাদির (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(২৮,০২২)	(৫,২৭১)
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়-এর বৃদ্ধি	(৭২,৯৪৮)	২৮,৪৫১
ব্যয় বরাদ্দ (হ্রাস)/বৃদ্ধি	৭০,২১২	(১৮,৯৬৬)
খ. চলতি মূলধন সুবিধার মোট পরিবর্তন	(৩২,৭২২)	(১৯৫,৫৯০)
গ. পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ উৎপন্ন (ক+খ)	১,৯৪৭,৬৩৭	১,৪৯২,৮৭৮
বাদ:		
আয়কর প্রদান	(২৯৫,৬৫৯)	(২৩৪,০১৮)
সুদ প্রদান	(৫৮৯)	(৯৩৬)
শ্রমিকদের মুনাফা অংশিদারিত্ব তহবিল প্রদান	(৭১,৮১৪)	(৬৮,৬৪৫)
গ্র্যাচুইটি প্রদান	(১৪,৭১০)	(১৯,৬২৯)
ঘ.	(৩৮২,৭৭২)	(৩২৩,২২৮)
পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নীট নগদ অর্থ প্রবাহ (গ+ঘ)	১,৫৬৪,৮৬৫	১,১৬৯,৬৫০

২০. সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে বিনিয়োগ		
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড	২০	২০
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড	২০	২০
	৪০	৪০

এই হিসাবে বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেডের ১৯৯টি সাধারণ শেয়ার (মোট ২০০টি সাধারণ ইস্যুকৃত শেয়ার) প্রতিটি ১০০/= টাকা এবং বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেডের ১৯৯৯টি সাধারণ শেয়ার (মোট ২০০০টি সাধারণ ইস্যুকৃত শেয়ার) প্রতিটি ১০/= টাকা করে কোম্পানির নামে প্রতীয়মান হয়েছে। এই সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলো ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ সমাপ্ত বছরে যথাক্রমে টাঃ ৭৪,৭৫০ এবং ৭৪,৭৫০ লোকসান করে। ১৪ই নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেডের শেয়ারহোল্ডারগণ একটি এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং এর মাধ্যমে সংস্থাটিকে সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোম্পানিটি সমাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২১. সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম

হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৪৪(খ,গ,ঘ)-এ বিস্তারিত

পরিবাহী মূল্যের সমন্বয় সাধন

বিবরণ	লাখেরাজ ভূমি	লাখেরাজ দালান	ইজারাকৃত ভূমির দালান	প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি ও সিলিন্ডারস্	মোটর গাড়ী	আসবাবপত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার	সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার (লীজ)	নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয়	মোট
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
(ক) ক্রয়মূল্য										
১লা জানুয়ারি ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	৭৫,০৮০	৭১৭,৬০৭	১০৬,৪২৬	৪,০৭২,৬১৯	১৫৪,৭৯৪	৮৯,৭৫৪	৬০,৫৯৯	৩৭,১৭১	৪০৯,৯৯৬	৫,৭২৪,০৪৬
সংযোজন	-	১৯,৩২৪	-	৫২০,৫৭৫	৩,৮২৯	২,৩৫৫	৫৩১	-	৪৫৩,৫৭৫	১,০০০,১৮৯
বিক্রয়/হস্তান্তর	-	-	-	(২৩,৬০৭)	-	(১,৯২৮)	(১৪০)	-	(৫৫১,৮২৪)	(৫৭৭,৪৯৯)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	৭৫,০৮০	৭৩৬,৯৩১	১০৬,৪২৬	৪,৫৬৯,৫৮৭	১৫৮,৬২৩	৯০,১৮১	৬০,৯৯০	৩৭,১৭১	৩১১,৭৪৭	৬,১৪৬,৭৩৬
১লা জানুয়ারি ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	৭৫,০৮০	৬৯৯,১৫৬	১০৮,০২৭	৪,২৮৬,৫৬৯	১৬৩,২৩৪	৯২,৬৮৫	৫৯,৯৯৪	-	১১৪,১৬৬	৫,৫৯৮,৯১১
সংযোজন	-	১৯,১৩০	-	১৮৫,৭৫১	৪,১২৮	৫,০৯২	৯,৬৭২	-	৫১৯,৬০৩	৭৪৩,৩৭৬
বিক্রয়/হস্তান্তর	-	(৬৭৯)	(১,৬০১)	(৩৯৯,৭০১)	(১২,৫৬৮)	(৮,০২৩)	(৯,০৬৭)	-	(২২৩,৭৭৩)	(৬৫৫,৪১২)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	৭৫,০৮০	৭১৭,৬০৭	১০৬,৪২৬	৪,০৭২,৬১৯	১৫৪,৭৯৪	৮৯,৭৫৪	৬০,৫৯৯	-	৪০৯,৯৯৬	৫,৬৮৬,৮৭৫
(খ) সঞ্চিত অবচয়										
১লা জানুয়ারি ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	-	১২৯,০৯৯	৬৪,৬১৪	১,৮৩৪,২১৬	১০৮,৯৬৩	৬৬,৪৩৫	৩৮,০৮৫	১৯,২০৬	-	২,২৬০,৬১৮
এ বছরের খরচ	-	২৩,৮৬৩	১,৮৩২	২২৬,৪০৪	১৮,৮৫৪	৪,৭০৪	৯,৬০০	৬,৮২৯	-	২৯২,০৮৬
এ বছরের বিক্রয়/হস্তান্তর	-	-	-	(২১,৫৫১)	-	(১,৯১৬)	(১৪০)	-	-	(২৩,৬০৭)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	-	১৫২,৯৬২	৬৬,৪৪৬	২,০৩৯,০৬৯	১২৭,৮১৭	৬৯,২২৩	৪৭,৫৪৫	২৬,০৩৫	-	২,৫২৯,০৯৭

বিবরণ	লাখেরাজ ভূমি	লাখেরাজ দালান	ইজারাকৃত ভূমির দালান	প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি ও সিলিন্ডারস্	মোটর গাড়ী	আসবাবপত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার	সম্পত্তি ব্যবহারের অধিকার (লীজ)	নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয়	মোট
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১লা জানুয়ারি ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	-	১০৬,৩৯৭	৬৩,৪৪৭	২,০১২,২৪৫	৯১,৯৯৬	৬৮,৯৬৫	৩৭,২২৩	-	-	২,৩৮০,২৭৩
এ বছরের খরচ	-	২৩,৩৮০	১,৯৪৯	২১৮,৪৫৫	২১,৯৯৪	৪,৬৪৫	৯,৬৪২	-	-	২৮০,০৬৪
এ বছরের বিক্রয়/হস্তান্তর	-	(৬৭৯)	(৭৮১)	(৩৯৬,৪৮৩)	(৫,০২৭)	(৭,১৭৪)	(৮,৭৮০)	-	-	(৪১৮,৯২৪)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	-	১২৯,০৯৯	৬৪,৬১৪	১,৮৩৪,২১৬	১০৮,৯৬৩	৬৬,৪৩৫	৩৮,০৮৫	-	-	২,২৪১,৪১৩
পরিবাহী মূল্য (ক-খ)										
১লা জানুয়ারি ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	৭৫,০৮০	৫৯২,৭৫৯	৪৪,৫৮০	২,২৭৪,৩২৪	৭১,২৩৮	২৩,৭২০	২২,৭৭১	-	১১৪,১৬৬	৩,২১৮,৬৩৮
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	৭৫,০৮০	৫৮৮,৫০৯	৪১,৮১১	২,২৩৮,৪০৩	৪৫,৮৩১	২৩,৩১৮	২২,৫১৪	-	৪০৯,৯৯৬	৩,৪৪৫,৪৬২
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	৭৫,০৮০	৫৮৩,৯৬৯	৩৯,৯৮০	২,৫৩০,৫১৮	৩০,৮০৬	২০,৯৫৮	১৩,৪৪৫	১১,১৩৬	৩১১,৭৪৭	৩,৬১৭,৬৩৯
২১.১ এ বছরের অবচয় বরাদ্দ										
বিক্রিত পণ্যের খরচ	–	–	–	–	–	–	–	–	২০০,৬২২	১৯৪,৬৫৮
পরিচালনা ব্যয়	–	–	–	–	–	–	–	–	৯১,৪৬৪	৮৫,৪০৭
									২৯২,০৮৬	২৮০,০৬৫

২২. অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ

হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৪৪(গ)-এ বিস্তারিত	সফট্ওয়্যার	নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয়	মোট
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
ক. মূল্য			
১লা জানুয়ারি ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	৬৮,১০০	-	৬৮,১০০
সংযোজন (টীকা- ২২.১)	২৬৪	২৬৪	৫২৮
সমন্বয়	-	(২৬৪)	(২৬৪)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	৬৮,৩৬৪	-	৬৮,৩৬৪
১লা জানুয়ারি ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	৬৮,১০০	-	৬৮,১০০
সংযোজন	-	-	-
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	৬৮,১০০	-	৬৮,১০০
খ. সঞ্চিত অ্যামোরটাইজেশন			
১লা জানুয়ারি ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	৫৬,৩৪৫	-	৫৬,৩৪৫
অ্যামোরটাইজেশন	৬,৭২৪	-	৬,৭২৪
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	৬৩,০৬৯	-	৬৩,০৬৯
১লা জানুয়ারি ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	৪৯,৪০১	-	৪৯,৪০১
অ্যামোরটাইজেশন	৬,৯৪৪	-	৬,৯৪৪
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	৫৬,৩৪৫	-	৫৬,৩৪৫
পরিবাহী মূল্য (ক-খ)			
১লা জানুয়ারি ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	১৮,৬৯৯	-	১৮,৬৯৯
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	১১,৭৫৫	-	১১,৭৫৫
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ এর উদ্বৃত্ত	৫,২৯৫	-	৫,২৯৫

২২.১ ২০১৯ সালে একটি অটোকেড সফট্ওয়্যার ক্রয় বাবদ ব্যয়

২৩. কোম্পানির স্বত্ত্বাধিকারীর অনুকূলে অর্জনযোগ্য/শেয়ার মূলধন

অনুমোদিত:		
প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে ২,০০,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার	২০০,০০০	২০০,০০০
ইস্যুকৃত, বিক্রয়কৃত এবং মূল্য পরিশোধিত:		
৩,৬১৬,৯০২ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে নগদ বাবদ ইস্যু	৩৬,১৬৯	৩৬,১৬৯
৯,৯৯,৪৯৮ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে নগদ অর্থ ছাড়া ইস্যু করা হয়েছে	৯,৯৯৫	৯,৯৯৫
১০,৬০১,৮৮০ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে বোনাস হিসাবে ইস্যু করা হয়েছে	১০৬,০১৯	১০৬,০১৯
	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩

শেয়ারহোল্ডিংস-এর শতকরা হিসাব	শতকরা হার		টাকা '০০০	টাকা '০০০
	২০১৯	২০১৮	২০১৯	২০১৮
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড	৬০.০	৬০.০	৯১,৩১০	৯১,৩১০
বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা (আই,সি,বি)	১৫.০	১৪.৮	২২,৮২৬	২২,৫১৮
পূবালী ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিঃ	১.৫	১.৩	২,২৬৯	১,৯৫৪
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (এসবিসি)	১.৩	১.৩	২,০৪৭	২,০৪৭
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	১.১	১.১	১,৬৩৩	১,৬৩৩
লংকাবাংলা সিকিউরিটিজ লিঃ	১.০	১.৭	১,৫৪৪	২,৫৪৪
অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণ	২০.১	১৯.৮	৩০,৫৫৪	৩০,১৭৭
	১০০	১০০	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩

হোল্ডিং অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডারদের শ্রেণী বিভাগঃ	হোল্ডারদের সংখ্যা		মোট শতকরা হোল্ডিংস	
হোল্ডিংস	২০১৯	২০১৮	২০১৯	২০১৮
৫০০ শেয়ারের কম	৬,১০৭	৬,৪৩৫	৩.২	৩.৩
৫০০ থেকে ৫,০০০ শেয়ার	৪৩৭	৪৮৬	৪.০	৪.৫
৫,০০১ থেকে ১০,০০০ শেয়ার	৪৫	৪০	২.২	১.৮
১০,০০১ থেকে ২০,০০০ শেয়ার	৩৪	৩৩	৩.৪	৩.২
২০,০০১ থেকে ৩০,০০০ শেয়ার	১৬	২২	২.৫	৩.৫
৩০,০০১ থেকে ৪০,০০০ শেয়ার	৪	৫	০.৮	১.১
৪০,০০১ থেকে ৫০,০০০ শেয়ার	৪	২	১.৩	০.৬
৫০,০০১ থেকে ১,০০,০০০ শেয়ার	৭	৭	৩.১	৩.৩
১,০০,০০১ থেকে ১০,০০,০০০ শেয়ার	৭	৫	১২.৬	১১.৭
১০,০০,০০০ শেয়ারের উপরে	২	২	৬৭.০	৬৭.০
	৬,৬৬৩	৭,০৩৭	১০০	১০০

		২০১৯	২০১৮
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
২৪. কর্মচারি কল্যাণ সুবিধাদি			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৪৪(ঠ)-এ বিস্তারিত			
গ্র্যাচুইটি স্কীম	২৪.১	১৬৬,৯৬৩	১২৭,৪৪৩
কর্মচারিদের অন্যান্য কল্যাণ সুবিধাদি		-	২৮,০২২
		১৬৬,৯৬৩	১৫৫,৪৬৫
২৪.১ গ্র্যাচুইটি স্কীম			
আর্থিক অবস্থার বিবৃতিতে স্বীকৃত পরিমাণ			
(নোট ২৪.১.এ) নির্ধারিত কল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত দায়		১৬৬,৯৬৩	১২৭,৪৪৩
নির্ধারিত সম্পদের ন্যায্য মূল্য		-	-
		১৬৬,৯৬৩	১২৭,৪৪৩
২৪.১(ক) কল্যাণ সুবিধার পরিবর্তন			
পূববর্তী সময়ে নীট নির্ধারিত কল্যাণ দায়সমূহ		১২৭,৪৪৩	১৩৪,২৫৩
সেবা খরচ		৮,৬৪০	৪,৭৫০
সুদ বাবদ খরচ		৯,৫৬০	৪,২০০
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের পরিমাণ স্বীকৃতি		৩৬,০৩০	-
এ বছরের কল্যাণ প্রদান		(১৪,৭১০)	(১৫,৭৬০)
এ বছরে নীট নির্ধারিত কল্যাণ দায়সমূহ		১৬৬,৯৬৩	১২৭,৪৪৩
২৪.২ উল্লেখযোগ্য এ্যাকচুয়ারিয়াল ধারণা			
ডিসকাউন্ট হার		৭.৫%	৯.০%
বেতন বৃদ্ধির হার		৬.০%	৬.০%
উত্তোলন হার		৭.৫%	৭.৫%
মৃত্যুর হার	* Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ultimate		
* এ্যাকচুয়ারির মতে এই তালিকাটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য নয়			

২৪.৩ এ বছররের প্রত্যাশিত নগদ অর্থপ্রবাহ		টাকা '০০০
২০২০ সালে প্রত্যাশিত কোম্পনির অবদান		৯,৩০০
বছরান্তে প্রত্যাশিত সুবিধা প্রদান		
	২০২০	২৪,৭৩০
	২০২১	২৪,৬৬০
	২০২২	২০,৩৪০
	২০২৩	৩১,৩৯০
	২০২৪	২৫,১৭০
	২০২৫ থেকে ২০২৯	১২২,০১০

২৪.৪ সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

ছাড়ের হারে বা ভবিষ্যতের বেতনবৃদ্ধির হারে ০.৫% পরিবর্তনের ফলে বিডিটি ৪ মিলিয়ন দ্বারা নির্ধারিত কল্যাণ সুবিধার দায়বদ্ধতায় পরিবর্তিত হবে।

২৪.৫ পরিকল্পনার মূল বিধিগুলোর সংক্ষিপ্তসার

প্ল্যান স্পনসর	লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড
সুবিধাদির প্রকৃতি	নির্ধারিত কল্যাণ সুবিধা
প্রযোজ্য বেতন ভাতা	সর্বশেষ বেসিক বেতন উত্তোলন
ভেস্টিং তালিকা	৬ মাস
নির্ধারিত অবসর গ্রহণের বয়স	৬০ বছর
সর্বোচ্চ সীমা	প্রযোজ্য নয়
সুবিধাদির ফর্মূলা	চাকুরির সময়সীমা

৬ মাসের বেশি এবং ১০ বছরের নিচে	প্রতি বছরের জন্য ৩০ দিনের বেসিক
১০ বছর এবং তার উর্দ্ধে	প্রতি বছরের জন্য ৪৫ দিনের বেসিক
কোন কর্মচারি ১১ বছর চাকুরির সময় অতিবাহিত করেন এবং ৫৭ বছরে উপনীত হয়, তিনি যে কয় বছর চাকুরি করেছেন তার সহিত X ২টি বেসিক বেতন এর সুবিধাদি পাওয়ার জন্য যোগ্য বলে গণ্য হবে।	প্রতি বছরের জন্য ৪৫ দিনের বেসিক

	২০১৯	২০১৮
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
২৫. অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে		
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৪৪(ঙ)-এ বিস্তারিত		
সিলিন্ডার বাবদ জমা	২৪৮,৮৩৯	২৪৮,২৩৫
ইজারা দায়সমূহ-দীর্ঘমেয়াদি	৪,৯৪৩	-
	২৫৩,৭৮২	২৪৮,২৩৫

গ্রাহকদের নিকট হতে সিলিন্ডার বাবদ সিকিউরিটি জমা একটি চলমান ধরনের দায়।

		২০১৯	২০১৮
	টাকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
২৬. বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদান			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৪৪(ঙ)-এ বিস্তারিত			
বাণিজ্য প্রদান		১৮৭,৮০৩	৮১,৫৪৯
আন্তঃ কোম্পানি প্রদান		৩১০,১৩৬	৪৮৬,৪০৩
মূলধনী বিষয়ে প্রদান		৩৫,৯৫৭	২১,১৮৪
গ্রাহকদের নিকট হতে অগ্রীম		৬৩,৮৯২	৫৮,৪০৬
অপরিশোধিত লভ্যাংশ		৮৮,৬০২	৮২,৩৪৯
সাবসিডিয়ারি কোম্পানির সহিত চলতি হিসাব	২৬.১	-	৩৯
ইজারা দায়সমূহ	৩৮	৫,২০০	-
অন্যান্য		৬৭৩,১৯৯	৬৮৩,৬২০
		১,৩৬৪,৭৮৯	১,৪১৩,৫৫০

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদ গত ২৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ঢাকার তেজগাওস্থ জমির অংশবিশেষ: ২.৩১ একর বিক্রয়ের অনুমোদন দেন। জমির মূল্য বাবদ অর্থ গৃহীত হয়েছে এবং জমি সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে।

		২০১৯	২০১৮
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
২৬.১ সাবসিডিয়ারি কোম্পানির সহিত চলতি হিসাব			
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড		(২৪৮)	(৩১৭)
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড		৩৪৭	২৭৮
		৯৯	(৩৯)
২৬(ক) কনসলিডেটেড বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদান			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৪৪(ঙ)-এ বিস্তারিত			
বাণিজ্য প্রদান		১৮৭,৮০৩	৮১,৫৪৯
আন্তঃ কোম্পানি প্রদান		৩১০,১৩৬	৪৮৬,৪০৩
মূলধনী বিষয়ে প্রদান		৩৫,৯৫৭	২১,১৮৪
গ্রাহকদের নিকট হতে অগ্রীম		৬৩,৮৯২	৫৮,৪০৬
অপরিশোধিত লভ্যাংশ		৮৮,৬০২	৮২,৩৪৯
ইজারা বাবদ ভাড়া		৫,২০০	-
অন্যান্য		৬৭৩,১৯৯	৬৮৩,৬২০
		১,৩৬৪,৭৮৯	১,৪১৩,৫১১
২৭. ব্যয় বাবদ বরাদ্দ			
হিসাবরক্ষণ নীতিমালা নোট ৪৪(জ)-এ বিস্তারিত			
দেয় খরচ		৬৭,০৮০	৪১,৫৯১
কর্মচারি কল্যাণ দেয় খরচ		৬১,৪১৫	৩২,২৯৮
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	২৭.১	৮৭,৪৩৪	৭১,৮২৮
		২১৫,৯২৯	১৪৫,৭১৭
২৭(ক) কনসলিডেটেড ব্যয় বাবদ বরাদ্দ			
দেয় খরচ		৬৭,৩৯৩	৪১,৮৯১
কর্মচারি কল্যাণ দেয় খরচ		৬১,৪১৫	৩২,২৯৮
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	২৭.১	৮৭,৪৩৪	৭১,৮২৮
		২১৬,২৪২	১৪৬,০১৭
২৭.১ কর্মচারি কল্যাণ সুবিধাদি			
১লা জানুয়ারি এর উদ্বৃত্ত		৭১,৮২৮	৬৮,৬৫৯
এ বছরের বরাদ্দ		৮৭,৪২০	৭১,৮১৪
		১৫৯,২৪৮	১৪০,৪৭৩
এ বছরের প্রদান		(৭১,৮১৪)	(৬৮,৬৪৫)
৩১শে ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত		৮৭,৪৩৪	৭১,৮২৮
২৮. চলতি কর দায়সমূহ			
কর বাবদ বরাদ্দ	২৮.১	৩৯২,৬৫৪	৫১৮,০৮১
আগাম আয়কর	২৮.২	(২২৫,৯৩৩)	(৪৩১,৮১৯)
		১৬৬,৭২১	৮৬,২৬২
২৮(ক). কনসলিডেটেড চলতি কর দায়সমূহ			
কর বাবদ বরাদ্দ	২৮.১	৩৯২,৬৫৯	৫১৮,০৮১
আগাম আয়কর	২৮.২	(২২৫,৯৩৩)	(৪৩১,৮১৯)
		১৬৬,৭২৬	৮৬,২৬৭
২৮.১ কর বাবদ বরাদ্দ			
১লা জানুয়ারি এর উদ্বৃত্ত		৫১৮,০৮১	৫০৬,১৪১
কর বাবদ খরচ			
চলতি বছর	১৪	৩৭৬,১১৮	৩৩১,৩৯৮
২০১৭-২০১৮ সালের আয়কর সমন্বয়	১৪	(৫০১,৫৪৫)	(৩১৯,৪৫৮)
৩১শে ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত		৩৯২,৬৫৪	৫১৮,০৮১

	২০১৯	২০১৮
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
২৮.২ অগ্রীম আয়কর		
১লা জানুয়ারি এর উদ্বৃত্ত	৪৩১,৮১৯	৫১৭,২৫৯
৬৪ ও ৭৪ ধারার অধীন অর্থ প্রদান	১৩০,৫০৮	৪৬,১৭৭
উৎসে কর কর্তন	১৬৫,১৫১	১৮৭,৮৪১
২০১৭-২০১৮ সালের আয়কর সমন্বয়	(৫০১,৫৪৫)	(৩১৯,৪৫৮)
৩১শে ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত	২২৫,৯৩৩	৪৩১,৮১৯

২৯. আর্থিক দলিলাদি-ন্যায্য মূল্য এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

২৯.১ হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত শ্রেণি বিন্যাস এবং ন্যায্য মূল্যসমূহ

নিম্নোক্ত সারণীতে আর্থিক সম্পত্তি ও দায়সমূহের পরিবাহী মূল্য দেখানো হয়েছে। পরিবাহী মূল্যের ভিত্তিতে ন্যায্য মূল্যে যুক্তিসঙ্গত আসন্ন মান অনুযায়ী আর্থিক সম্পত্তি ও দায়সমূহের মধ্যে ন্যায্য মূল্যের তথ্য অর্ন্তভূক্ত করা হয়নি।

		পরিবাহী মূল্য							
	টীকা	লেনদেনের জন্য গৃহীত	ন্যায্য মূল্যে অভিহিত	লোকসান বাঁচানো দলিল	পরিপক্কতায় অভিহিত	ঋণ ও প্রাপ্য সমূহ	বিক্রীর জন্য সহজলভ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়সমূহ	মোট পরিমাণ
		টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯									
আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি									
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ	১৬	–	–	–	–	৭১৪,০৮৫	–	–	৭১৪,০৮৫
বিনিয়োগ	১৮	–	–	–	১,২৪৪,৬১৯	-	–	–	১,২৪৪,৬১৯
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১৯	–	–	–	-	১,০০৪,৬২৬	–	–	১,০০৪,৬২৬
সাবসিডিয়ারি বিনিয়োগ	২০	–	–	–	-	-	৪০	–	৪০
		–	–	–	১,২৪৪,৬১৯	১,৭১৮,৭১১	৪০	–	২,৯৬৩,৩৭০
আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি									
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়*	২৬	–	–	–	–	–	–	১,৩০০,৮৯৭	১,৩০০,৮৯৭
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	২৫	–	–	–	–	–	–	২৪৮,৮৩৯	২৪৮,৮৩৯
		–	–	–	–	–	–	১,৫৪৯,৭৩৬	১,৫৪৯,৭৩৬
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮									
আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি									
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ	১৬	–	–	–	–	৬১৮,৯৬৯	–	–	৬১৮,৯৬৯
বিনিয়োগ	১৮	–	–	–	১০,৭৫৩	–	–	–	১০,৭৫৩
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১৯	–	–	–	-	১,৬০৪,২০১	–	–	১,৬০৪,২০১
সাবসিডিয়ারি বিনিয়োগ	২০	–	–	–	–	–	৪০	–	৪০
		–	–	–	১০,৭৫৩	২,২২৩,১৭০	৪০	–	২,২৩৩,৯৬৩
আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি									
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়*	২৬	–	–	–	–	–	–	১,৩৫৫,১৪৪	১,৩৫৫,১৪৪
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	২৫	–	–	–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–	১,৩৫৫,১৪৪	১,৩৫৫,১৪৪

* গ্রাহকদের নিকট হতে অগ্রীম আর্থিক দায় নহে (২০১৯ সালে ৬৩,৮৯২ হাজার টাকা এবং ২০১৮ সালে ৫৮,৪০৬ হাজার টাকা)।

কোম্পানি বাণিজ্য এবং অন্যান্য প্রাপ্তি, নগদ এবং নগদ সমতুল্য, সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয় এবং অন্যান্য দায়সমূহ যা চলতি নহে, উক্ত দায়গুলির জন্য আর্থিক দলিলাদির ন্যায্যমূল্য প্রকাশ করেনি। কারণ তাদের পরিবাহী মূল্য ন্যায্যমূল্যগুলির যুক্তিসঙ্গত আনুমানিক মূল্যায়ন।

২৯.২. আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও দেখাশোনা করার সার্বিক দায়-দায়িত্ব কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায়। কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা গঠন করা হয় যাতে কোম্পানির যেসব ঝুঁকির মুখোমুখি হয় সেগুলো শনাক্ত করা ও বিশ্লেষণ করা যায়, যথাযথ ঝুঁকির সীমা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা যায় এবং ঝুঁকি পরিবীক্ষণ করা ও ঝুঁকির সীমা মেনে চলা যায়। বাজার পরিস্থিতি ও কোম্পানি কার্যক্রমের পরিবর্তন তুলে ধরার লক্ষ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহ নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। আর্থিক দলিলাদি ব্যবহার হেতু কোম্পানির নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহের মুখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে: • বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি • তারল্য ঝুঁকি • বাজার ঝুঁকি।

এই টীকাতে যেসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো হলো: কোম্পানির উপরোক্ত প্রতিটি ঝুঁকির মুখে পড়া সংক্রান্ত তথ্য; ঝুঁকি পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কোম্পানির যেসব উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্ম-প্রক্রিয়া রয়েছে সেগুলো সম্পর্কিত তথ্য; এবং কোম্পানির মূলধন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য।

২৯.২.১ বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি

বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি হল এক ধরনের আর্থিক ঝুঁকি, যা কোন গ্রাহক বা অপরপক্ষ তার চুক্তিবদ্ধ বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হলে উৎপন্ন হয়।

প্রধানতঃ গ্রাহকদের বৈশিষ্ট্যসমূহ কোম্পানির বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে, যেসব বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত হলো শিল্পের default ঝুঁকি ও গ্রাহকের আর্থিক ক্ষমতা। এসব উপাদান কোম্পানির জন্য বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারে। কোনো বিশেষ ভৌগোলিক এলাকায় বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির আধিক্য নেই।

কোম্পানির ডেটরস ম্যানেজমেন্ট রিভিউ কমিটি (Debtors Management Review Committee) একটি 'বাকীতে বিক্রির নীতি' (Credit Policy) প্রণয়ন করেছে। কোম্পানির মূল্য পরিশোধ ও সরবরাহ সংক্রান্ত শর্তাবলী (payment and delivery terms & conditions) প্রস্তাব করার পূর্বে বাকীতে বিক্রি সংক্রান্ত এই নীতির অধীনে প্রত্যেক নতুন গ্রাহককে তার বাকীতে ক্রয় যোগ্যতার (creditworthiness) নিরিখে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য credit limit বা বাকীতে বিক্রির সীমা নির্ধারণ করা হয়। কোনো গ্রাহকের জন্য বাকীতে বিক্রির সীমা দ্বারা কমিটির অনুমোদন চাওয়া ছাড়াই বাকীতে মুক্তভাবে সেই গ্রাহকের নিকট সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পণ্য বিক্রি করা যেতে পারে তা নির্দেশ করা হয়। গ্রাহকদের জন্য বাকীতে বিক্রির সীমা লিন্ডে গ্রুপের এইচপিও (HPO) নীতি অনুযায়ী কোয়ার্টারলিভাবে পর্যালোচনা করা হয়। যেসব গ্রাহক কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত Benchmark Creditworthiness বা বাকীতে বিক্রির সর্বোচ্চ সীমা অনুসরণে ব্যর্থ হয় সেসব গ্রাহক কোম্পানির সাথে কেবলমাত্র নগদ প্রদান/ অগ্রিম নগদ জমা ভিত্তিতে লেনদেন করতে পারে।

অনাদায়ী বকেয়া (doubtful debts) নিষ্পত্তির জন্য কোম্পানি একটি 'অনাদায়ী বকেয়া নিষ্পত্তি নীতি' (provision policy) প্রণয়ন করেছে। এই নীতির আলোকে trade receivables বা ব্যবসায়িক প্রাপকদের গ্যাস এবং ওয়েল্ডিং প্রাপকদের দেনা বাবদ কোম্পানির লোকসানের হিসাব পাওয়া যাবে। কোম্পানি ৯০ দিনের মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যবসায়িক প্রাপকদের ৫০% দেনা এবং ১৮০ দিনের মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যবসায়িক প্রাপকদের ১০০% দেনার নিষ্পত্তির বিধান করেছে। হেলথকেয়ার ক্রেতাদের মোট ঋণ গ্রহীতার জন্য ক্ষতির হার বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানির নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্যের পরিমাণ ছিল ১,৬০৪,২০১ হাজার টাকা (২০১৭: ১,১৩২,৩৩৬ হাজার টাকা), যা, এসব সম্পদের বিপরীতে, কোম্পানির বাকীতে বিক্রির সর্বোচ্চ পরিমাণের সক্ষমতা নির্দেশ করে। কোম্পানির এই অর্থ ও অর্থের সমতুল্যসমূহ বিভিন্ন ব্যাংকে জমা রাখা আছে। এসব ব্যাংক ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ (সিআরএবি) এবং ক্রেডিট রেটিং ইনফর্মেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (সিআরআইএসএল)-এর রেটিং অনুসারে AA3 থেকে AAA পর্যন্ত রেটিংপ্রাপ্ত ব্যাংক।

আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে প্রত্যেক আর্থিক সম্পদের চলতি মূল্য দ্বারা বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির সর্বোচ্চ সম্ভাবনা নির্দেশিত হয়েছে।

ক) বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি

সর্বোচ্চ বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি আর্থিক সম্পদের বিবরণীতে পরিবাহী মূল্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেদনের তারিখে সর্বোচ্চ বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি:

		২০১৯	২০১৮
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
বাণিজ্য প্রাপ্য	১৬	৬৮৩,০২১	৬০৪,৪৪৪
বাণিজ্য প্রাপ্য বাবদ বরাদ্দ	১৬.১.১	(২৬,০৭৭)	(২২,৩৬২)
		৬৫৬,৯৪৪	৫৮২,০৮২
নগদ ও নগদ সমতূল্য	১৯	১,০০৪,১৭৩	১,৬০৩,৮৪৪
		১,৬৬১,১১৭	২,১৮৫,৯২৬
পণ্যের শ্রেণি অনুযায়ী প্রতিবেদনের তারিখে বাণিজ্য প্রাপ্যের জন্য বাকীতে বিক্রির সর্বোচ্চ ঝুঁকি:			
গ্যাসসমূহ		১৯৩,৮১৯	১৯০,৩৯৭
ওয়েল্ডিং		১২৮,৫১২	৬৯,২০১
হেলথকেয়ার		৩৬০,৬৯০	৩৪৪,৮৪৬
		৬৮৩,০২১	৬০৪,৪৪৪
খ) বাণিজ্য প্রাপ্যসমূহের মেয়াদকাল			
প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে মোট বাণিজ্য প্রাপ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাস ছিল নিম্নরূপ:			
চালান ০-৩০ দিনের মধ্যে		৫১৬,২৯৯	৫০৩,৩২৫
চালান ৩১-৬০ দিনের মধ্যে		১৫,৮৪১	১৭,৬২৭
চালান ৬১-৯০ দিনের মধ্যে		৫,৩৩৪	১৮,৮৪৬
চালান ৯১-১৮০ দিনের মধ্যে		২৬,৩৮০	২৪,০২৮
চালান ১৮১-৩৬৫ দিনের মধ্যে		৭৯,১২৭	১৮,৬৭০
চালান ৩৬৫ দিনের উর্ধ্বে		৪০,০৪০	২১,৯৪৮
		৬৮৩,০২১	৬০৪,৪৪৪

		২০১৯	২০১৮
	টাকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
আলোচ্য বছরে সন্দেহজনক দেনাবাবদ বরাদ্দের সঞ্চালন ছিল নিম্নরূপ:			
প্রারম্ভিক স্থিতি		২২,৩৬২	২০,৩৯৯
এ বছরের খরচ/(অবমুক্ত)		৩,৭১৫	১,৯৬৩
সমাপনী স্থিতি		২৬,০৭৭	২২,৩৬২

২৯.২.২ লিকুইডিটি ঝুঁকি

কোম্পানির আর্থিক দায়সমূহ পরিশোধের সময় হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানি সেগুলো পরিশোধে অসমর্থ হওয়ার ঝুঁকিতে পড়লে সেই ঝুঁকিকে তারল্য ঝুঁকি বলা হয়। কোম্পানির তারল্য (নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্যসমূহ) ব্যবস্থাপনা কৌশল হলো, অগ্রহণযোগ্য লোকসান স্বীকার না করে কিংবা কোম্পানির সুনামকে ক্ষতির ঝুঁকিতে না ফেলে, স্বাভাবিক ও চাপযুক্ত উভয় অবস্থাতেই, পরিশোধের সময় হলেই যাতে কোম্পানি তার দায়সমূহ পরিশোধ করতে পারে সে জন্য যতদূর সম্ভব কোম্পানির কাছে সবসময় যথেষ্ট পরিমাণে তারল্য থাকা নিশ্চিত করা। সাধারণত, কোম্পানি যেরকম যথাযথ বিবেচনা করে সেরকম সময়কালের প্রত্যাশিত পরিচালন ব্যয় মিটানোর নিমিত্তে তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্য থাকা নিশ্চিত করে; তবে এই ব্যয়ের মধ্যে পূর্বে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় না এমন চরম পরিস্থিতি যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উদ্ভূত অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে না। তদুপরি, আবশ্যক পাওনা পরিশোধে কোম্পানির নিকট যথেষ্ট নগদ অর্থ না থাকার ক্ষেত্রে দায়সমূহের অর্থ পরিশোধ নিশ্চিত করতে লিন্ডে গ্রুপ তফশিলি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণ সুবিধা (Short Term Lines of Credit) বজায় রাখতে চায়।

			চুক্তিভিত্তিক নগদ অর্থ প্রবাহ				
	পরিবাহী মূল্য	মোট	৬ মাস বা তার কম	৬ হতে ১২ মাস	১ হতে ২ বছর	২ হতে ৫ বছর	৫ বছর এর উর্ধ্বে
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯							
উৎপন্ন নয় এমন আর্থিক দায়সমূহ:							
বাণিজ্যিক প্রদেয়	১৮৭,৮০৩	১৮৭,৮০৩	১৮৭,৮০৩	–	–	–	–
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়	৩১০,১৩৬	৩১০,১৩৬	৩১০,১৩৬	–	–	–	–
মূলধনী বিষয়ে প্রদেয়	৩৫,৯৫৭	৩৫,৯৫৭	৩৫,৯৫৭	–	–	–	–
	৫৩৩,৮৯৬	৫৩৩,৮৯৬	৫৩৩,৮৯৬	–	–	–	–
উৎপন্ন আর্থিক দায়সমূহ	–	–	–	–	–	–	–
	৫৩৩,৮৯৬	৫৩৩,৮৯৬	৫৩৩,৮৯৬	–	–	–	–
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮							
উৎপন্ন নয় এমন আর্থিক দায়সমূহ:							
বাণিজ্যিক প্রদেয়	৮১,৫৪৯	৮১,৫৪৯	৮১,৫৪৯	–	–	–	–
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়	৪৮৬,৪০৩	৪৮৬,৪০৩	৪৮৬,৪০৩	–	–	–	–
মূলধনী বিষয়ে প্রদেয়	২১,১৮৪	২১,১৮৪	২১,১৮৪	–	–	–	–
	৫৮৯,১৩৬	৫৮৯,১৩৬	৫৮৯,১৩৬	–	–	–	–
উৎপন্ন আর্থিক দায়সমূহ	–	–	–	–	–	–	–
	৫৮৯,১৩৬	৫৮৯,১৩৬	৫৮৯,১৩৬	–	–	–	–

২৯.২.৩ বাজার ঝুঁকি

বাজার ঝুঁকি হল সে ধরনের ঝুঁকি যা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার, সুদের হার এবং পণ্যের মূল্যসমূহের যেকোন ধরনের পরিবর্তনের ফলে কোম্পানির আয় অথবা আর্থিক দলিলাদি সম্পর্কিত এর হোল্ডিংসমূহের মূল্যকে প্রভাবিত করে। বাজার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্য পরিচালনা এবং গ্রহণযোগ্য পরিমিত মধ্যে বাজার ঝুঁকি প্রভাব নিয়ন্ত্রণ, যখন সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয়।

ক. মুদ্রা ঝুঁকি

যেসব আয় এবং ক্রয়সমূহ বৈদেশিক মুদ্রায় পরিবর্তন (ডিনোমিনেটেড) করা হয়, সেক্ষেত্রে কোম্পানি মুদ্রা ঝুঁকির মুখে পড়ে। কোম্পানির অধিকাংশ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন আমেরিকান ডলার, ইউরো, এসজিডি এবং জিবিপি-তে পরিবর্তিত করে হিসাব করা হয় এবং কাঁচামাল ও বিদেশ হতে মুলধনী আইটেমসমূহ সংগ্রহ করার সাথে এই মুদ্রা বিনিময় সম্পর্কিত। কোম্পানিকে কিছু কিছু সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন করতে হয়। রপ্তানি হতে এবং মালামাল ও সেবাসমূহের পূর্ব নির্ধারিত (Deemed) রপ্তানি হতে কোম্পানি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

কোম্পানি এর মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিবর্তনযোগ্য আসন্ন ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাংকসমূহের সাথে আগাম চুক্তিতে উপনীত হয় যাতে কোম্পানি বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ব্যাপারে এর সম্পৃক্ততা গ্রহণযোগ্য নিম্ন পর্যায়ে ধরে রাখার প্রয়াস চালাতে পারে।

নিম্নে বর্ণিত মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহের ক্ষেত্রে ৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি:

i) মুদ্রা ঝুঁকি বিষয়ক হিসাব	'০০০ BDT	'০০০ USD	'০০০ PHP	'০০০ INR	'০০০ THB	'০০০ GBP	'০০০ EUR	'০০০ SGD
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯								
সম্পত্তিসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা মূল্য								
বাণিজ্য প্রাপ্য	৬৫৬,৯৪৫	–	–	–	–	–	–	–
আন্তঃ কোম্পানি প্রাপ্য	১২,০৭০	৫	৪৭	–	–	–	২০	–
	৬৬৯,০১৫	৫	৪৭	–	–	–	২০	–
দায়সমূহের বৈদেশিক মুদ্রা মূল্য								
বাণিজ্য প্রদেয়	–	–	–	–	–	–	–	–
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়	(২১১,৭৯১)	(৮৪০)	(৮৮)	(৩,২৩২)	(৪১)	(৩)	(১৮২)	(৬)
	(২১১,৭৯১)	(৮৪০)	(৮৮)	(৩,২৩২)	(৪১)	(৩)	(১৮২)	(৬)
ঝুঁকির হিসাব	৪৫৭,২২৪	(৮৩৫)	(৪১)	(৩,২৩২)	(৪১)	(৩)	(১৬২)	(৬)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮								
সম্পত্তিসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা মূল্য								
বাণিজ্য প্রাপ্য	৫৮২,০৮২	–	–	–	–	–	–	–
আন্তঃ কোম্পানি প্রাপ্য	৮,১২১	–	৪৭	–	–	–	২০	–
	৫৯০,২০৩	–	৪৭	–	–	–	২০	–
দায়সমূহের বৈদেশিক মুদ্রা মূল্য								
বাণিজ্য প্রদেয়	৮১,৫৪৯	–	–	–	–	–	–	–
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়	(১৭৪,০১৭)	(১,৬১৩)	(৮৮)	(৩,২৩২)	(৪১)	(৩)	(১,৭৯৭)	(১৩)
	(৯২,৪৬৮)	(১,৬১৩)	(৮৮)	(৩,২৩২)	(৪১)	(৩)	(১,৭৯৭)	(১৩)
ঝুঁকির হিসাব	৪৯৭,৭৩৫	(১,৬১৩)	(৪১)	(৩,২৩২)	(৪১)	(৩)	(১,৭৭৭)	(১৩)

নিম্নে এ বছরের প্রয়োগকৃত মুদ্রার বিনিময় হার দেয়া হল:

বিনিময় হার	গড় হার		বছর শেষে স্পট হার	
	২০১৯	২০১৮	২০১৯	২০১৮
১ ইউ এস ডলার (ইউএস ডলার)	৮৪.৮৮	৮৩.৭৭	৮৪.৮৮	৮৩.৬১
১ গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ড (জিবিপি)	১১১.২০	১১১.৮২	১১২.৫২	১০৬.৬৮
১ ইউরো (ইউআর)	৯৪.২৮	৯৮.২২	৯৫.১৭	৯৫.৯০
১ এসজিডি ডলার	৬৩.৮৩	৬২.১১	৬৩.০৬	৬১.৩৪

ii) সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

৩১ শে ডিসেম্বর সময়ের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার যৌক্তিক পর্যায়ে (সম্ভাব্য ৫%) শক্তিশালী হওয়ার (বা দুর্বল হয়ে যাওয়ার) ফলে বিদেশী মুদ্রায় নির্ণয়কৃত আর্থিক দলিলাদির পরিমাপের পাশাপাশি নিম্নের প্রদর্শিত পরিমাণ বিচারে ইক্যুইটি এবং মুনাফা বা ক্ষতির উপর বিরূপ প্রভাব রাখতে পারত। উক্ত বিশ্লেষণমূলক দলিলে প্রতিভাত হয় যে, অন্যসকল পরিবর্তনশীল সূচক, বিশেষতঃ সুদের হারসমূহ, স্থিতিশীল রয়েছে এবং এক্ষেত্রে আগাম বিক্রয় এবং ক্রয়ের কারণে সৃষ্ট কোন প্রভাব গণ্য করা হয়নি।

বিনিময় হার	লাভ বা ক্ষতি		ইক্যুইটি, করের সীমা	
	বৃদ্ধি	হ্রাস	বৃদ্ধি	হ্রাস
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯				
ইউ এস ডলার	(৩,৫৪১)	৩,৫৪১	২,৬৫৬	(২,৬৫৬)
ইউরো	(৭৭১)	৭৭১	৫৭৮	(৫৭৮)
জি বি পি	(১৫)	১৫	১১	(১১)
আই এন আর	(১৯২)	১৯২	১৪৪	(১৪৪)
পি এইচ পি	(৩)	৩	২	(২)
এস জি ডি	(১৯)	১৯	১৪	(১৪)
টি এইচ বি	(৬)	৬	৫	(৫)

	লাভ বা ক্ষতি		ইক্যুইটি, করের সীমা	
বিনিময় হার	বৃদ্ধি	হ্রাস	বৃদ্ধি	হ্রাস
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮				
ইউ এস ডলার	(৬,৭৫৬)	৬,৭৫৬	৫,০৬৭	(৫,০৬৭)
ইউরো	(৮,৭২৭)	৮,৭২৭	৬,৫৪৫	(৬,৫৪৫)
জি বি পি	(১৫)	১৫	১১	(১১)
আই এন আর	(১৯১)	১৯১	১৪৩	(১৪৩)
পি এইচ পি	(৩)	৩	২	(২)
এস জি ডি	(৪০)	৪০	৩০	(৩০)
টি এইচ বি	(৫)	৫	৪	(৪)

	২০১৯	২০১৮
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
iii) বৈদেশিক বিনিয়োগ লাভ/(ক্ষতি)		
বৈদেশিক বিনিয়োগ লাভ/(ক্ষতি)	(৭,৮৩১)	৬,১৪৯

খ) সুদের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি

সুদের হার পরিবর্তনের কারণে সুদের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি দেখা দেয়। কোম্পানির বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত দায় সুদের হার ওঠানামা দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয় না। প্রতিবেদন প্রস্তুতের তারিখে ডেরিবেটিভ দলিলনির্ভর কোন চুক্তিতে কোম্পানি উপনীত হয়নি।

৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির সুদ নির্ধারণী আর্থিক দলিলাদিতে সুদ হারের ধরন ছিল:

		নামিক মূল্য
নির্ধারিত হার বিষয়ক দলিলাদি		
আর্থিক সম্পত্তিসমূহ		
ব্যাংকে গচ্ছিত নগদ অর্থ	৫৩৪,৬০৯	১,২০০,৬৫৬
বিনিয়োগ	১,২৪৪,৬১৯	১০,৭৫৩
	১,৭৭৯,২২৮	১,২১১,৪০৯
আর্থিক দায়সমূহ	–	–
	১,৭৭৯,২২৮	১,২১১,৪০৯
চলতি হার বিষয়ক দলিলাদি		
আর্থিক সম্পত্তিসমূহ	–	–
আর্থিক দায়সমূহ	–	–
	১,৭৭৯,২২৮	১,২১১,৪০৯

গ) পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি

পণ্যের মূল্য ওঠানামা করার কারণে (কোম্পানির সম্পদ ও পণ্যের) ভবিষ্যৎ বাজার মূল্যমান এবং কোম্পানির ভবিষ্যৎ আয়ের পরিমাণ বা আকার নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয় তাকে বলা হয় পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি (commodity risk)। যেহেতু কোম্পানি উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য এমএস ওয়্যার, ব্লেন্ডেড পাউডার, ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও অন্যান্য কাঁচামাল ক্রয় করে থাকে, তাই এসব উপকরণ ক্রয় করার ফলে কোম্পানি পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকির মুখে পড়ে। সরবরাহকারীদের সাথে 'সরবরাহ চুক্তি'র (supply contract) মাধ্যমে পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

২৯.৩ মূলধন ব্যবস্থাপনা

কোম্পানির কার্যক্রমকে একটি সচল কার্যক্রম হিসেবে বজায় রাখা নিশ্চিত করতে কোম্পানির যে পর্যাপ্ত পরিমাণ অভ্যন্তরীণ মূলধন থাকা আবশ্যক তা নিরূপণ করার মাধ্যমে সেই মোতাবেক কোম্পানির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন বজায় রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপের বাস্তবায়নই হলো মূলধন ব্যবস্থাপনা। শেয়ার মূলধন, সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল ও পুনর্মূল্যায়িত সংরক্ষিত তহবিলের সমন্বয়ে কোম্পানির মূলধন গঠিত। নির্ধারিত মাত্রার চাইতে উচ্চতর অংকের মূলধনের ক্ষেত্রে, সকল বড় ধরনের বিনিয়োগ ও পরিচালন সিদ্ধান্ত বোর্ড কর্তৃক মূল্যায়িত ও অনুমোদিত হতে হয়। সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণকে যে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় পরিচালকমন্ডলী তার মাত্রাও পরিবীক্ষণ করে থাকেন।

৩০. মূলধনী ব্যয়ের জন্য অঙ্গীকার

চুক্তিবদ্ধ কিন্তু হিসাবে প্রতীয়মান হয় নাই	৫৯,০৮৯	২১৪,৯৪৯

৩১. সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের বিক্রয়ের মুনাফার তালিকা	মূল্য	সঞ্চিত অবচয়	পরিবাহী মূল্য	বিক্রয় মূল্য
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
কম্পিউটার	১৪০	১৪০	-	-
আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামাদি	১,৯২৮	১,৯১৬	১২	-
সিলিন্ডারস: বিক্রয়কৃত	৮,৪৭৪	৮,১৬৯	৩০৫	৬,৫৮৫
সিলিন্ডারস: বাতিলকৃত	১৫,১৩৩	১৩,৩৮২	১,৭৫১	-
২০১৯	২৫,৬৭৫	২৩,৬০৭	২,০৬৮	৬,৫৮৫
২০১৮	৪৩১,৬৪০	৪১৮,৯২৫	১২,৭১৫	৩৭,১০৫

৩২. কর্মসূচীর সংখ্যা

সর্বমোট টাকা ৩৬.০০০ বা ততোধিক ভাতা গ্রহণ করে সে সকল কর্মচারি যারা সারা বছর বা আংশিক বছর নিযুক্ত ছিল ২৯৬ জন (২০১৮: ৩০৫)।

৩৩. উৎপাদন ক্ষমতা		এ বছরের জন্য	এ বছরের জন্য	
প্রধান পণ্যসামগ্রী	মাপের একক	ক্ষমতা	উৎপাদন	মন্তব্য
এএসইউ গ্যাসেস	'০০০এম^3	৩৫,০১৮	২৫,২৬৯	ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা
কার্বন-ডাই অক্সাইড	এম টি	১০,৫৮৫	৪,৬২৬	ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা
ডিজল্ভ এসিটিলিন	'০০০এম^3	৩০০	১৭৪	নিম্ন বাজার চাহিদার কারণে
ইলেক্ট্রোডস্	এম টি	৩১	২৫	ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা

৩৪. বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ	২০১৯		২০১৮	
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড, ইউ. কে-কে লভ্যাংশ প্রদান (জিবিপি)	২,৮৫৯	৩০৮,১৭০	১,০১১	১১৫,০৫০
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-কে সার্ভিস চার্জ আরওএইচকিউ, ফিলিপাইন (ইউএসডি)	২১০	১৭,৭৩৯	১২৯	১০,৭৭১
গ্যাস এনালাইসিস, আটলান্টিক এনালাইটিকেল ল্যাব ইনক (ইউএসডি)	-	-	৬	৪৬৩
ইএফআরএসি, ইন্ডিয়া (ইউএসডি)	৬	৫২১	-	-
লিন্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ইন্ডিয়া (ইউরো)	-	-	৩	৩২১
লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড, ইন্ডিয়া (ইউএসডি)	-	-	১২০	১০,০৭৪
লিন্ডে ট্রেজারি এশিয়া প্যাসিফিক পিটিই লিমিটেড, সিঙ্গাপুর (এসজিডি)	১১	৭১২	৪	২১৯
লিন্ডে এজি, জার্মানি (ইউরো)	২,০৫৮	১৯৫,৩৭৫	-	-
সেফটি হাইটেক, ইতালি (ইউরো)	৩০	২,৮১৫	-	-
ইউএল এজি, ইউএসএ, (ইউএসডি)	৩.৮	৩২৪.৯	৭	৫৭৩
প্রাকজ্যায়ার (থাইল্যান্ড) কোং লিঃ (ইউএসডি)	৫	৪০৪	৬	৫১১
এম জাংকশন, ইন্ডিয়া	৬	৫২৩	-	-
আর. ভি. ব্রিগস ও কোং প্রাঃ লিঃ, ইন্ডিয়া (ইউএসডি)	০.১	১০	-	-
লিন্ডে রক এসডিএন বিএইচডি, মালেশিয়া (ইএসডি)	৭৫	৬,২৯১	-	-
শেল-এন-টিউব প্রাঃ লিঃ, ইন্ডিয়া (ইএসডি)	৫	৩৯৬	-	-
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া প্রাঃ লিঃ, সিঙ্গাপুর (এসজিডি)	১৪০	৯,০২০	-	-
মোট	৫,৪১০	৫৪২,৩০১	১,২৮৫	১৩৭,৯৮১

দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড একজন অনাবাসিক শেয়ারহোল্ডার। উক্ত কোম্পানি ২০১৯ সালে ৯,১৩০,৯৬৮ টি সাধারণ শেয়ারের অধিকারী। ২০১৮ সালের লভ্যাংশ বাবদ দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড-কে এইচ ২,৮৫৯ হাজার অন্তবর্তকালীন লভ্যাংশ হিসেবে প্রদান করা হয়।

৩৫. বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণ

গ্রাহকের/ভেন্ডরের নাম	গ্রহণের ধরন	২০১৯		২০১৮	
		'০০০ এফসি	টাকা' ০০০	'০০০ এফসি	টাকা' ০০০
ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্টস্ লিঃ (ইউএসডি)	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	৯৩	৭,৮৪৯	১২০	৯,৯২৫
ইউনিগ্লোরী সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (ইউএসডি)	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	১৩৩	১১,২৫৬	১৮১	১৪,৯৮০
ষ্টেরিস কর্পোরেশন, ইউএসএ (ইউএসডি)	বিক্রয় কমিশন	-	-	৮	৬৪৫
মেঘনা আলোহটেক লিঃ (ইউএসডি)	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	৭৫	৬,৩৩০	-	-
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া পিটিই লিমিটেড (ইউএসডি)	আইএস চার্জ	৩২	২,৭২৮	৭৬৯	৬৩,৬৪৫
এপিআর এ্যানার্জি (ইউএসডি)	পণ্য রপ্তানী	-	-	২৯	২৩,৫৭৯
জেডটিই কর্পোরেশন (ইউএসডি)	সার্ভিস চার্জ	৩৩২	২৮,০৫৯	১,০০৯	৯৬,১০৯
কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্স (ইউএসডি)	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	৪৪৮	৩৭,৮৫৪	৪৬	৩,৮১০
মোট		১,১১৩	৯৪,০৭৭	২,১৬১	২১২,৬৯২

	২০১৯	২০১৮
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৩৬. সি আই এফ ভিত্তিতে আমদানী মূল্য		
কাঁচামাল	১,৯৩৩,৯৭৫	২,০৬৪,২৩১
খুচরা যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য মেশিনপত্র	২৩,২৭৫	১০৩,৭০৩
মূলধনী মালামাল	৩৫৮,৭২৫	৩০৮,৭৩৬
	২,৩১৫,৯৭৫	২,৪৭৬,৬৭০
৩৭. ভবিষ্যত (Contingent) দায়সমূহ		
এই দায়সমূহের আওতায় রয়েছে, তৃতীয় পক্ষসমূহকে প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টিসমূহ, শিপিং গ্যারান্টিসমূহ, অন্যান্য গ্যারান্টি, জনসেবা খাতে গ্যারান্টিসমূহ, পারফরমেন্স বন্ড, সিকিউরিটি বন্ড, আমদানী বিল, আমদানী হতে প্রাপ্য অর্থ এবং ব্যাংকের গ্রহণযোগ্যতা সংক্রান্ত দলিল।	১০২,৩১৮	৬৯,৪৭০
বকেয়া ঋণপত্রসমূহ	৬০০,৪৭৬	৬৪৭,১৮৭
কর (ভ্যাট) হিসাবে চাহিদাকে চ্যালেঞ্জ করে কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আনীত রিট পিটিশন, ২০১৫ সালের নং ২২২৬ যা শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে।	১২,৯৯৬	১২,৯৯৬
৩৭.১ ক্রেডিট সুবিধাদি - ৩১শে ডিসেম্বর		
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লি:	১,২০০,০০০	১,২০০,০০০
দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড	৬১০,২৫০	৬১০,২৫০
	১,৮১০,২৫০	১,৮১০,২৫০

দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড-এর সাথে চুক্তি (ঋণ সুবিধা)

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড-এর মধ্যে ২৮শে জুলাই ২০১৯ নতুন চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি ঋণ সুবিধা পেয়ে আসছে। নিম্নরূপ শর্তাবলী হল:

সুবিধা সীমাবদ্ধতা: ইউরো ৬.০০ মিলিয়ন (ছয় মিলিয়ন) সমপরিমাণ স্থানীয় মুদ্রা।

উদ্দেশ্য: চলতি মূলধন সুবিধা

ওভারড্রাফ্ট সুদের হার: ৯.৫%

নিরাপত্তা: ডিমান্ড প্রমিজরি নোট, টাকা ৬১০.২৫ মিলিয়ন টাকার অনুকূলে ধারাবাহিকতা পত্র এবং লিন্ডে এজি কর্তৃক প্রেরিত লেটার অব কমফোর্ট।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ-এর সাথে চুক্তি (ঋণ সুবিধা)

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ-এর মধ্যে ১২ নভেম্বর ২০১৯ তে যথাক্রমে চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি ঋণ সুবিধা পেয়ে আসছে। নিম্নরূপ শর্তাবলী হল:

সুবিধা সীমাবদ্ধতা: টাকা ১,২০০ মিলিয়ন (টাকা এক হাজার দুইশত মিলিয়ন)

উদ্দেশ্য: চলতি মূলধন

ওভারড্রাফ্ট সুদের হার: ৯.০০%

নিরাপত্তা: ডিমান্ড প্রমিজরি নোট, টাকা ১,২০০ মিলিয়ন টাকার অনুকূলে ধারাবাহিকতা পত্র।

৩৮. ইজারা দায়সমূহ-ইজারাদার হিসেবে ইজারা		
বাতিলযোগ্য নয় এমন পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারার ভাড়া নিম্নলিখিতভাবে প্রদেয়		
এক বছরের উর্ধ্বে নহে	৫,২০০	-
দুই থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে	৩,৯৮২	-
পাঁচ বছরের উর্ধ্বে	৯৬২	-
	১০,১৪৩	-

কোম্পানি বেশ কিছু বিক্রয়কেন্দ্র ও অফিস ইজারা হিসাবে ভাড়া নিয়েছে। এগুলো সাধারণত ৪-১৫ বছরের জন্য ইজারাকৃত এবং মেয়াদকাল শেষ হবার পর এই ইজারা নবায়ন করা যাবে।

৩৯. নীট সম্পত্তি মূল্য (NAV)		
মোট সম্পত্তিসমূহ	৭,৬৫১,৮২৪	৬,৮৪৯,২৪৭
চলতি নহে যে দায়সমূহ	(৭৯৫,৬৭৬)	(৭৩১,০২৮)
চলতি দায়সমূহ	(১,৭৪৭,৪৩৯)	(১,৬৪৫,৫২৯)
	৫,১০৮,৭০৮	৪,৪৭২,৬৯০
প্রতিটি ১০/= টাকা হারে ৩১ শে ডিসেম্বর-এ মোট সাধারণ শেয়ার মূল্য	১৫,২১৮	১৫,২১৮
৩১শে ডিসেম্বর-এ নীট সম্পত্তি মূল্য	৩৩৫.৭০	২৯৩.৯১

	২০১৯	২০১৮
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৩৯.১ নীট সম্পত্তি মূল্য (NAV) একত্রীকৃত		
মোট সম্পত্তিসমূহ	৭,৬৫১,৭০৪	৬,৮৪৯,২২৭
চলতি নহে যে দায়সমূহ	(৭৯৫,৬৭৬)	(৭৩১,০২৮)
চলতি দায়সমূহ	(১,৭৪৭,৭৫৭)	(১,৬৪৫,৭৯৫)
	৫,১০৮,২৭১	৪,৪৭২,৪০৪
প্রতিটি ১০/= টাকা হারে ৩১ শে ডিসেম্বর-এ মোট সাধারণ শেয়ার মূল্য	১৫,২১৮	১৫,২১৮
৩১শে ডিসেম্বর-এ নীট সম্পত্তি মূল্য	৩৩৫.৬৭	২৯৩.৮৯

৪০. অনিয়ন্ত্রিত সুদ (NCI)

গ্রুপ সাবডিয়ারির অধীনস্ত প্রতিটির তথ্য সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

	বিওসি	বিওএল	আন্তঃ গ্রুপ বিলোপ	মোট	টাকা '০০০
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯					
NCI শতকরা হার	০.০৫%	০.৫০%	-	-	-
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে	-	-	-	-	-
চলতি সম্পত্তিসমূহ	২০,০০০	২৪৭,৮৪৮	-	-	-
যে দায়সমূহ চলতি নহে	-	-	-	-	-
চলতি দায়সমূহ	(৪৫৪,২৫০)	(২০৯,৭৫০)	-	-	-
নীট সম্পত্তিসমূহ	(৪৩৪,২৫০)	৩৮,০৯৮	-	-	-
NCI এর অর্জনযোগ্য নীট সম্পত্তিসমূহ	(২১৭)	১৯০	-	(২৭)	(০.০৩)
রেভিনিউ	-	-	-	-	-
ক্ষতি	(৭৪,৭৫০)	(৭৪,৭৫০)	-	(১৪৯,৫০০)	(১৪৯.৫০)
ওসিআই (OCI)	-	-	-	-	-
মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়					
NCI তে ক্ষতির বন্টন	(৩৭)	(৩৭৪)	-	(৪১১)	(০.৪১)
NCI তে OCI বন্টন	-	-	-	-	-
পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	-	-	-	-	-
বিনিয়োগ কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	-	-	-	-	-
আর্থিক কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	-	-	-	-	-
নীট বৃদ্ধি (হ্রাস) নগদ ও নগদ সমতুল্য	-	-	-	-	-

	বিওসি	বিওএল	আন্তঃ গ্রুপ বিলোপ	মোট	টাকা '০০০
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮					
NCI শতকরা হার	০.০৫%	০.৫০%	-	-	-
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে	-	-	-	-	-
চলতি সম্পত্তিসমূহ	২০,০০০	৩১৬,৮৪৮	-	-	-
যে দায়সমূহ চলতি নহে	-	-	-	-	-
চলতি দায়সমূহ	(৩৭৯,৫০০)	(২০৪,০০০)	-	-	-
নীট সম্পত্তিসমূহ	(৩৫৯,৫০০)	১১২,৮৪৮	-	-	-
NCI এর অর্জনযোগ্য নীট সম্পত্তিসমূহ	(১৮০)	৫৬৪	-	৩৮৪	০.৩৮
রেভিনিউ	-	-	-	-	-
ক্ষতি	(৬৩,২৫০)	(৬৩,২৫০)	-	-	-
ওসিআই (OCI)	-	-	-	-	-
মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়	(৬৩,২৫০)	(৬৩,২৫০)	-	-	-
NCI তে ক্ষতির বন্টন	(৩২)	(৩১৬)	-	(৩৪৮)	(০.৩৫)
NCI তে OCI বন্টন	-	-	-	-	-
পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	-	-	-	-	-
বিনিয়োগ কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	-	-	-	-	-
আর্থিক কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	-	-	-	-	-
নীট বৃদ্ধি (হ্রাস) নগদ ও নগদ সমতুল্য	-	-	-	-	-

৪১. প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ

২০শে ফেব্রুয়ারী ২০২০ সালের ২৪৭তম বোর্ড সভাতে পরিচালকমন্ডলী সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে আলোচ্য বছরে শেয়ারপ্রতি ৫০.০০ টাকা (৫০০%) চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে, যার ফলে এ বাবদ ৭৬১,৯০০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করতে হবে।

৪২. সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের লেনদেন

৪২.১ প্যারেন্ট ও নিয়ন্ত্রিত পক্ষের লেনদেন

যুক্তরাজ্যের দ্য বিওসি গ্রুপ, কোম্পানির ৬০% শেয়ারের অধিকারী যাহার সম্পূর্ণ মূলধনের অধিকারী জার্মান কোম্পানি লিন্ডে এজি (Linde AG)। ২০১৮ সালের জার্মানির লিন্ডে এজি এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকজাইর ইনকর্পোরেশন এর মাঝে একটি বৈশ্বিক একীভূতকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেই সুবাদে, লিন্ডে পিএলসি নামক আয়ারল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি লিন্ডে এজি এবং প্রাকজাইর ইনকর্পোরেশন উভয়ের নতুন হোল্ডিং কোম্পানিতে পরিণত হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বর্তমানে নতুন চূড়ান্ত হোল্ডিং কোম্পানি হলো লিন্ডে পিএলসি।

		২০১৯	২০১৮
	টাকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৪২.২ মূল ব্যাবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে লেনদেন			
মূল ব্যাবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দ:			
পরিচালকবৃন্দের সম্মানী		১৯,৭৯৩	১৯,৪১১

৪২.৩ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের লেনদেন			৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯	৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮	২০১৯	২০১৮
পক্ষসমূহের নাম	**সম্পর্কের প্রকৃতি**	**লেনদেনের প্রকৃতি**		**লেনদেনের বছর**		**অনাদায়ী উদ্বৃত্ত**
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়			টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
বিওসি গ্যাসেস, টেকনিক্যাল সাপ্লাই সেন্টার	ফেলো সাবসিডিয়ারি	পণ্য ক্রয়	১,৫৫৬	(২,২০৮)	২৯৬	-
বিওসি গ্রুপ লিমিটেড	হোল্ডিং কোম্পানি	কারিগরী সহায়তা ফি	৩৭,১৫০	৩২,১৭৮	২১১,৮২৫	১৭৪,৬৭৬
বিওসি গ্রুপ লিমিটেড	হোল্ডিং কোম্পানি	লভ্যাংশ	৩০৮,১৭০	১১৫,০৫০	-	-
লিন্ডে এজি, লিন্ডে গ্যাস হেডকোয়ার্টারস	বিওসি গ্রুপ লিমিটেড এর হোল্ডিং কোম্পানি	গ্লোবাল আই এস ফি	৪১,৮৫৮	৪২,২১৫	১৭,৩০৪	১৭২,৩৪১
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	৮,৫৭৮	৩১২	১,৩২৭	১,৩৩০
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড- ROHQ	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	১০,৩০৮	১০,৭৪৬	৩,৬০৪	১০,৯০২
লিন্ডে গ্যাস সিংগাপুর পিটিই লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	পণ্য ক্রয়	২,১৪৫	২০,৩৮০	(৫৮৯)	(৬২৪)
লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	পণ্য এবং সম্পত্তি ক্রয়	২৫৬,৩৫৮	৭৮,৯২৮	৪৪,৭৭০	১০৩,৮০১
লিন্ডে মালয়েশিয়া এসডিএন বিএইচডি	ফেলো সাবসিডিয়ারি	পণ্য এবং সম্পত্তি ক্রয়	১৭,৯১৩	১০,৭৭৬	৩০,৮৯৬	১৯,৪৭১
লিন্ডে ট্রেজারী এশিয়া প্যাসিফিক পিটিএ লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	২৮৮	৭৪৪	-	৪১৬
থাই ইন্ডাষ্ট্রিয়াল গ্যাসেস পিএলসি	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	-	-	১০৩	১০৫
লিন্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	১,০০২	১,২১৪	৮৫	-
লিন্ডে আরওসি এসডিএন বিএইচডি	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	৩,০৭৪	৩,৬৯৫	৫১৫	৩,৬৯৪
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড	সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পরিশোধ	৬৯	৬৩	২৪৮	৩১৭
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়						
বিওসি হোল্ডিংস	প্যারেন্ট কোম্পানি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	১,২৫১	-	১,২৫১	-
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড- ROHQ	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	-	-	২০৩	২০৩
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	৮,০৯৪	১৯,৭০১	১০,৯৪৩	৫,৫৭৭
লিন্ডে কোরিয়া কোম্পানি লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	-	-	-	৪৫৪
বিওসি ইন্ডিয়া লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	১১৮	-	২০৬	৮৮
লিন্ডে ইকুয়েডর S.A.	ফেলো সাবসিডিয়ারি	পণ্য ক্রয়	-	১,৩৬০	-	-
লিন্ডে এজি, লিন্ডে গ্যাস HQ	বিওসি গ্রুপ লিমিটেড এর হোল্ডিং কোম্পানি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	-	১২৩	১,৭৯৮	১,৭৯৮
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড	সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পরিশোধ	৬৯	৬৩	৩৪৭	২৭৮

৪৩. পরিমাপের ভিত্তি

কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ ঐতিহাসিক ব্যয়ভিত্তির উপর নির্ভর করে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল ফরোয়ার্ড কন্ট্রাক্ট যার ক্ষেত্রে পরিমাপের ভিত্তি হল ন্যায়সঙ্গত মূল্য।

৪৪. গুরুত্বপূর্ণ হিসাবরক্ষণ নীতিমালা

আর্থিক বিবরণীসমূহে উপস্থাপিত সকল সময়ের ক্ষেত্রে নিম্নে প্রদত্ত হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

ভাল উপস্থাপনার জন্য এবং যেখানে যা প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট তুলনামূলক আয়ের বিবরণীতে নতুন করে শ্রেণীবদ্ধভাবে আর্থিক বিবরণী এবং লাভ-লোকসান এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণীতে দেখানো হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য হিসাবরক্ষণ নীতিমালা সূচক যার সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ নিম্নলিখিত পাতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

(ক) বৈদেশিক মুদ্রা
(খ) সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম
(গ) অস্থায়ী (intangible) সম্পত্তিসমূহ
(ঘ) ইজারাকৃত সম্পত্তি
(ঙ) আর্থিক দলিলাদিসমূহ
(চ) মজুদ সামগ্রী
(ছ) ইমপেয়ারমেন্ট (impairment)
(জ) বরাদ্দসমূহ
(ঝ) সম্ভাব্য ব্যয়
(ঞ) আয়কর
(ট) শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল (WPPF)
(ঠ) কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি
(ড) আয় বিষয়ক স্বীকৃতি
(ঢ) ফাইন্যান্স আয় ও খরচসমূহ
(ণ) আর্থিক বিবরণীসমূহের কনসলিডেশন
(ত) শেয়ারপ্রতি আয়
(থ) সংরক্ষিত তহবিল/রক্ষিত আয়
(দ) প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ
(ধ) সাধারণ

(ক) বৈদেশিক মুদ্রা

বৈদেশিক মুদ্রাকে টাকায় রূপান্তর করা হয় লেনদেনের দিনের হার অনুযায়ী। আর্থিক সম্পদ এবং দেনাগুলো পুনঃপরিবর্তিত হয় প্রতিবেদনের তারিখের ঐতিহাসিক মুদ্রার হার অনুযায়ী। আর্থিক বিনিময়ের হার ব্যবহার করে অর্থসংশ্লিষ্ট নয় এমন সম্পদ ও দায়সমূহের ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। মুদ্রার রূপান্তরের পার্থক্যকে লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ বিবরণ হিসাব-এ আয় অথবা ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়।

(খ) সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম

স্বীকৃতি ও পরিমাপ

লাখেরাজ ভূমি, লাখেরাজ দালান এবং ইজারাকৃত দালান ব্যতিরেকে সম্পত্তি, প্ল্যান্ট, ও সরঞ্জাম পুঞ্জিভূত অবচয় ও অকার্যকারিতাপ্রসূত (impairment) পুঞ্জীভূত ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয়, যদি থাকে, তা বাদ দিয়ে পরিমাপ করা হয়। লাখেরাজ ভূমি পুনঃমূল্যায়িত পরিমাণ হিসাবে পরিমাপ করা হয়। লাখেরাজ দালান এবং ইজারাকৃত দালানসমূহ পুঞ্জীভূত অবচয় ব্যতিরেকে পুনঃমূল্যায়িত পরিমাণ হিসেবে পরিমাপ করা হয়। লাখেরাজ ভবনসমূহ এবং ইজারাকৃত ভবনসমূহ অপেক্ষাকৃত কম পুঞ্জীভূত অবচয়িত ব্যয় হিসেবে পরিমাপ করা হয়। বিগত কয়েক বছরে পুনঃমূল্যায়ন মডেল ভ্রান্তভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল। মূল কোম্পানির হিসাবরক্ষণ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার লক্ষ্যে ব্যয় সংক্রান্ত মডেল অনুসরণ করা হয়েছে। পুনঃমূল্যায়ন মডেলের পরিবর্তে ব্যয় সংক্রান্ত মডেল অনুসরণের প্রভাব এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় নয়। কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট ও সরঞ্জাম বাবদ ব্যয় বলতে বোঝায় এর ক্রয়মূল্য, আমদানি শুল্ক ও অফেরতযোগ্য করসমূহ (ট্রেড ডিসকাউন্ট ও রিবেটসমূহ বাদ দেয়ার পর) এবং সম্পত্তিসমূহকে প্রত্যাশিতভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে যে ধরনের লোকেশন ও অবস্থা আবশ্যক সে ধরনের লোকেশন ও অবস্থায় সম্পত্তিটি আনয়ন বাবদ প্রত্যক্ষ যে কোন ব্যয়।

ঋণ গ্রহণ বাবদ ব্যয়

লিন্ডে গ্রুপ নীতিমালা অনুযায়ী কোম্পানির সম্পদ ইক্যুইটি বা নগদ অর্থ প্রবাহ দ্বারা অর্থায়িত হলেও কার্যকরী সম্পদের জন্য মূলধন হিসেবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে ঋণ গ্রহণ বাবদ ব্যয় নির্ধারণ করার জন্য কোম্পানি গ্রুপ কর্তৃক নির্ধারিত ঋণ গ্রহণের হার অনুসরণ করে থাকে।

পরবর্তীকালীন ব্যয়সমূহ

যদি এমন হয় যে, কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জামাদির কোন অংশের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক সুবিধা কোম্পানি পাবে এবং এর ব্যয় নির্ভরযোগ্য উপায়ে পরিমাপ করা যাবে, সেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জামাদির প্রতিস্থাপনীয় বা উন্নয়ন অংশটি বাবদ ব্যয় এর চলতি মূল্যের মধ্যে গণ্য করা হবে। কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামাদির দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ বিষয়ক হিসাবাদির মধ্যে গণ্য করা হয়।

অবচয়

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড সকল সম্পত্তি, প্ল্যান্ট ও সরঞ্জামের জন্য প্রযোজ্য সেবা অবচয় বিষয়ক কনভেনশনে (service depreciation convention) উল্লিখিত মাস ব্যবহার করে। এই কনভেনশন ব্যবহার করার মাধ্যমে যে মাসে সম্পত্তিটি সেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয় সেই মাস থেকে অবচয় শুরু হয়; এক্ষেত্রে মাসের কোন দিবসে সম্পত্তিটি সেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয়েছে তা গণ্য করা হয় না। সকল ক্রয়কৃত আইটেমকে সেবা প্রদানের জন্য চালু করতে হবে এবং যে মাসে এগুলোকে ব্যবহার করা শুরু হয় সে মাস হতে এদের অবচয় হিসাব করতে হবে। কোন আইটেম বিক্রয় করা হলে, যে মাসে বিক্রয় করা হয়েছে তার অব্যবহিত পূর্বের মাস অবধি অবচয় মূল্য আরোপ করা হয়।

লাখেরাজ জমি অথবা নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয় এর উপর অবচয় নির্ধারণ করা হয়নি। অন্যান্য সকল সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের ক্ষেত্রে সুষম ভিত্তিতে অবচয় নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের শ্রেণী অনুযায়ী অবচয়ের হার বাস্তবিক গণনার ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। বাস্তবিক গণনার ভিত্তিতে নিম্নে অবচয় নির্ধারণ করা হয়েছে যাহা:

	বছর
লাখেরাজ দালান	৪০
প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি এবং সিলিন্ডার (স্টোরেজট্যাংক এবং ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড ইভাপোরেটরসহ)	১০-২০
মোটরগাড়ি	৫
আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম	৫-১০
কম্পিউটার হার্ডওয়্যার	৫

৪০ বছর কম সময়ের জন্য ইজারাকৃত ভূমির ভবনের মূল্য ইজারা বা ভূমি লীজের সময়ব্যাপী অবচয় হয়ে থাকে। অবচয় পদ্ধতি, ব্যবহারিক বাড়তি মূল্য প্রতিটি প্রতিবেদনের তারিখে পর্যালোচনা করা হয়।

বিক্রয়ের উপর লাভ বা লোকসান

বিক্রয়ের উপর লাভ বা লোকসান নির্ণিত হয়ে থাকে পরিবাহী মূল্য ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের তুলনামূলক নীট হিসাবের ভিত্তিতে।

(গ) অস্থায়ী (intangible) সম্পত্তিসমূহ

স্বীকৃতি এবং পরিমাপ

অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ দেনা পরিশোধ বাবদ পুঞ্জীভূত অর্থ সঞ্চয় ও পুঞ্জীভূত অকার্যকারিতা প্রসূত (impairment) ক্ষয়ক্ষতি, যদি থাকে, তা ব্যতিরেকে ব্যয় হিসেবে পরিমাপ করা হয়। যখন IAS 38: অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ শীর্ষক মানদন্ড অনুযায়ী স্বীকৃতির সকল শর্তাবলী পূরণ করা হয়, তখন অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ বাবদ ব্যয় বলতে বোঝায় এর ক্রয়মূল্য, আমদানি শুল্ক ও অফেরতযোগ্য করসমূহ এবং এই সম্পত্তির প্রত্যাশিত ব্যবহারের লক্ষ্যে সম্পত্তিটি প্রস্তুত করা বাবদ যেকোন প্রত্যক্ষ ব্যয়।

পরবর্তীকালীন ব্যয়
পরবর্তী ব্যয়ের সুবিধা গ্রহণ করা যায় কেবল তখনই যখন এমন সম্ভাবনা থাকে যে, উক্ত অংশে নিহিত ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সুফলসমূহ কোম্পানির অনুকূলে আসবে এবং এর ব্যয় নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যাবে। ব্যয় আরোপিত হওয়ার পর অন্যান্য সকল ব্যয় লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে খাতায় দেখানো হয়।

দেনা পরিশোধ বাবদ অর্থ সঞ্চয় (amortisation)
এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যান (ERP) সফটওয়্যার এবং অন্যান্য সফটওয়্যারসমূহ বাবদ অর্থ পরিশোধের হার সরাসরি পদ্ধতিতে ছিল যথাক্রমে ১২.৫০% এবং ২৫% ব্যবহারের মাস হতে। দেনা পরিশোধ বাবদ অর্থ সঞ্চয় দেখানো হয়েছে লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে।

(ঘ) ইজারাকৃত সম্পত্তি
২০১৯ সালে ০১ জানুয়ারী তারিখে আইএফআরএস-১৬ প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে, রাইট-অব-ইউজ সম্পদসমূহ এবং লীজ সংক্রান্ত দায়সমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। মডিফাইড রেট্রোসেডকটিভ পদ্ধতির আলোকে কোম্পানি আইএফআরএস-১৬ এর আওতায় পরিবর্তিত করা হয়েছে এবং সে সুবাদে বিগত বছরগুলোর সংখ্যাসমূহ সমন্বয় করা হয়নি। উপরন্তু, যে সকল লীজের মেয়াদ প্রাথমিকভাবে কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে ১২ মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, সে সকল লীজের ক্ষেত্রে নতুন নির্দেশনা প্রয়োগ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

(ঙ) আর্থিক দলিলাদিসমূহ
কোনো আর্থিক দলিল হলো সেই চুক্তি, যে চুক্তির বলে কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায় বা ইক্যুইটি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও আর্থিক দায় বা ইক্যুইটিতে পরিণত হয়।

আর্থিক সম্পদ
যে তারিখে কোম্পানির পাওনা (receivables) ও জমার (deposits) উৎপত্তি ঘটে কোম্পানি প্রাথমিকভাবে সেগুলোকে সে তারিখে পাওনা ও জমা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অন্যান্য সকল আর্থিক সম্পদের ক্ষেত্রে, কোম্পানি যে তারিখে সেগুলোর লেনদেন সংক্রান্ত চুক্তির বিধানাবলীর পক্ষ হয় সে তারিখে প্রাথমিকভাবে সেগুলো আর্থিক সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত হয়।

পক্ষান্তরে, কোম্পানি কোনো আর্থিক সম্পদের উপর থেকে সেই তারিখে আর্থিক সম্পদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয় যে তারিখে চুক্তি থেকে উদ্ভূত কোম্পানির অধিকারের অথবা চুক্তির অধীনে থাকা সম্পদ থেকে কোম্পানির নগদ অর্থ প্রবাহ পাওয়ার সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটে; কিংবা কোম্পানি কোনো লেনদেনে কোনো আর্থিক সম্পদ থেকে চুক্তিজনিত নগদ অর্থ প্রবাহ পাওয়ার অধিকার হস্তান্তর করে, যে লেনদেনে আর্থিক সম্পদসমূহের মালিকানাজনিত সকল ঝুঁকি ও প্রতিদান (rewards) প্রকৃত প্রস্তাবে হস্তান্তরিত হয়ে যায়।

আর্থিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্য এবং বাণিজ্য প্রাপ্য:
(i) নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্য
নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্যসমূহের অন্তর্গত হলো, কোম্পানির তহবিলে থাকা নগদ অর্থ, ব্যাংকে থাকা নগদ অর্থ এবং মেয়াদ পূর্ণ হতে ৩-৬ মাস বা তার কম সময় বাকী থাকা স্থায়ী আমানতসমূহ, যা কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই কোম্পানির ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাবে।

(ii) বাণিজ্য এবং অন্যান্য প্রাপ্য
গ্রাহককে মালামাল সরবরাহ করা বা সেবা প্রদান করা বাবদ তার নিকট থেকে কোম্পানির যে অর্থ পাওনা হয় তাই ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা (trade and other receivables)। সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবার জন্য যে ব্যয়মূল্যকে মালামাল বা সেবার বিনিময়ে ন্যায্য মূল্যমান হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেই ব্যয়মূল্যকে প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রাথমিক স্বীকৃতির পর, এই ব্যয়মূল্য থেকে সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অংশ বাদ যাওয়ার কারণে গ্রাহকের নিকট থেকে যে পরিমাণ অর্থ কম পাওয়া যাবে তা বাদ দিয়ে সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবার যে অর্থমূল্য নির্ধারিত হবে তা-ই ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা হিসেবে কোম্পানির পাওনা হবে।

(iii) বিনিয়োগ
বিনিয়োগ বলতে ৩ মাসের অধিক সময়কালের জন্য ফিক্সড ডিপোজিট ম্যাচুরিটিকে বোঝায়। এক্ষেত্রে কোম্পানি কোন প্রতিবন্ধকতা ব্যাতিরেকে এই ডিপোজিট ব্যবহার করতে পারবে। কোম্পানি এফডিআর বিনিয়োগকে ম্যাচুরিটি পর্যন্ত ধরে রাখার ইতিবাচক আগ্রহ এবং সামর্থ্য রাখে এবং এ ধরনের আর্থিক সম্পদসমূহ ম্যাচুরিটির জন্য সংরক্ষিত হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। এই ধরনের সম্পদসমূহ প্রাথমিকভাবে ন্যায্য মূল্যের পাশাপাশি যেকোন ধরনের প্রত্যক্ষ গণনাযোগ্য লেনদেন সংক্রান্ত ব্যয়ের আলোকে স্বীকৃত হয়। প্রাথমিক স্বীকৃতির পরবর্তী ধাপে এইসব সম্পদসমূহকে কার্যকর ইন্টারসেট পদ্ধতি ব্যবহার করে বন্ধকী ব্যয় হিসেবে পরিমাপ করা হয়।

(iv) সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ
সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ বলতে বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড এবং বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ইক্যুইটির অনুকূলে বিনিয়োগ বোঝায়।

আর্থিক দায়
অতীতে সংঘটিত কোনো ঘটনার ফলে যখন কোম্পানির জন্য কোনো চুক্তিজনিত দায় নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয় এবং যার নিষ্পত্তির ফলস্বরূপ কোম্পানি থেকে অন্যের কাছে অর্থনৈতিক সুফল প্রদানকারী সম্পদ হস্তান্তরের নিশ্চিত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় তখনই কোম্পানির জন্য একটি আর্থিক দায় সৃষ্টি হয়েছে বলে স্বীকৃত হয়। যে লেনদেন তারিখে কোম্পানি দায় সংক্রান্ত চুক্তির বিধানাবলীর পক্ষ হয় সে তারিখেই দায় সৃষ্টি হয়েছে বলে কোম্পানি প্রাথমিক ভাবে স্বীকার করে নেয়।

যখন কোম্পানি তার চুক্তির আওতাধীন দায়সমূহ পরিহার বা বাতিল করে বা এ সংক্রান্ত দায় বহনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তখন কোম্পানি আর্থিক দায়সমূহ পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। বাণিজ্য প্রাপক, খরচ বাবদ প্রাপক এবং প্রদেয় খরচ, বিবিধ প্রাপক এবং অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নয় এমন আর্থিক দায়সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

(চ) মজুদ সামগ্রী
ব্যয় ও আনুমানিক হিসাবকৃত নীট মুনাফাযোগ্য মূল্যের অপেক্ষাকৃত কম হিসেবে পণ্যের মজুদসমূহ পরিমাপ করা হয় (পরিবাহী পণ্য বাদে)। পণ্যের মজুদসমূহের ব্যয় পরিমাপ করা হয় ওজনভিত্তিক গড় ব্যয় ফর্মুলা ব্যবহার করে এবং পণ্যের মজুদের ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে মজুদ সংগ্রহ বাবদ ব্যয়, উৎপাদন বা রূপান্তর বাবদ ব্যয় এবং বিদ্যমান লোকেশন ও অবস্থায় এগুলোকে আনয়ন বাবদ অন্যান্য ব্যয়।

পণ্যের মজুদসমূহ কাঁচামাল, প্রস্তুতকৃত (finished) পণ্যাদি, পরিবাহী পণ্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আবশ্যক বাড়তি যন্ত্রাংশ নিয়ে গঠিত।

(ছ) ইমপেয়ারমেন্ট (impairment)
পণ্যাদি ও আসবাবের মজুত ব্যতিরেকে কোম্পানির সম্পত্তিসমূহের মূল্যের ক্ষেত্রে ইমপেয়ারমেন্ট-এর কোন লক্ষণ রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য প্রত্যেক প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে এগুলো পর্যালোচনা করা হয়। যদি এ ধরনের আলামত পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের পুনরুদ্ধারের উপযোগী ইমপেয়ারমেন্ট-এর আনুমানিক হিসাব বের করা হয়। যদি কোন সম্পত্তির বা এর নগদ অর্থ বৃদ্ধিকারী ইউনিটের চলতি মূল্য উক্ত সম্পত্তির পুনরুদ্ধারযোগ্য মূল্য অপেক্ষা বেশী হয় তা ইমপেয়ারমেন্ট লোকসান হিসেবে ধরা হয়। ইমপেয়ারমেন্ট লোকসান যদি হয়, সেগুলো লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে দেখানো হয়।

(জ) বরাদ্দসমূহ
অতীত ইভেন্টের ফলাফলের কারণে কোম্পানির কোনো আইনগত বা গঠনমূলক বাধ্যবাধকতা থাকায় আর্থিক অবস্থার বিবরণে একটি বরাদ্দ ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এই বাধ্যবাধকতার নিষ্পত্তির জন্য আর্থিক সুফলের একটি বহিঃপ্রবাহ প্রয়োজন এবং বাধ্যবাধকতার পরিমাণের একটি নির্ভরযোগ্য আনুমানিক হিসাব করা যেতে পারে।

(ঝ) সম্ভাব্য ব্যয়
দাবী, মামলা ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য ব্যয় রেকর্ড রাখা হয়, যখন এমন সম্ভাবনা থাকে যে এতে একটি দায় আরোপিত হয়েছে এবং এর পরিমাণ যৌক্তিকভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে।

(ঞ) আয়কর
বর্তমান এবং বিলম্বিত করের সাথে আয়করের খরচ বিন্যস্ত করা হয়েছে । আয়করের খরচ লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং আয়করের খরচ ব্যতীত অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয় সম্পর্কিত হিসাবে অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয় স্বীকৃত।

বর্তমান কর
আলোচ্য বছরের জন্য করযোগ্য আয়ের উপর যে প্রত্যাশিত কর প্রদান করতে হয় সেই করই হলো বর্তমান কর, যা প্রতিবেদনের তারিখে আইন কর্তৃক অনুমোদিত বা প্রকৃত অর্থে আইনসিদ্ধ কর হার অনুযায়ী প্রদেয়। কোম্পানিটি "পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি" হিসেবে যোগ্যতর বিবেচিত। আয়করের হার চলতি বছরে ২৫% হারে বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৮ সালের অর্থ অধ্যাদেশ অনুযায়ী এই কর বরাদ্দের হার নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রযোজ্য কর আইন অনুযায়ী কোম্পানিকে কোন নির্দিষ্ট বছরে সকল উৎস হতে প্রাপ্ত কোম্পানির মোট আয়ের পরিমাণের ০.৬ শতাংশ হারে প্রদেয় ন্যূনতম কর সাপেক্ষে কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য হারে কর প্রদান করতে হবে। যেহেতু আলোচ্য বছরে কোন উৎস হতে সাবসিডিয়ারি কোম্পানির কোন আয় ছিল না, সেক্ষেত্রে সাবসিডিয়ারির জন্য কোন কর প্রদান করা হয়নি।

বিলম্বিত কর
আর্থিক প্রতিবেদন তৈরির জন্য সম্পদ এবং দায়সমূহের চলতি পরিমাণ এবং শুল্কায়নের জন্য ব্যবহৃত পরিমাণের মধ্যে সাময়িক পার্থক্য তৈরি করার মাধ্যমে IAS-১২: আয়করের, পদ্ধতি ব্যবহার করে বিলম্বিত কর বিবেচনা করা হয়। বিলম্বিত কর করের হারসমূহের আলোকে পরিমাপ করা হয়, যা সাময়িক পার্থক্যসমূহ বিপরীতভাবে প্রতিভাত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করার প্রত্যাশা করা হয়; এক্ষেত্রে যে সমস্ত আইন প্রণীত হয়েছে বা প্রতিবেদন প্রদানের তারিখ দ্বারা বাস্তবিকভাবে প্রণীত হয়েছে সে সমস্ত আইনের উপর ভিত্তি করে বিলম্বিত কর পরিমাপ করা হয়। বিলম্বিত করারোপিত সম্পদ এবং দায়সমূহের সমতা বিধান করা হয় যদি চলতি করারোপিত দায় ও সম্পদসমূহের সমতা বিধান করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে প্রয়োগযোগ্য অধিকার থাকে এবং যদি সেগুলো একই ধরনের কর প্রদানযোগ্য প্রতিষ্ঠানে একই কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত আয়করসমূহের সাথে সম্পর্কিত থাকে।

একটি বিলম্বিত করারোপিত সম্পত্তি ঐ সীমা অবধি স্বীকৃত হয় যাতে, এমন সম্ভাবনা থাকে যে, ভবিষ্যতে যে করযোগ্য মুনাফাসমূহ পাওয়া যাবে তার বিপরীতে কর্তনযোগ্য সাময়িক পার্থক্য কাজে লাগানো যেতে পারে। বিলম্বিত করারোপিত সম্পত্তিসমূহ প্রত্যেক প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে পুনর্বিবেচনা করা হয় এবং এগুলো এমন সীমা অবধি হ্রাস করা হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর বিষয়ক মুনাফা আর বাস্তবায়ন করার সম্ভাবনা থাকবে না।

(ট) শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল (WPPF)
শ্রমিকদের মুনাফা অংশগ্রহণমূলক তহবিল বা WPPF বাবদ এই ধরনের ব্যয় আরোপ করার পূর্বে কোম্পানি এর মুনাফার ৫% যোগান দেয়।

(ঠ) কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি
কোম্পানি-এর যোগ্য স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান (defined contribution plan) এবং নির্ধারিত কল্যাণ প্ল্যান (defined benefit plan) উভয়ই পরিচালনা করেন। যেখানে প্রযোজ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) কর্তৃক অনুমোদিত স্ব স্ব দলিলসমূহে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়।

নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান (provident fund বা ভবিষ্যৎ তহবিল)
নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান হলো কর্মসংস্থান প্রদানোত্তর একটি বেনিফিট বা কল্যাণ প্ল্যান যার আওতায় কোম্পানি এর সকল স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য বেনিফিট বা কল্যাণের ব্যবস্থা করে। স্বীকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ভবিষ্যৎ তহবিল নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কারণ, এটি এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নির্ধারিত স্বীকৃতিমূলক ক্রাইটেরিয়া বা মানদন্ডসমূহ পূরণ করে। সকল স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারি তাদের মূল বেতনের ১৩.৫% ভবিষ্যৎ তহবিলে প্রদান করেন এবং কোম্পানিও সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে এই তহবিল গঠনে অংশগ্রহণ করে।

যখন কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তি অংশগ্রহণমূলক তহবিলের বিনিময়ে সেবা প্রদান করে থাকেন, তখন কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তহবিলে অর্থ প্রদান ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে কোম্পানি তহবিলে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে সম্মত সে ব্যাপারে আইন এবং গঠনমূলক বাধ্যবাধকতার ভূমিকা সীমিত।

নির্ধারিত কল্যাণ প্ল্যানসমূহ
(i) **গ্র্যাচুইটি স্কীম**
কোম্পানির এর স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি তহবিল বহির্ভূত গ্র্যাচুইটি স্কীম পরিচালনা করে থাকে। এই স্কীমের আওতায় একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী তার চাকুরির মেয়াদ এবং সর্বশেষ গৃহীত মূল বেতনের আলোকে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হন। এক্ষেত্রে কোম্পানি সকল যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য প্রতিবেদন প্রদানের তারিখ হতে সর্বাধিক সুবিধা সম্বলিত গ্র্যাচুইটি হিসাব করে থাকে। ২০১৬ সালের পরে এই স্কীমের অনুকূলে কোন একচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়ন করা হয়নি। ২০১৭ সালে ২০১৬ সালের একচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়নের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে গ্র্যাচুইটি স্কীমের ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু গ্র্যাচুইটি পেমেন্টের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ অনিশ্চয়তা বা আনুমানিক হিসাবাদির বিষয় নেই, সেজন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই মর্মে বিবেচনা করেন যে যদি এক্ষেত্রে একচ্যুয়ারিয়ারিয়াল মূল্যায়ন করা হত সেক্ষেত্রে ফলাফলগত কোন পার্থক্য থাকলেও তা IAS-19 কর্মচারী কল্যাণ সুবিধা অনুযায়ী পরিমাণ এবং সম্পর্কিত ডিসক্লোজারের আলোকে তেমন গুরুতর হত না।

(ii) **স্বল্প-মেয়াদী কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি**
স্বল্প মেয়াদী কর্মচারি কল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত দায়সমূহকে আনডিসকাউন্টেড ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সেবা বাবদ ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়। সারা বছরে কর্মচারিদের যে ছুটি জমা হয় তা তাদের ভোগ করার বিধান থাকলেও তারা তা গ্রহণ করেন না। প্রত্যেক কর্মচারিদের সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন ও অব্যবহৃত ছুটির ভিত্তিতে এ ভাতার ব্যবস্থা করা হয়।

(ড) রাজস্ব স্বীকৃতি
২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানি আইএএস-১৮ পদ্ধতি অনুসরণ করছিল: যেখানে 'আয়' বলতে কোম্পানির বিক্রয় হতে আয়, সুদ বাবদ আয় এবং অন্যান্য খাত বোঝানো হয়। অবশ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আইএফআরএস-১৫: 'গ্রাহকগণের সাথে বিভিন্ন চুক্তি হতে আগত আয়' বিষয়ে তাঁদের মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছেন, যা ২০১৮ সালের ০১ জুলাই হতে কোম্পানির জন্য কার্যকর হয়েছে এবং এই মর্মে উপসংহারে পৌছেছেন যে, কোম্পানির বর্তমান আয় প্রবাহের ভিত্তিতে আয় স্বীকৃতির সময়সীমার উপর এই নতুন বিধির প্রচলন ও প্রয়োগ কোন প্রভাব ফেলবে না। সে সুবাদে, প্রাথমিক প্রচলনের প্রয়োজন নেই। ফলশ্রুতিতে, কোম্পানির হিসাবরক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী প্রদত্ত তুলনামূলক তথ্যাদি বিবেচনায় নেওয়া অব্যাহত থাকবে।

(ঢ) আয় বিষয়ক স্বীকৃতি পণ্যসমূহ বিক্রয় হতে প্রাপ্ত আয়
(i) **বিক্রিত পণ্যসমূহ**
গৃহীত বা গৃহীতব্য বিবেচনার নিরপেক্ষ মূল্য, রিটার্ণ ও ভাতা ও বাণিজ্য বিষয়ক ডিসকাউন্টসমূহের মোট পরিমাণ অনুযায়ী পণ্যাদির বিক্রয় হতে আয় পরিমাপ করা হয়। আয় স্বীকৃত হয় যখন ক্রেতার নিকট মালিকানা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি এবং প্রাপ্তিসমূহ স্থানান্তরিত হয়, বিবেচনাসমূহ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে, পণ্যের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও সম্ভাব্য রিটার্ণ নির্ভরযোগ্যভাবে আনুমানিক হিসাব করা যায়, পণ্যের ক্ষেত্রে কোন অব্যাহত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্পৃক্ততা থাকে না এবং আয়ের পরিমাণ নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়। সাধারণত পণ্য তালিকার পাশাপাশি পণ্যের সরবরাহের সময় এগুলো সাধিত হয়।

(ii) **বিক্রয় সরবরাহ হতে নগদ প্রাপ্তি**
যখন বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য ডেলিভারি দেয়া হয় এবং নগদ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তখন আয় স্বীকৃত হয়।

সেবাসমূহ
প্রদত্ত সেবাসমূহ হতে প্রাপ্ত আয় প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে লেনদেন সমাপ্ত হওয়ার পর্যায় অনুপাতে লাভ ও ক্ষতি এবং নির্দেশক হিসাবে স্বীকৃত হয়। সিলিন্ডার এবং ভিআইই ভাড়া এক্রুয়াল ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়।

কমিশন
যখন কোন লেনদেনের ক্ষেত্রে কোম্পানি প্রিন্সিপাল না হয়ে বরং একটি এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, তখন কোম্পানি কর্তৃক গৃহীতব্য কমিশনের নীট পরিমাণ হিসেবে আয় স্বীকৃত হয়।

(ঢ) ফাইন্যান্স আয় ও খরচসমূহ
ফাইন্যান্স বিষয়ক আয় বলতে স্হায়ী জমা বাবদ তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ বাবদ আয় বোঝায়। সুদ বাবদ আয় ক্রমবর্ধিষ্ণু হিসাবের ভিত্তিতে স্বীকৃত হয়।

ফাইন্যান্স বিষয়ক ব্যয় বলতে ওভার ড্রাফটজনিত সুদ বাবদ ব্যয় এবং ব্যাংক চার্জসমূহ বোঝায়। ফাইন্যান্স বিষয়ক সকল ব্যয় লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী বিষয়ক হিসাবে স্বীকৃত হয়।

(ণ) আর্থিক বিবরণীসমূহের কনসলিডেশন
(i) সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে বিনিয়োগ
সাবসিডিয়ারি বলতে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেগুলো গ্রুপ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। যখন কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে গ্রুপের সম্পৃক্তির ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনযোগ্য আয় অর্জন করে বা অর্জন করার অধিকার পায় এবং গ্রুপ যখন উক্ত সাবসিডিয়ারির উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে এর অর্জিত আয়কে প্রভাবিত করার সামর্থ্য রাখে তখন উক্ত সাবসিডিয়ারির উপর গ্রুপের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। সাবসিডিয়ারির আর্থিক বিবরণী সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসমূহে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যে তারিখ হতে নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়েছে সেই তারিখ হতে যে তারিখে নিয়ন্ত্রণের সমাপ্তি ঘটেছে সেই তারিখ অবধি উক্ত আর্থিক বিবরণী অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(ii) নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত সুদসমূহ
এনসিআই যেই তারিখে আত্মীকরণ হয়েছে সেই তারিখে আত্মীকরণকারী প্রতিষ্ঠানের শনাক্তকরণযোগ্য নীট সম্পত্তিসমূহে তাদের আনুপাতিক শেয়ারের আলোকে পরিমাপিত হয়।

একটি সাবসিডিয়ারিতে গ্রুপের সুদের ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিবর্তন যার ফলে নিয়ন্ত্রণ হারানোর মত ঘটনা ঘটে না সেসব ক্ষেত্রে উক্ত পরিবর্তনসমূহ ইক্যুইটি বিষয়ক লেনদেন হিসেবে গণ্য করা হয়।

(iii) নিয়ন্ত্রণ হারানো
যখন কোন গ্রুপ এর সাবসিডিয়ারির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, তখন গ্রুপ সাবসিডিয়ারির সম্পদসমূহ ও দায়সমূহ ও সংশ্লিষ্ট কোন এনসিআই এবং ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদানসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভুত প্রাপ্তি অথবা ক্ষতি মুনাফা অথবা ক্ষতি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। যখন নিয়ন্ত্রণের পরিসমাপ্তি ঘটে তখন সাবেক সাবসিডিয়ারিতে থেকে যাওয়া যেকোন সুদকে ন্যায্যমূল্যে পরিমাপ করা হয়।

(iv) সমন্বিতকরণ পরবর্তী লেনদেন বিলোপ
আন্তঃগ্রুপ ব্যালেন্সসমূহ ও লেনদেনসমূহ এবং আন্তঃগ্রুপ লেনদেনসমূহ হতে উদ্ভুত নগদ অর্থ নয় এমন যেকোন ধরনের আয় বা ব্যয়সমূহকে বিলোপ করা হয়েছে। ইক্যুইটি হিসাবের আলোকে লগ্নীকৃত প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন হতে উদ্ভুত নগদ অর্থ নয় এমন প্রাপ্তিসমূহকে বিনিয়োগের বিপরীতে বিলোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লগ্নীকৃত প্রতিষ্ঠানে রয়ে যাওয়া গ্রুপের সুদ বিষয়ক আয়ের সীমানা পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়েছে। নগদ অর্থ নয় এমন প্রাপ্তিসমূহের মত করে নগদ অর্থ নয় এমন ক্ষতিসমূহ বিলোপ করা হয়েছে তবে এক্ষেত্রে ততটুকু পর্যন্ত বিলোপ করা হয়েছে যাতে প্রতিষ্ঠান অকার্যকর হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ না পায়।

(ত) শেয়ারপ্রতি আয়
কোম্পানি তার সাধারণ শেয়ারের জন্য শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়-এর (EPS) ডাটা উপস্থাপন করেছে।

শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়
সাধারণ শেয়ারহোল্ডাদের অর্জিত আয় বা লোকসান (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) এবং এ বছরের বকেয়া ওয়েটেড এভারেজ সাধারণ শেয়ারের সংখ্যার সহিত বিভাজনের মাধ্যমে শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (EPS) নির্ধারিত হয়।

(থ) সংরক্ষিত তহবিল/রক্ষিত আয়
চিরাচরিতভাবে কোম্পানি এর মুনাফার পুরো অংশ সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল/সংরক্ষিত আয় খাতে স্থানান্তর করে থাকে। এই তহবিল যেকোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে (উদাহরণঃ লভ্যাংশ বিতরণের ক্ষেত্রে, ইত্যাদি)।

(দ) প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ
প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ, যা প্রতিবেদন তারিখে কোম্পানির অবস্থা সম্বন্ধে বাড়তি তথ্য প্রদান করে, সেই ইভেন্টসমূহ আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ম্যাটেরিয়াল ইভেন্টসমূহ, যেগুলো এ্যাডজাস্টিং ইভেন্ট নয়, সেগুলি প্রকাশ করা হয়েছে যা টীকা ৪০-এ দেখানো হয়েছে।

ধ) সাধারণ
বর্তমান বছরের উপস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য পূর্ববর্তী বছরের পরিসংখ্যানগুলি পুনঃস্থাপন/পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

Published by

Linde Bangladesh Limited
Corporate Office
285 Tejgaon Industrial Area, Dhaka 1208, Bangladesh
Phone +88 02 8870322–7, +88 01713099673
www.linde.com.bd